



বৈভবকে নিয়ে
টানা পোড়েন
সিরিজ দখলে চোখ

১২

গেট টপকে
যন্তরমন্তরে বিক্ষোভ

৭

আজকের সন্ধ্যা তাপমাত্রা

৩৪° | ২০°
সর্বনিম্ন শিলিগুড়ি

৩৩° | ২০°
সর্বনিম্ন সোবোট

৩৪° | ২০°
সর্বনিম্ন কোচবিহার

৩৩° | ১৯°
সর্বনিম্ন আলিপুরদুয়ার

উমা
হাসছে

২
দিন পর

২৬ আশ্বিন ১৪৩৩ বুধবার ৫.০০ টাকা 14 October 2026 Wednesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 148

আজ চতুর্থী



আলিপুরদুয়ারের জংশন এলাকায় একটি পূজোমণ্ডপে তৃতীয়াতেই উপচে পড়া ভিড়। মঙ্গলবার। ছবি : আয়ুত্থান চক্রবর্তী

উত্তরের ঠোঙে
বিরোধী
অনৈক্য,
উৎসবের
মরশুমের
অপেক্ষা পড়ে

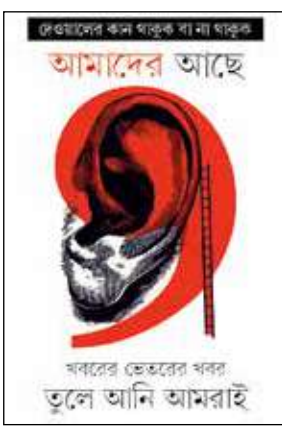
রূপায়ণ ভট্টাচার্য



রাজধানীর গত তিনদিন ধরে যে সাইক্লোন বয়ে যাচ্ছে, জনসমূহে জেগেছে জোয়ার, তার অভিঘাত আটকে নেই শুধু দিল্লির সীমানায়। প্রতিবাদের সাইক্লোন ছড়িয়ে পড়ছে দেশের রাজনৈতিক মানচিত্রে।

একসময় যে কথাটা ফিশফিশ করে বলত লোকেরা, এখন সেটাই শোনা যাচ্ছে প্রকাশ্যে। রাজ্যে। দ্বিধাহীন, দ্বন্দ্বহীন। হকারদের মুখে, অটো ড্রাইভারদের মুখে, পথচারীর মুখে, ব্যবসায়ীর মুখে। বিজেপি ভোট জিতছে নির্বাচন কমিশনের সাহায্যে চুরি করে। 'ভোট চোর' শব্দটা অনেক দেওয়ালে সাদা চুনকাম করে মোছার চেষ্টায় দিল্লির পুলিশ লাভ হচ্ছে কই ভাই?

ক্ষমতার সবচেয়ে বড় শক্তি মানুষের ভয়। সেই ভয়টাই যদি ভেঙে যায়, তা হলে সরকারের



হাতে আর কতটা শক্তি অবশিষ্ট রইল? রাজধানীর তিনদিনের ঘটনাবলি সেই প্রশ্নটাই সামনে এনে দিয়েছে। রাজপথে যাতে বিক্ষোভকারীরা শুয়ে পড়তে না পারে, সেইজন্য কর্পোরেশনের কর্মীরা ময়লা গাড়িতে এনে বাকবাকি রাজপথে ফেলে দিচ্ছে। ভাবা যায়, আগের মতো ভয় উধাও চারদিক থেকে।

ভিপি সিং যখন রাজীব গান্ধি সম্পর্কে আওয়াজ তুলেছিলেন, এরপর দশের পাভায়

পূজো পর্যটনে জট কাটছে না বক্রায়

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১৩ অক্টোবর : 'হয় এবার, না হলে নেভার'— এই স্লোগানকে সামনে রেখেই লাগাতার আন্দোলন করছেন বক্রা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের বিভিন্ন গ্রামের বাসিন্দারা। অন্যদিকে, বন দপ্তর সহ জেলা প্রশাসনের কতারা 'ওয়েট অ্যান্ড ওয়াচ' নীতি নিয়ে চলেছেন। আন্দোলন ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে শেষপর্যন্ত উঠে যাবে বলেই মনে করছে প্রশাসন। দুই পক্ষই নিজের জায়গায় অনড় থাকায় পূজোর মরশুমে বক্রা ব্যাঘ্র-প্রকল্পকে ঘিরে পর্যটন যেন অলীক স্বপ্ন হওয়ার পথে। সমাধানসূত্র বের হচ্ছে না। আর দুর্গাপূজোর মুখে ভরা পর্যটন মরশুমে ফাঁকা বক্রা, জয়ন্তীর মতো পর্যটনকেন্দ্রগুলো। কিছু পর্যটক এলেও তারা ঘুরে চলে যাচ্ছেন, কেননা জঙ্গল সাফারিই হচ্ছে না।

মঙ্গলবার রাজাভাতখাওয়ায় ধনা অষ্টম দিনে পা দিল। এদিন আন্দোলনকারীরা বক্রা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের ফিল্ড ডিরেক্টর, দুই ডেপুটি ফিল্ড ডিরেক্টর, পুলিশ সুপার, জেলা শাসক, মহকুমা শাসক সহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে চিঠি দিয়ে আন্দোলনের কারণ জানিয়েছেন।

গত ১০ অক্টোবর রাজাভাতখাওয়ায় রাষ্ট্রা অবরোধ করে বড় আন্দোলন করার পর আন্দোলনকারীদের সঙ্গে বৈঠকে বসে আধিকারিকরা জানান, কেন আন্দোলন হচ্ছে এবং যে দাবিগুলো করা হচ্ছে সেগুলোর পিছনে কী কী বিষয় যুক্ত রয়েছে।



বক্রা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের ফিল্ড ডিরেক্টর অফিসে চিঠি দিচ্ছেন আন্দোলনকারীরা।

তা বিস্তারিত লিখে জানাতে হবে। সেইমতো এদিন লিখিতভাবে তা জানানো হয় মহা গ্রামসভা যৌথ সংগ্রাম কমিটি এবং উত্তরবঙ্গ বনজন শ্রমজীবী মঞ্চের তরফে। এদিন চিঠি জমা দেওয়ার পর আন্দোলনকারীদের মধ্যে লালসিং ভুজেল বলেন, 'রাজাভাতখাওয়া

চেকপোস্ট তুলে দেওয়া আমাদের মূল দাবি। সেইসঙ্গে আরও কিছু দাবি রয়েছে। প্রশাসন লিখিতভাবে দাবির কথা জানাতে বলেছে। সেটা জানানো হল। এবার প্রশাসন কী করবে, সেটা দেখার। সমস্যা না মিটলে ধনা চলবে।' আলিপুরদুয়ারের মহকুমা

গত মঙ্গলবার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে আত্মসমর্পণ করতে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছিলেন প্রশান্ত। মঙ্গলবার সেই মামলার শুনানিতে বিচারপতি অরবিন্দ কুমার ও বিচারপতি মনুভাই পাঞ্চোলির বেঞ্চ সেই আবেদন কার্যত পত্রপাঠ খারিজ করে। প্রাক্তন বিডিও'র পাশাপাশি কোর্টের রোয়ের মুখে পড়ে রাজ্য সরকারও। বেঞ্চের বক্তব্য, 'আপনারা (রাজ্য প্রশাসন) কী করছেন? হাইকোর্টের নির্দেশ মেলে এখনই পদক্ষেপ করুন।'

কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি দ্বিগু গত মঙ্গলবার নির্দেশ দিয়েছিলেন, বৃহস্পতিবারের মধ্যে আত্মসমর্পণ না করলে তাঁর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে হবে। সেদিন থেকে বেতন বন্ধ করতেও বলেছিল প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। সেই প্রক্রিয়া আদৌ শুরু হয়েছে কি না, তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। রাজ্য সরকার সূত্রের খবর, এখনও পর্যন্ত প্রশান্তের হিদস জানা নেই পুলিশের। খোঁজ চালাচ্ছে বলে ভাঙা রেকর্ডের

এরপর দশের পাভায়



বাছাই করা
খবর দেখতে
স্ক্যান করুন



একজন ব্যক্তি পুরো ব্যবস্থাকে (সিস্টেম) উপহাস করে রেখে দিয়েছেন। এই আদালতের আগের নির্দেশ অমান্য করেছেন। কীভাবে এমন হতে পারে!

সুপ্রিম প্রশান্তয়

গ্রেপ্তারে গড়িমসি নয়, কড়া শুভেন্দু

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ১৩ অক্টোবর : প্রশান্ত বর্মনের আশায় জল। সুপ্রিম কোর্ট তাঁর আবেদনে কানই দিল না। বরং হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে আত্মসমর্পণ করার নির্দেশ দেয়। জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জের এই প্রাক্তন বিডিওকে কড়া ভাষায় ভরসনা করে শীর্ষ আদালত। প্রশান্তর আইনজীবীর প্রতি আদালত মন্তব্য করে, 'একজন ব্যক্তি পুরো ব্যবস্থাকে (সিস্টেম) উপহাস করে রেখে দিয়েছেন। এই আদালতের আগের নির্দেশ অমান্য করেছেন। কীভাবে এমন হতে পারে!'

মতো বলে চলেছে সিআইডি। প্রাক্তন বিডিও'র সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার প্রক্রিয়াও সেভাবে এগোয়নি। প্রশান্তর আচরণ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের বক্তব্য, 'আমরা অবাক হয়ে যাচ্ছি।' আদালত প্রশ্ন তোলে, 'পুলিশ কি অভিযুক্তের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে?' এরপরই পুলিশ ও সিআইডি-কে কড়া বাতা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর নির্দেশ, 'যেভাবে



■ গত মঙ্গলবার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে প্রশান্তকে আত্মসমর্পণ করতে বলেছিল কলকাতা হাইকোর্ট

■ হাইকোর্টের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে প্রশান্ত

■ এদিন তাঁর জামিনের আবেদন নাকচ করে দেয় সুপ্রিম কোর্ট, ভরসনা পুলিশকেও

হোক, বিডিও প্রশান্ত বর্মনকে খুঁজে বের করতে হবে। এব্যাপারে কোনও গড়িমসি আর বরদাস্ত করা হবে না। শীর্ষ আদালতের কড়া ভরসনার খবরে মুখ্যমন্ত্রী ক্ষুব্ধ বলে রাজ্য স্বরাষ্ট্র দপ্তর সূত্রের খবর।

তিনি জরুরিভিত্তিতে এই মামলার ফাইল চেয়ে পাঠান এবং উর্ধ্বতন পুলিশ আধিকারিকদের তলব করে কেফিয়ত চান। এরপর দশের পাভায়

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

কোথায় গেলেন প্রশান্ত বর্মন? সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরও কেন তাঁকে ধরছে না পুলিশ? পশ্চিমবঙ্গে এটাই এখন কোর্ট টাকার প্রশ্ন। পুলিশের খাতায় পলাতক হলেও বিশ্বস্ত সূত্রের খবর অনুসারে, এক সপ্তাহ ধরে ডেরা বদলে কখনও উত্তরবঙ্গ, কখনও অসমে গা-ঢাকা দিচ্ছেন প্রশান্ত। তাঁর সঙ্গে বিশ্বস্ত দুজন শাগরেদ রয়েছেন। তাদের একজনের বাড়ি কোচবিহারের খোন্টা এলাকায়, অন্যজনের বোকালিরগুটে। শিলিগুড়ির এক আইনজীবীর মাধ্যমে যাবতীয় যোগাযোগ রাখছেন স্বর্ণ ব্যবসায়ী স্বপন কামিল্যা হত্যার প্রধান অভিযুক্ত। তবে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর প্রশান্ত শিলিগুড়ি হয়ে নেপালে পাঠিয়ে গিয়েছেন বলেই আশঙ্কা করা হচ্ছে।



■ এক সপ্তাহ ধরে ডেরা বদলে কখনও উত্তরবঙ্গ, কখনও অসমে গা-ঢাকা দিচ্ছেন প্রশান্ত

■ হাইকোর্টের রায়ের পরের দিনই আলিপুরদুয়ারের তপসিখাতায় দেখা গিয়েছে

■ শুক্রবার গুয়াহাটীর একটি গোপন ডেরায় দুই আইনজীবী ও কয়েকজন বিশ্বস্ত সঙ্গীর সঙ্গে বৈঠক করেন প্রশান্ত

■ সোমবার শিলিগুড়ির স্টেশন ফিভার রোডের এক ব্যবসায়ীর সঙ্গে দেখা করেন প্রশান্তর এক শাগরেদ

ঘনিষ্ঠ শিলিগুড়ির আইনজীবীরা এক জুনিয়ার উপস্থিত ছিলেন। সেখানেই সুপ্রিম কোর্টের মামলা সহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। ওই বৈঠকেই মেখালয়ের একটি প্রত্যন্ত এলাকায় রিসর্টের খোঁজখবর করেন প্রশান্ত। সুযোগ বুঝে তিনি সেখানে গা-ঢাকা দিতে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে। এরপর দশের পাভায়

পোশাকে সাজবে রেমোরা ভুলুরা যত্নের অপেক্ষায়

পূজো তো ওদেরও!

চকোলেট আদতে ল্যাব্রাডার কুকুর। ধূপগুড়িতে রাইয়ের পৈতৃক বাড়িতে থাকে। বিস্কুট রং। মাঝরা চাহিনি। কখন যে সে পরিবারের একজন হয়ে উঠেছে, কেউই টের পায়নি।

পূজোর দিনগুলিতে পরিবারের সঙ্গে হুই-হুই করে কাটানোর অপেক্ষায় থাকেন রাই। অবশ্যই চকোলেট-এর সঙ্গে খুনশুটির

এবারও হচ্ছে রয়েছে। বাড়ির আর পাঁচজনের মতো চকোলেট-এরও পূজোর পোশাক চাই। এক নয়, একাধিক। একটি পোশাকে চকোলেট-এর মন উঠবে কি পায়নি।

পূজোর দিনগুলিতে পরিবারের সঙ্গে হুই-হুই করে কাটানোর অপেক্ষায় থাকেন রাই। অবশ্যই চকোলেট-এর সঙ্গে খুনশুটির

এখন দুর্গাপূজো মানে শুধু একা বা পরিবারের সকলের সঙ্গে আনন্দ নয়, আনন্দের সমান অংশীদার হচ্ছে পোষ্যরা

অপেক্ষা। রাইয়ের কথা, 'চকোলেট আমার সন্তানসম। পেশার সূত্রে বছরের বেশিরভাগ সময় শিলিগুড়িতে থাকি। সেকারণে ওকে খুব একটা সময় দেওয়া হয় না। পূজোর সময় তাই ওর যত সখা আমার সঙ্গে। দিনেরবেলা কাছপিঠের মণ্ডপে ওকে নিয়ে যাই প্রতিবার।



না পরের কথা, কিন্তু রাইয়ের মন ভরে না। কী কী কিনেছেন চকোলেটের জন্য? রাই বলেন, 'অনলাইনে শেরওয়ানি, বো-টাই আর ব্যান্ডানা কিনেছি। পূজোয় চকোলেট পরবে। উৎসবে আমরা নতুন পরব, ও পরবে না, তা কেমন করে হয় বলুন!'

শুধু কি পোশাক, পূজোয় চকোলেট-এর ট্রিমিংয়ের পরিকল্পনাও রয়েছে রাইয়ে। একা রাই নয় কিন্তু। এ গল্প রাইয়ের মতো আরও অনেক 'পেট-পেরেন্ট'-য়ের। পোষ্যদের মালিক-মালিকিনদের এটাই স্মার্ট পরিচয়-পেট-পেরেন্ট। তাঁদেরও বহু পরিকল্পনা পূজোয়। নিজের যত্ন, পোশাক, স্টাইল স্টেটমেন্ট নিয়ে তাঁরা যেমন সচেতন, তেমনই সতর্ক পোষ্যের যত্ন, তাকে সাজানো নিয়ে। শিলিগুড়ির আরাক্রিচা দাসের কথা ধরা যাক। নিজের ও পোষ্যের জন্য একই রংয়ের পোশাক কিনেছেন। তিনি বলেন, 'নিজের জন্য অলিভ গ্রিন শাড়ি কিনেছি। আর জেরির (গোল্ডেন রিট্রিভার) জন্য একই রঙের বো-টাই। আর হ্যাঁ, সঙ্গে সানগ্লাসও।' ঠিক ধরেনে, সানগ্লাস পরবে পোষ্যও। এতদিন পূজো মানেই ছিল পরিবারের সকলের নতুন জামা, প্যান্ডেল হিপিং, আর জমজমট খাওয়াদাওয়া। এরপর দশের পাভায়

পূজোর মুখে বাড়তি রোগীর চাপে হাসপাতাল

দামিনী সাহা

আলিপুরদুয়ার, ১৩ অক্টোবর : শহরজুড়ে পূজোর শেখমূর্তির প্রস্তুতি তুলে। বাজারে কেনাকাটার ভিড়, নতুন পোশাক কেনার পাশাপাশি চলছে উৎসবের নানা পরিকল্পনা। শারদোৎসবের দোরগোড়ায় আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের ছবিটা কিন্তু অন্যরকম। ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে রোগীর চাপ বাড়ছে। আবহাওয়ার পরিবর্তনের সময় জ্বর, সর্দি ও কাশির উপসর্গ নিয়ে বিভিন্ন বয়সের মানুষ হাসপাতালে আসছেন। প্রস্তুতি লিগেও রয়েছে রোগীর ভিড়।

মঙ্গলবার হাসপাতালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ভর্তি রোগীর সংখ্যা ছিল ৪৪৫। হাসপাতাল সূত্রে এবার, অন্যান্য বছরের তুলনায় খবর রোগীর সংখ্যা প্রায় ২৫ শতাংশ বেশি। পূজোর ঠিক আগে রোগীর এই বাড়তি চাপ সামলাতে হিমসিম বেতে হচ্ছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে। দিনেরবেলা তাঁর রোদে গরম অনুভূত হলেও সন্ধ্যা নামতেই বইছে ঠান্ডা হাওয়া। রাতের দিকে পড়ছে শিশির, তৈরি হচ্ছে হালকা শীতের আমেজ। দিনের গরম ও রাতের ঠান্ডার এই তারতম্য নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের। বিশেষজ্ঞদের মতে, আবহাওয়ার

পরিবর্তনের সময় জ্বর, সর্দি ও কাশির সমস্যা নিয়ে রোগীরা বেশি আসছেন। বিভিন্ন জায়গা থেকে রেফার হয়ে আসা রোগীদের চাপও সামলাতে হচ্ছে। আলিপুরদুয়ার জেলার নানা প্রান্তের পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী জেলা থেকেও বহু মানুষ চিকিৎসার জন্য এই হাসপাতালের উপর নির্ভর করেন। ফলে আউটডোরের পাশাপাশি ওয়ার্ডগুলিতেও রোগীর



হাসপাতালের মেঝেতে শুয়ে রোগীরা। ছবি : আয়ুত্থান চক্রবর্তী

সংখ্যা বাড়ছে। জেলা হাসপাতাল সূত্রে খবর, এখানে অনুমোদিত শয্যা রয়েছে ৪২৪টি। বর্তমানে চালু রয়েছে প্রায় ৩৮০টি। অথচ বিভিন্ন বিভাগ মিলিয়ে ভর্তি রোগীর সংখ্যা ৪৪৫। অর্থাৎ, চালু শয্যার তুলনায় প্রায় ৬৫ জন বেশি রোগীকে সামলাতে হচ্ছে হাসপাতালকে। এরপর দশের পাভায়



আলাদিয়ায় রিং বাঁধের বিস্তীর্ণ অংশ গ্রাস করেছে ফুলহর।

চোখ রাঙাচ্ছে ভাঙনাসুর

আজাদ ও সেনাউল হক

মানিকচক ও মোখাবাড়ি, ১৩ অক্টোবর : সব জায়গায় ঢাকে কাঠি পড়ার অপেক্ষা। কোথাও মণ্ডপে শেষমুহূর্তের প্রস্তুতি। কোথাও আবার নতুন পোশাক কেনার ভিড়। অথচ ভূতনির আলাদিয়ায় আর মোখাবাড়ির পঞ্চানন্দপুর ফেরিঘাট ও সুলতানটোলা গ্রামে দুর্গাপূজার আনন্দের বদলে এখন বিসর্জনের বিষাদ। কোথাও ফুলহরের আগ্রাসনে, কোথাও গঙ্গার দাপটে ভিটেমাটি হারানোর আশঙ্কায় দিন গুনছেন গ্রামের বাসিন্দারা।

আলাদিয়ায় তো নদী এখন চলে এসেছে একেবারে উঠানে। ইতিমধ্যে নদীগর্ভে তলিয়ে গিয়েছে বাড়ি, নিশ্চিহ্ন হয়েছে রিং বাঁধের প্রায় ৩০০ মিটার। উৎসবের মুখে তাই নতুন জামাকাপড় নয়, ঘর ছেড়ে পালানোর প্রস্তুতিতেই ব্যস্ত আলাদিয়া ও পঞ্চানন্দপুরের বাসিন্দারা।

গত কয়েক সপ্তাহ ধরেই ফুলহরের ভাঙন চলছে আলাদিয়ায়। রিং বাঁধের বিস্তীর্ণ অংশ গ্রাস করার পর গত রবিবার থেকে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। বাঁধ থেকে প্রায় ১০০ মিটার দূরের ঘনবসতি এলাকায় পৌঁছে গিয়েছে নদী। স্থানীয়দের দাবি, গত ২৪ ঘণ্টায় প্রায় ৫০ মিটার এলাকা নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে। ইতিমধ্যেই রতন ঘোষের বাড়ি তলিয়ে গিয়েছে ফুলহরের গর্ভে। চোখের সামনে বসন্তভিটে হারানোর আশঙ্কায় কেউ ঘরের জিনিসপত্র সরাজেন, কেউ ভেঙে ফেলছেন নিজের বাড়ি, আবার কেউ বাধ্য হয়ে এলাকা ছাড়ছেন।

ভাঙন রোধে প্রশাসন ও সেচ দপ্তরের কোনও উদ্যোগ নেই— অভিযোগ বাসিন্দাদের। স্থানীয় বাসিন্দা দেবরত ঘোষ বলেন, ‘বেভাবে নদী গ্রাম গিলছে, তাতে আগামীদিনে আলাদিয়া গ্রামের কোনও চিহ্ন থাকবে কি না, সন্দেহ। এবার আমাদের কোনও পুজো নেই। নদীভাঙনেই আমাদের আনন্দ কেড়ে নিয়েছে।’ আর মানিকচকের বিধায়ক

গৌরচন্দ্র মণ্ডল বলেন, ‘প্রকৃতির কাছে আমরা নিরুপায়। তা সত্ত্বেও রাজ্য সরকার যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির পাশে আমরা রয়েছি। তাদের সব ধরনের সাহায্য দেওয়া হবে।’

এদিকে, মালশা জেলারই আরেক প্রান্তে, মোখাবাড়ির পঞ্চানন্দপুরে গঙ্গার জলস্তর নীচে নামতেই ফের ভাঙন শুরু হয়েছে। বড় বোল্ডার দিয়ে বাঁধানো গঙ্গার পাড় ভেঙে নদীগর্ভে চলে যাচ্ছে। সোমবার সন্ধ্যা থেকে শুরু করে গভীর রাত পর্যন্ত চলে লাগাতার ভাঙন।

সোমবার সন্ধ্যার সময় আচমকাই গঙ্গার গর্জন শুনতে পান এলাকার বাসিন্দারা। দেখতে পান, গঙ্গার জল আছড়ে পড়ছে নদীর পাড়ে আর পাথর দিয়ে বাঁধাই করা অংশ ভেঙে ভেঙে পড়ছে। পঞ্চানন্দপুর ঘাটের ২০ মিটারেরও বেশি অংশ ঘণ্টাখানেকের মধ্যে নদীতে তলিয়ে যায়। সন্ধ্যা নাগাদ সুলতানটোলা গ্রামে শুরু হয় ভাঙন। রাতভর শয়ে-শয়ে মানুষ পাড়ার দিগেয়েছে। মঙ্গলবার সকালে গঙ্গার উত্তাল জলরাশি অনেকটাই শান্ত হয়েছে। তবে ব্যাপক আতঙ্কে রয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা। রবিউল শেখ নামে এক গ্রামবাসী বলেন, ‘সকলে প্রচণ্ড ভয় পেয়েছি। তাই সারারাত জেগে কাটিয়েছি। স্থায়ীভাবে পাড় বাঁধাই না করলে বারবার মানুষকে আতঙ্কের মধ্যে পড়তে হবে।’

এদিন সকালে ভাঙনকবলিত এলাকা পরিদর্শনে যান কালিয়াক-২ রকের বিডিও কেলাস প্রসাদ, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অলক মন্ডল সহ অন্য আধিকারিকরা। গ্রামবাসীরা রক আধিকারিকদের কাছে স্থায়ী গঙ্গাভাঙন প্রতিরোধ করার দাবি জানান। বিডিও বলেন, ‘খবর পাওয়ার পরেই আমরা উপর্যুক্ত কর্তৃপক্ষ এবং সেচ দপ্তরের আধিকারিকদের জানিয়ে দিয়েছি। সকাল থেকেই সেখানে ভাঙন প্রতিরোধের কাজ শুরু হয়েছে।’ বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন মোখাবাড়ি বিধানসভার বিধায়ক নজরুল ইসলাম।

অনুমতি ছাড়া ছায়াগাছ কাটার অভিযোগ গ্রেপ্তার ডিমার ম্যানেজার

সমীর দাস

কালচিনি, ১৩ অক্টোবর : বন দপ্তরের অনুমতি ছাড়া ছায়াগাছ কাটানোর অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেন কালচিনির ডিমা চা বাগানের ম্যানেজার। মঙ্গলবার সকালে এই অভিযোগে বক্সা ব্যাঙ্ক-প্রকল্পের নিমতিঝোরা রেল্লের বনকর্মীরা বাগানের ম্যানেজার অভিজিৎ রাহাকে গ্রেপ্তার করেন। পরে তাঁকে আলিপুরদুয়ার আদালতে তোলা হয়। আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, ম্যানেজারকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। বনমন্ত্রী মনোজকুমার ওরাও বলেন, ‘ওই ম্যানেজার বিনা অনুমতিতে বাগানের গাছ কাটাচ্ছেন। জেলার ৭টি চা বাগানে এই ধরনের বেআইনিভাবে গাছ কাটার খবর রয়েছে। সেই অভিযোগ খতিয়ে দেখে বন দপ্তর কড়া পদক্ষেপ করবে। এ রাজ্যে আর কোনও ‘পুপ্পা রাজ’ চলবে না। বন দপ্তরের তরফে অভিযুক্ত ম্যানেজারকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।’

বাগান সূত্রে জানা গিয়েছে,

বাগানের ৬৭ নম্বর সেকশনের ছায়াগাছ কাটার অনুমতি নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে গাছ কাটা হচ্ছিল ৬৯ নম্বর সেকশনে। অর্থাৎ অনুমতিহীন সেকশনে প্রায় ৩০ থেকে ৪০টি ছায়াগাছ কেটে ফেলা হয় বলে অভিযোগ। বিষয়টি বন দপ্তরের নজরে আসতেই কড়া পদক্ষেপ করা হয়। যদিও এ বিষয়ে বন দপ্তরের আধিকারিকরা কোনও মন্তব্য করেননি।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে এদিন চা বাগান মালিক সংগঠনের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। ইন্ডিয়ান টি প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (আইটিপিএ)-এর উপদেষ্টা অমিতাংশু চক্রবর্তী বলেন, ‘বাগান মালিকপক্ষের তরফে ম্যানেজারকে গ্রেপ্তারের বিষয়টি আমাদের জানানো হয়েছে। সোমবার বন দপ্তরের তরফে ম্যানেজারকে শোকজ করা হয়েছিল। কিন্তু শোকজের জবাব দেওয়ার নূনতম সময়ও দেয়নি বন দপ্তর। এমন ঘটনা অনভিপ্রেত।’ তিনি আরও জানান, বাগানটি এমনিতেই রপ্তা অবস্থায় রয়েছে। তারপরও মালিকপক্ষ

শ্রমিকদের ২০ শতাংশ হারে পুজোর বোনাস দিয়েছে। পুজোর



■ নিমতিঝোরা রেল্লের বনকর্মীরা বাগানের ম্যানেজার অভিজিৎ রাহাকে গ্রেপ্তার করেন

■ বেআইনিভাবে গাছ কাটার ঘটনায় কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি বনমন্ত্রীর

■ আদালতে জামিন পেলেও এই গ্রেপ্তারি ঘিরে চা শিল্প মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্য

মুখে ম্যানেজার গ্রেপ্তার হওয়ায় শ্রমিক মহলেও ক্ষোভ ও আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

অন্যদিকে, ঘটনার বিষয়ে সাবধানী প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের। ভারতীয় টি ওয়াকার্স ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক রাজেশ বারলা বলেন, ‘বন দপ্তর তাদের নিয়ম অনুযায়ী পদক্ষেপ করেছে। তবে আমাদের ধারণা, এর পেছনে বিরোধী দলের কেউ যুক্ত রয়েছে। বন দপ্তরকে উসকে এই কাজ করানো হয়েছে। বাগানে অস্থিরাতা তৈরির চেষ্টা করছে বিরোধী দলের কিছু মানুষ। আমরা তাদের চিহ্নিত করব।’ সিআইটিউ-এর আলিপুরদুয়ার জেলা সাধারণ সম্পাদক বিকাশ মাহালি বলেন, ‘একেই বাগানটি রপ্তা। সামনেই শুধা মরশুম। এই পরিস্থিতিতে বাগান যাতে বন্ধ না হয়ে যায়, সেটা প্রশাসনকে দেখতে হবে।’ বাগান সূত্রে খবর, রাস্তার দুই ধারে দুটি সেকশন রয়েছে। গাছ কাটার কাজে নিযুক্ত শ্রমিকরা ভুল করে অনুমতিহীন সেকশনে ঢুকে গাছ কেটে ফেলেছেন বলে শ্রমিকদের একাংশের ধারণা। পুজোর মুখে চা বাগানের ম্যানেজার গ্রেপ্তারের ঘটনায় চা শিল্প মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

মহাকাল মন্দিরে হাতির হানা

পলাশবাড়ি, ১৩ অক্টোবর : সোমবার রাত্রে আলিপুরদুয়ার-১ রকের পূর্ব কঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের গারারজোত গ্রামে জলদাপাড়া পূর্ব রেল্লের ধইখইঘাট বিটের জঙ্গল থেকে তিনটি হাতি ঢুকে মহাকাল মন্দির গুড়িয়ে দিল। এক পরিযায়ী শ্রমিকের দুটি ঘরও ভাঙে তারা। জলদাপাড়া বন দপ্তরের এক আধিকারিক বলেন, হাতিগুলিকে রাতেই জঙ্গলে ফেরানো হয়। ক্ষয়ক্ষতির তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সরকারি নিয়মে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

এই গ্রামে মাঝেমধ্যেই হাতি ঢুকে ঘরবাড়ি ও জমির ফসলের ক্ষতি করে। তবে আগে কখনও হাতির হানায় মহাকাল মন্দির ভাঙেনি। গ্রামের তরুণ বিপ্লব বর্মনের কেরলে শ্রমিকের কাজ করেন। তাঁর বিধবা মা অম্বিকা বর্মন বাড়িতে একই থাকেন। সোমবার রাত্রে তিনি প্রতিবেশীর বাড়িতে ছিলেন। তিনটি হাতি গ্রামে ঢুকে তাঁর পুরো বাড়িটাই ভেঙে চুরমাচুর করে। দুটি ঘর পুরোপুরি ভেঙে ফেলা। জমিতে থাকা বেশ কিছু কলা গাছও ভেঙে দেয় হাতি। অম্বিকার কথায়, ‘ভাগিস রাত্রে প্রতিবেশীর বাড়িতে ছিলাম। তা না হলে আমিও হয়তো প্রাণে বাঁচতাম না।’

ওই বাড়ির পাশেই ছিল গ্রামের মহাকাল মন্দির। টিনের ঢালা দেওয়া ঘর পুরোপুরি ভেঙে ফেলা হাতির। হাতির পিঠে বসা শিব অর্থাৎ মহাকাল দেবতার মূর্তিও ভেঙে ফেলে।

কোচবিহারে পাচার ঘিরে ধুকুমার বিলাসবহুল গাড়ির সিটের তলায় গোরু!

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১৩ অক্টোবর : বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে বিলাসবহুল যাত্রীবাহী গাড়ি। ভিতরে যাত্রীও রয়েছেন বলে সন্দেহ হতে পারে। কিন্তু গাড়ির দরজা খুলতেই চক্ক চড়কগাছ! ডিকি ও সিটের নীচে নিদ্রাভাবে বেঁধে রাখা হয়েছে গোরু। সোমবার রাত্রে কোচবিহার শহরের দুর্গাবাড়ি এলাকায় এমনই ছবি দেখে গোরু পাচারের অভিযোগে গাড়িটি ভাঙচুর করেন বাসিন্দারা। চালক ও তাঁর সহযোগী পালিয়ে যাওয়ার পর গোরু সহ গাড়িটি উদ্ধার করে কোতোয়ালি থানার পুলিশ। উদ্ধার হওয়া গোরুগুলিকে পুরসভার খোঁয়াড়ে রাখা হয়েছে। শেগুলি কোথা থেকে আনা হচ্ছিল, কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।



কোচবিহার দুর্গাবাড়ি এলাকা থেকে উদ্ধার গোরু। ছবি : জয়দেব দাস

হঠাৎ করে দেখলাম কয়েকজন ওই গাড়িটিকে আটক করেছে। ভিতরে দেখি কয়েকটি গোরু রয়েছে। আমাদের সন্দেশ, সেগুলি চুরি করে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।

রাজ্যে পালাবদলের পর গোরু পাচার রুখতে কড়াভিডি বেড়েছে বলে দাবি প্রশাসনিক মহলের। আগে মূলত পণ্যবাহী গাড়িতে ত্রিশাল দিয়ে ঢেকে গোরু পাচারের অভিযোগ উঠত। এখন যাত্রীবাহী গাড়ির ডিকি কিংবা সিটের নীচে গোরু লুপিয়ে পাচারের অভিযোগ সামনে আসছে। কিছুদিন আগে খাগড়াবাড়িতেও একই কদায়ে গোরু পাচারের অভিযোগে পুলিশের হাতে ধরা পড়েছিল অভিযুক্তরা। কোচবিহারকে কেন্দ্র করে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে একাধিক পাচারচক্র সক্রিয় বলে অভিযোগ। গত এক মাসে অসম-বাংলা সীমানার বক্সিহাটে শতাধিক গোরু ও মোষ বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। বিলাসবহুল গাড়ির ভিতরে গোরু পাচারের ঘটনা একাধিকবার প্রকাশ্যে আসা তদন্তকারীদের কপালেও চিন্তার ভাজ পড়েছে। যাত্রীবাহী গাড়িতে পাচারের একের পর এক অভিযোগ সামনে আসায় নজরদারি আরও বাড়ানো হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

সুজিত রবিদাস
স্থানীয় বাসিন্দা

স্থানীয় বাসিন্দা সুজিত রবিদাস বলেন, ‘হঠাৎ করে দেখলাম কয়েকজন ওই গাড়িটিকে আটক করেছে। সেটা দুর্গাবাড়ির দিক থেকে পিএন রোডের দিকে যাচ্ছিল।’

বালি তোলা রুখলেন গ্রামবাসী

পলাশবাড়ি, ১৩ অক্টোবর : গত রবিবার আলিপুরদুয়ার ১ রকের পূর্ব কঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের গারারজোতের গ্রামবাসীদের আন্দোলনে সাময়িকভাবে শিলতরোয়া নদীর পাড় ঘেঁষে বালি-পাথর তোলা বন্ধ রেখেছিল জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ। মঙ্গলবার সকালে একইভাবে নদীর পাড় ঘেঁষে আর্থমুভার দিয়ে বালি-পাথর তোলা শুরু হতেই ফের আন্দোলনে নামেন গ্রামের পুরুষ-মহিলারা। এদিন তাঁরা প্রতিরোধের জন্য হাতে নিয়ে আসেন বিজেপির বাতাস। নদীর পাড় বরাবর মাটির রাস্তায় বাঁধ দিয়ে ব্যারিকেড করে বাতাস লাগিয়ে দেন।

এদিন সড়ক কর্তৃপক্ষও সুর কিছুটা নরম করেছে। এনএইচএআই-এর কনসালটেন্ট সঞ্জীব হাজরা'র কথায়, ‘নদীর পাড় ঘেঁষে তো এভাবে বালি-পাথর তোলা ঠিক হচ্ছে না। গ্রামবাসীরা যখন আপত্তি করছেন, তখন সংস্থাকে বিষয়টি জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।’

বিজেপির ফালাকাটা ৩ নম্বর মণ্ডল সভাপতি রঞ্জিত মুন্ডার কথায়, ‘কে বা কারা এই কাজ করেছে জানি না। তবে এখানে রক্তচাপকে কোনও ব্যাপার নেই। তাই এভাবে দলের বাতাস লাগানো ঠিক হয়নি।’

গ্রামবাসীরা সকালের দিকে বাতাস লাগিয়ে বিক্ষোভ দেখান। স্থানীয় গারো মুন্ডার কথায়, ‘মৌখিকভাবে বারবার বলেও কাজ হয়নি। তাই এদিন রাস্তার মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়।’ ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা গেল, নদীর পাড় বরাবর যে মেঠোপথটি রয়েছে, সেই রাস্তার মুখে বাঁধ ও প্রাসিকের নেট দিয়ে ব্যারিকেড করা। সেই ব্যারিকেডেই লাগানো বিজেপির বাতাস, যাতে আর্থমুভার ঢুকতে না পারে। গ্রামবাসী নরেন বর্মন বলেন, ‘আমরা সবাই বিজেপি করি। তাই দলের বাতাস লাগিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছি।’

জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ জেলা প্রশাসনের থেকে অনুমতি নিয়ে রয়ালটি দিয়েই মাটি, বালি ও পাথর তুলছে। তবে গ্রামবাসীর বক্তব্য, নদীর পাড় কাটলে আগামী বর্ষায় বড়সেড়া ভাঙনের আশঙ্কা রয়েছে। নদীর মাঝখান থেকে বালি ও পাথর তোলা হলে তাঁদের কোনও আপত্তি নেই। এদিন সন্ধ্যার দিকে এই আন্দোলন শুরু হয়। দুপুরের দিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে সোনাপুর ফাঁড়ির পুলিশ। পরে পুলিশ বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিলে গ্রামবাসীরা বিজেপির বাতাস খুলে দেন। তবে ব্যারিকেড খোলা হয়নি।

খয়েরবাড়িতে বিজেপির বোর্ড

রাস্তালিবাঁজনা, ১৩ অক্টোবর : মাদারিহাট-বীরপাড়া রকে একের পর এক গ্রাম পঞ্চায়েতের বোর্ড বিনা বাধ্য দখল করছে বিজেপি। সোমবার শিশুঝুমরা গ্রাম পঞ্চায়েতের বোর্ড দখলের পর মঙ্গলবার খয়েরবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বোর্ড দখল করল গেলুয়া শিবির। ২০২৩ সালে খয়েরবাড়ির ২১টি আসনের মধ্যে ১৭টিতে তৃণমূল এবং ৪টিতে বিজেপি প্রার্থীরা জয়লাভ করেন। মঙ্গলবার ৪ সদস্যের বোর্ডে প্রধান এবং উপপ্রধান মনোনীত হন যথাক্রমে নারায়ণ দাস এবং সুমিত্রা বর্মন রায়। ভোটভুক্তিতে তৃণমূল সদস্যদের কেউ অংশ নেননি।

বিধানসভা ভোটের পরাজয় এবং দল ভেঙে যাওয়ার পর খয়েরবাড়ির তৃণমূল পঞ্চায়েত প্রধান মণ্টু রায়, শিল্প ও পরিকাঠামো সঞ্চালক ইতুফ আলির বিরুদ্ধে আবাস যোজনায় উপভোক্তার কাছে কার্টিমানি নেওয়ার অভিযোগে মাদারিহাট থানায় অভিযোগ জমা পড়ে। গত ১০ সেপ্টেম্বর ইতুফ এবং ১১ সেপ্টেম্বর শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য সঞ্চালক পায়ালাল ওরাও, কৃষি ও প্রাণীসম্পদ সঞ্চালক সাজু হোসেন এবং শিশু ও নারী কল্যাণ উপসমিতির সঞ্চালক মিনতি বর্মন রায় পদত্যাগ করেন। এরপর ১৭ সেপ্টেম্বর প্রধান মণ্টু এবং উপপ্রধান মঞ্জুকুমারী সাপকোটাও দায়িত্ব ছাড়েন। বিজেপির জেলা কমিটির সদস্য শৈলেন রায় বলেন, ‘স্বচ্ছ ও দুর্নীতিমুক্তভাবে উন্নয়নের কাজ চলবে।’



লক্ষাপাড়া রুটে ফিরল সরকারি বাস

বীরপাড়া ও আলিপুরদুয়ার, ১৩ অক্টোবর : দীর্ঘদিন পর বীরপাড়া থানার ভূটান সীমান্তের লক্ষাপাড়া চা থানার থেকে বীরপাড়া-হাসিমারা রুটে আলিপুরদুয়ার শহর পর্যন্ত বাস পরিষেবা শুরু করল উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম (এনবিএসটিসি)। মঙ্গলবার বিকেলে নিগমের আলিপুরদুয়ার ডিপো থেকে যাত্রা শুরু করে বাসটি। এনবিএসটিসি সূত্রে খবর, প্রতিদিন সকাল পৌনে সাতটায় লক্ষাপাড়া থেকে বাসটি ছাড়বে।

আলিপুরদুয়ার ডিপো থেকে লক্ষাপাড়ার উদ্দেশ্যে ছাড়বে বিকেল সাড়ে তিনটে। এতে নিত্যযাত্রী, বিশেষ করে আলিপুরদুয়ার শহরের বিভিন্ন অফিসে কর্মরতদের পাশাপাশি মাদারিহাট-বীরপাড়া রকের চা বলয়ের একটা বড় অংশের বাসিন্দাদের সুবিধা হ'ল।

চওড়া রাস্তা থাকলেও আলিপুরদুয়ারের হাসিমারা-মাদারিহাট-বীরপাড়া এনবিএসটিসির বাস পরিষেবা থেকে বঞ্চিত— অভিযোগ ভুক্তভোগীদের। কারণ জেলা শহর থেকে এমনকী জোড়াই থেকে জেলা শহর হয়ে জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ি-মালদা-বহরমপুর কলকাতা পর্যন্ত এনবিএসটিসির বাসগুলির ৯০ শতাংশেরও বেশি চলাচল করে সোনাপুর-ফালাকাটা-খুশগুড়ি রুটে। জেলা শহর থেকে হাসিমারা-মাদারিহাট-বীরপাড়া রুটে সকালবেলা কেবলমাত্র একটি বাস শিলিগুড়ি এবং একটি বাস মালদা পর্যন্ত যায়। বীরপাড়ার বাসিন্দা রূপার্ণ চক্রবর্তী বলেন, ‘বীরপাড়া-লক্ষাপাড়া রুটে বাস চালু করা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় পদক্ষেপ।’

চাহিদা তুঙ্গে বোরোলির

বক্সিহাট, ১৩ অক্টোবর : তুফানগঞ্জ-২ রকের রায়ডাক নদীতে তিন-চার দিন ধরে ধরা পড়ছে বোরোলি মাছ। তবে পরিমাণে তা বড়ই সামান্য। ভোর ভোর বক্সিহাট বাজারে এসেও বোরোলি অধরা থেকে যাচ্ছে। এদিকে, দামও অনেকটাই বেশি, খুচরো বাজারে কেজিপ্রতি বোরোলি মিলছে ১২০০ টাকা। দাম বেশি হলেও বোরোলির স্বাদ পেতে চাইছেন সকলে।

মাছ বিক্রেতাদের থেকে জানা গেল, সকাল সাড়ে ছয়টা-সাতটার মধ্যেই সব শেষ হয়ে যাচ্ছে। ফলে ক্রেতারো বাজারে এসেও খালি হাতে ফিরে যাচ্ছেন। বক্সিহাটের বাসিন্দা সুভাষ দাস জানানেন, নদীতে এখন জল কম থাকায় ইদানীং বোরোলি জালে ধরা পড়ছে। ভারী বৃষ্টি না হলে রায়ডাকে এরপরেও ভালো পরিমাণে বোরোলি পাওয়া যেতে পারে। সেই আশাতেই রয়েছেন বক্সিহাটের বাসিন্দারা।

পূর্ব রেলওয়ে
ই-টিকট নেটসি নং এনসিএসসি-শেড ইক্সপ্ৰেস,এসিএক্স-২০২৬। তারিখ: ১০.১০.২০২৬। নির্দিষ্ট ডিভিশনাল কোমিশনাল ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, নিয়ন্ত্রণ, রুম নং ৪২, ১ম তলা, ডিয়ারওয়াজ, কলকাতা-৭০০০১৪।
কর্তৃক পর্বত পরিদপ্তর ও আর্থিক সক্ষমতা সম্পন্ন যাত্রীরা টিকিটসমূহের কাছ থেকে নিচে উল্লিখিত কাজের জন্য নির্দিষ্ট টিকিট ফর্ম ‘পিসেল পায়েট ডিস্টেন’-এ দিলমহতরুত খোলা টিকিট আদায় করা হচ্ছে। কাজের নাম/বিক্রয়: “এক বছরের জন্য ১০১০০/৪৪ টিকেট একপ্রসঙ্গে দিলে বিতরণ পরিষেবা”
টিকিটের মূল্য: ₹ ৪৯৩৭৪৩০.২০। বাসার মূল্য: ₹ ১১৮৪০০.০০। চুক্তির মেয়াদ মাসে: ১২ মাস।
বিজি: শুক্র তারিখ: ১১.১০.২০২৬। টিকিট বন্ডের তারিখ ও সময়: ০২.১১.২০২৬। তারিখ: ১৫.০০ টায়। টিকিট বোর্ডের তারিখ ও সময়: ০২.১১.২০২৬। তারিখ: ১৫.০০ টায়। ই-টিকিটের নাম: www.irps.gov.in (৭০০০০০০০) থেকে দেখা ও ডাউনলোড করা যেতে পারে। কোনো SDAN-261/2026-27 পূর্ব রেলওয়ে হেডকো: www.easternrailways.gov.in। www.irps.gov.in -এ টিকিট বিক্রি করা হবে।
হাসিমারের মূল্য: ₹ ৪৯৩৭৪৩০.২০। বাসার মূল্য: ₹ ১১৮৪০০.০০। চুক্তির মেয়াদ মাসে: ১২ মাস।
বিজি: শুক্র তারিখ: ১১.১০.২০২৬। টিকিট বন্ডের তারিখ ও সময়: ০২.১১.২০২৬। তারিখ: ১৫.০০ টায়। টিকিট বোর্ডের তারিখ ও সময়: ০২.১১.২০২৬। তারিখ: ১৫.০০ টায়। ই-টিকিটের নাম: www.irps.gov.in (৭০০০০০০০) থেকে দেখা ও ডাউনলোড করা যেতে পারে। কোনো SDAN-261/2026-27 পূর্ব রেলওয়ে হেডকো: www.easternrailways.gov.in। www.irps.gov.in -এ টিকিট বিক্রি করা হবে।
হাসিমারের মূল্য: ₹ ৪৯৩৭৪৩০.২০। বাসার মূল্য: ₹ ১১৮৪০০.০০। চুক্তির মেয়াদ মাসে: ১২ মাস।
বিজি: শুক্র তারিখ: ১১.১০.২০২৬। টিকিট বন্ডের তারিখ ও সময়: ০২.১১.২০২৬। তারিখ: ১৫.০০ টায়। টিকিট বোর্ডের তারিখ ও সময়: ০২.১১.২০২৬। তারিখ: ১৫.০০ টায়। ই-টিকিটের নাম: www.irps.gov.in (৭০০০০০০০) থেকে দেখা ও ডাউনলোড করা যেতে পারে। কোনো SDAN-261/2026-27 পূর্ব রেলওয়ে হেডকো: www.easternrailways.gov.in। www.irps.gov.in -এ টিকিট বিক্রি করা হবে।

পুজোর দিনগুলোয় আপনাদের পরিষেবায় WBSEDCL

২৪ ঘণ্টা
কন্ট্রোল রুম খোলা

দুর্গাপূজো, লক্ষীপূজো, কালীপূজো, জগদ্ধাত্রী পূজো এবং ছট পুজোর ছুটিতে
বিদ্যুৎ ভবনে ডিস্ট্রিবিউশন কন্ট্রোল রুম ২৪ ঘণ্টা খোলা থাকবে। গ্রাহকদের
সুবিধার্থে কিছু জরুরি ফোন নম্বর নিচে দেওয়া হল :

বিদ্যুৎ ভবন কন্ট্রোল রুমে দিনরাতের যোগাযোগ নম্বর	
8900793503/8900793504	

- 24x7 হেল্পলাইন পরিষেবা : 19121
- বিদ্যুৎ না থাকলে SMS করুন : 8422990336
- বিদ্যুৎ না থাকলে -এ জানান : 8433719121
- বিদ্যুৎ না থাকলে মিসড কল দিন : 8422990337
- বিদ্যুৎ বন্টন ব্যবস্থায় কোন ত্রুটি বা বিপদ দেখলে জায়গার নাম সহ ছবি করুন : 9230962100

ক্যাশ অফিসও আপনার জন্য খোলা

পুজোর ছুটিতেও প্রিয় গ্রাহকদের সুবিধার্থে WBSEDCL-এর প্রত্যেক
রিজিওনাল অফিস ও কার্শমার কোয়ার সেন্টারের (সিসিসি'র) আওতায় সকল
ক্যাশ কালেকশন কাউন্টার এবং বিদ্যুৎ ভবনে চিফ ইঞ্জিনিয়ার
(কমার্শিয়াল)-এর অধীনে ক্যাশ কালেকশন কাউন্টার ১৫.১০.২০২৬,
১৬.১০.২০২৬, ২৩.১০.২০২৬, ২৬.১০.২০২৬, ১০.১১.২০২৬,
১২.১১.২০২৬ এবং ১৬.১১.২০২৬ তারিখে খোলা থাকবে। ছুটির এই
দিনগুলিতে ক্যাশ কালেকশন কাউন্টার সকাল ৯:৩০ থেকে দুপুর ৩:৪৫
পর্যন্ত খোলা থাকবে।

WBSEDCL আপনাকে জানায় পুজোর আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেকট্রিসিটি
ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি উদ্যোগ)

রেজিষ্টার্ড অফিস : বিদ্যুৎ ভবন, ব্রক-ডি জি, সেক্টর-II, বিধাননগর, কলকাতা-৭০০০১১
CIN : U40109WB2007SGC113473, www.wbsecl.in

ICR-D1600(21)/2026

ক্যাশ ? হ্যাঁ! স্বাস নিতে কষ্ট

ডাক্তার
নেবুলাইজার বললে
বেছে নিন HICKS

বেছে নিন, যাকে
ডাক্তাররা বিশ্বাস করেন।

ডিমার সাপ্তাহিক লটারির ১ কোটির বিজয়ী হলেন নদিয়া-এর এক বাসিন্দা

24.07.2026 তারিখের ড্র তে ডিমার
সাপ্তাহিক লটারির 66J 32663
নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি
টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি
কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য
লটারির নোডাল অফিসারের কাছে
পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী
টিকিট জমা দিয়েছেন। বিজয়ী
বলছেন ‘আমাদের এলাকার অনেকের
মতো আমিও কয়েকটি ডিমার লটারির
হিসেবে এক কোটি টাকা জিতেছি।
ভালো আমার সহায় হয়েছে এবং এই
অত্যন্ত আনন্দের মুহূর্তে আমি ডিমার
লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির
কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ থাকব।’ ডিমার
লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো
হয়, তাই এর স্বচ্ছতা প্রমাণিত।

পশ্চিমবঙ্গ, নদিয়া - এর একজন
বাসিন্দা সঞ্জিত রায় - কে

* বিজয়ী স্বতা সরকারি পদবেলাই থেকে সংগৃহীত।

বিডিও-কে দাবি

শালকুমারহাট, ১৩ অক্টোবর : শালকুমার-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বসুন্ধরা মহিলা সংঘের বিরুদ্ধে নানা দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। যা নিয়ে গত সোমবার সংঘের অফিসঘরে তাল্লা লাগিয়ে দেন স্বনির্ভর দলের মহিলারা। এখনও তাল্লাবন্ধ রয়েছে অফিস। মঙ্গলবার স্বনির্ভর দলের মহিলারা আলিপুরদুয়ার-১ এর বিডিওর কাছে লিখিতভাবে দুর্নীতির অভিযোগ জানান। ব্লক প্রশাসন অভিযোগ খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছে।

ঝুলন্ত দেহ

রাসালিবাঙ্গা, ১৩ অক্টোবর : মাদারিহাট থানার রাসালিবাঙ্গা মোহনসিং হাইস্কুলের অদূরে গাছের ডালে গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় এক শ্রৌটার দেহ মিলল মঙ্গলবার। মৃতের নাম রেণুকা রায়। তিনি রাসালিবাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের ডাঙ্গাপাড়ার বাসিন্দা। স্থানীয় সূত্রের খবর, রেণুকা মানসিকভাবে অসুস্থ ছিলেন। তাঁর চিকিৎসাও চলছিল। মাদারিহাট থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে।

ঘাট সাফাই

কামাখ্যাগুড়ি, ১৩ অক্টোবর : দীর্ঘদিন ধরে কচুরিপানা ও আবর্জনায ঢাকা ছিল কামাখ্যাগুড়ির বিসর্জনঘাট। দুর্গাপূজোর আগে ঘাটের বেহাল পরিস্থিতি নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা উদ্বিগ্ন ছিলেন। অবশেষে কামাখ্যাগুড়ি ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে মঙ্গলবার থেকে ঘাট পরিষ্কারের কাজ শুরু হল। কামাখ্যাগুড়ি এলাকার একাধিক পূজো কমিটি প্রতিমা বিসর্জনের জন্য এই ঘাটের ওপর নির্ভরশীল।

আগমনী

ফালাকাটা, ১৩ অক্টোবর : মঙ্গলবার ফালাকাটা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের শিলাগোড়ের চরতোয়া রাজ্য পরিষ্কৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আগমনীর অনুষ্ঠান হয়। শুধে পড়ুয়ারা নাচ, গান, ভূঁই পরিবেশন করে। প্রধান শিক্ষক সঞ্জয় ঘোষ জানান, পড়ুয়ারা এদিন ভীষণ খুশি ছিল।

তৃণমূলের একচেটিয়া দাপট উখাও

পূজো উদ্বোধনে কদর বিজেপির

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১৩ অক্টোবর : কেন নেতা কটা পূজো উদ্বোধন করছেন? কোন এলাকায় কার ডাক পড়ছে? কোন পূজো কমিটির সঙ্গে কোন নেতার ভালো সম্পর্ক? এই নিয়ে রীতিমতো প্রতিযোগিতা দেখা যেত তৃণমূল আমলে। বিভিন্ন সুবিধা পাইয়ে দিয়ে, মোটা চাঁদা দিয়ে নেতাদের পূজো কমিটির উদ্বোধক হওয়ার নজিরও কম নেই। তবে সরকার বদল হতেই পালটে গেল ছবি।

পূজো আয়োজনের মঞ্চ থেকে কার্যত উবে গিয়েছেন বেশিরভাগ ঘাসফুলের নেতা। কয়েকজনের হাতেগোনা কয়েকটি পূজো কমিটিতে আমন্ত্রণ থাকলেও মূল উদ্বোধকের দায়িত্বে এবার দেখা যাবে বিজেপির নেতা, মন্ত্রী, বিধায়ক সহ অন্য জনপ্রতিনিধিদের। অনেক পূজো কমিটিই বরাবর শাসকদলের ছত্রছায়ায় থাকতে চায়। তাই স্বাভাবিকভাবেই উদ্বোধকও বদলে যাচ্ছে। অন্যদিকে তৃণমূল আমলে দুর্গাপূজোর সরকারি অনুষ্ঠানে যেমন দলের নেতাদের দেখা যেত, এখন সেক্ষেত্রে বিজেপির নেতাদের প্রবেশ ঘটেছে। সোমবার থেকে পূজো অনুষ্ঠানের জন্য যে চেক বিলির অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে, সেখানেও বিজেপির নেতারা মঞ্চ আলোকিত করেছেন। এখনও পর্যন্ত বিভিন্ন ক্লাব বা পূজো কমিটির আমন্ত্রণপত্র দেখেই বিষয়টি স্পষ্ট হচ্ছে।

আলিপুরদুয়ারে বিজেপির পাঁচজন বিধায়ক ও এক সাংসদের ব্যস্ততা সব থেকে বেশি হবে। নিজেদের বিধানসভা এলাকায় যেমন বিধায়কদের দৌড়াতে হবে, তেমনই এবার মন্ত্রী হওয়ার সুবাদে আমন্ত্রণ পেয়ে বিশাল লামা, দীপক বর্মান, মনোজ ওরারুদের ছুটতে হবে জেলার বাইরেও। অন্যদিকে বহু জায়গায় মুখ্য অতিথি হবেন সাংসদ মনোজ টিঙ্গা।



চেক বিলির অনুষ্ঠানে দীপক বর্মনের সঙ্গে বিজেপির নেতারা। ফালাকাটায়।



২০০টি আমন্ত্রণ। আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহারেই থাকবে।' দুর্গাপূজোর উদ্বোধনে যাওয়া মানে একদিকে যেমন জনসংযোগের পথ বের হয়, তেমনই নেতাদের কার কেমন প্রভাব তাও বোঝা যায়। এবার বদলে যাওয়ার ছবিকে তৃণমূল নেতারা অব্যবহার্য প্রক্রিয়া বলেই মানছেন। দলের প্রবীণ নেতা মুদুল গোস্বামীর কথায়, 'কোন পূজোয় কে আমন্ত্রণ পাবেন সেটা বলা মুশকিল। এটা তো উদ্যোক্তাদের বিষয়। এবার আমার কয়েকটা জায়গায় আমন্ত্রণ রয়েছে। সেখানে যাব।'

তবে রয়েছে ব্যতিক্রমও। তৃণমূল থেকে বিজেপির হাতে উদ্বোধনের ব্যটন গেলেও অনেক পদ্ম নেতা আবার এসব থেকে দূরে থাকতে চাইছেন। বিজেপির দুর্গাপূজোর উদ্বোধনে মনোজের কদর অনেকটাই কম ছিল। এবার ছবি সম্পূর্ণ আলাদা।

সাংসদ বললেন, 'রাজ্যের অনেক জেলা এমনকি কলকাতা থেকেও আমন্ত্রণ এসেছে। সব জায়গায় যাওয়া সম্ভব নয়। প্রায় ২০২৪ সাল থেকে সাংসদ হলেও দল ক্ষমতায় না থাকায় এতদিন দুর্গাপূজোর উদ্বোধনে মনোজের কদর অনেকটাই কম ছিল। এবার ছবি সম্পূর্ণ আলাদা।

সাংসদ বললেন, 'রাজ্যের অনেক জেলা এমনকি কলকাতা থেকেও আমন্ত্রণ এসেছে। সব জায়গায় যাওয়া সম্ভব নয়। প্রায় ২০২৪ সাল থেকে সাংসদ হলেও দল ক্ষমতায় না থাকায় এতদিন দুর্গাপূজোর উদ্বোধনে মনোজের কদর অনেকটাই কম ছিল। এবার ছবি সম্পূর্ণ আলাদা।

সাংসদ বললেন, 'রাজ্যের অনেক জেলা এমনকি কলকাতা থেকেও আমন্ত্রণ এসেছে। সব জায়গায় যাওয়া সম্ভব নয়। প্রায় ২০২৪ সাল থেকে সাংসদ হলেও দল ক্ষমতায় না থাকায় এতদিন দুর্গাপূজোর উদ্বোধনে মনোজের কদর অনেকটাই কম ছিল। এবার ছবি সম্পূর্ণ আলাদা।

সাংসদ বললেন, 'রাজ্যের অনেক জেলা এমনকি কলকাতা থেকেও আমন্ত্রণ এসেছে। সব জায়গায় যাওয়া সম্ভব নয়। প্রায় ২০২৪ সাল থেকে সাংসদ হলেও দল ক্ষমতায় না থাকায় এতদিন দুর্গাপূজোর উদ্বোধনে মনোজের কদর অনেকটাই কম ছিল। এবার ছবি সম্পূর্ণ আলাদা।

সাংসদ বললেন, 'রাজ্যের অনেক জেলা এমনকি কলকাতা থেকেও আমন্ত্রণ এসেছে। সব জায়গায় যাওয়া সম্ভব নয়। প্রায় ২০২৪ সাল থেকে সাংসদ হলেও দল ক্ষমতায় না থাকায় এতদিন দুর্গাপূজোর উদ্বোধনে মনোজের কদর অনেকটাই কম ছিল। এবার ছবি সম্পূর্ণ আলাদা।

ডাম্পার চলাচলে সময়সীমা

কুমারগ্রাম, ১৩ অক্টোবর : পূজোয় রাস্তায় সাধারণ মানুষের ভিড়ের কথা মাথায় রেখে দিনেরবেলা বালি-পাথর বোঝাই ভারী ডাম্পার চলাচল নিয়ন্ত্রণে তৎপর হল কুমারগ্রাম থানার বারবিশা ট্রাফিক গার্ড। দিনের ব্যস্ত সময়ে ভারী যানবাহন চলাচলের কারণে দুর্ঘটনা, যানজট কিংবা বিশৃঙ্খলা রূপে ডাম্পারচালকদের সতর্ক করা হয়েছে। মঙ্গলবার বিকেলে কুমারগ্রাম ব্লকের ভঙ্কা বারবিশা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের রাধানগর চৌপাথে ট্রাফিক গার্ডের ওসি চন্দন রায় ডাম্পারের চালকদের এদিন থেকে রাত ১১টার আগে রাস্তায় নামতে বারণ করে দেন। বিকেলের পর থেকে যে ক'টি ডাম্পার দেখা গিয়েছে, সেগুলিকে রাত ১১টা পর্যন্ত এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। এমনকি রাত ১১টার পরও বালি-পাথর বোঝাই ডাম্পার নিয়ন্ত্রিত গতিতে চালানোর জন্য বলা হয়।

কুমারগ্রামের চ্যাংমারি, হোমগুড়ি ছাড়াও প্রতিবেশী দেশ ভূটানের লেংয়জিংখা থেকে বালি-পাথর বোঝাই ১৬-১৮ চাকার ভারী ডাম্পার রাধানগর হয়ে বারবিশা, কামাখ্যাগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার শহরের ভিতর দিয়ে চলাচল করে।

বিজেপির বোর্ড

শামুকতলা, ১৩ অক্টোবর : আলিপুরদুয়ার-২ পঞ্চায়েত সমিতির দখল নিল বিজেপি। মঙ্গলবার বিজেপির অনীতা দাস সভাপতি নিবাচিত হন। রাজ্যে পালাবদলের পর তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বুমা দাস দেবনাথ দীর্ঘদিন অনুপস্থিত থাকায় অচলাবস্থা তৈরি হয়। এর মধ্যে সহ সভাপতি পদত্যাগ করায় ওই পদে বিজেপির এক সদস্য নিবাচিত হন। কিছুদিন আগে বুমাও পদত্যাগ করেন। ৩২ আসনবিশিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতিতে বিজেপির সদস্য সংখ্যা আট। তৃণমূলের এক সদস্যের সমর্থনে বিজেপির প্রার্থী সভাপতি নিবাচিত হন বলে দাবি বিরোধীদের। যদিও বিজেপির ১ নম্বর মণ্ডল সভাপতি রঞ্জিত সরকার জানান, সভাপতি নিবাচনে কোনও দলের সাহায্য প্রয়োজন হয়নি।



পাঠকের লেঙ্গে 8597258697 picforubs@gmail.com

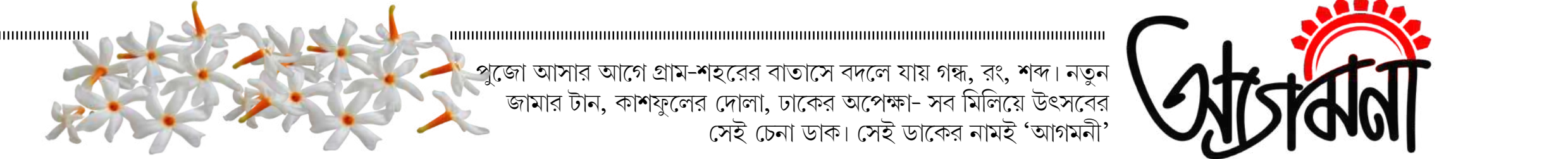
তীরে ভরী।। সুটুঙ্গা নদীতে ছবিটি তুলেছেন মাথাভাঙ্গার কাজল রায়।

বাগানে মিলল বোনাস

জয়গাঁ, ১৩ অক্টোবর : দুর্গাপূজোর ঠিক আগে স্বস্তি ফিরল জয়গাঁর দলসিংপাড়া চা বাগানের শ্রমিক মহলে। দীর্ঘদিনের দাবি মেনে মঙ্গলবার ২০২২ সালের বকেয়া বোনাস মিটিয়ে দিল বাগান কর্তৃপক্ষ। ১০.৫ শতাংশ হারে বোনাস পেয়েছেন বাগানের প্রায় সাড়ে ৯০০ শ্রমিক।

প্রায় আড়াই বছর বন্ধ থাকার পর চর্চাতি বছরের জানুয়ারি মাসে খোলে বাগানটি। তবে বোনাসকে কেন্দ্র করে কয়েকদিন ধরে বাগানে কিছুটা উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছিল। শ্রমিকদের একাংশের আশঙ্কা ছিল, ২০২২ সালের মতো এবছরও বোনাস ইস্যুতে বাগান ফের বন্ধ হতে পারে। গত মাসের ২৮ তারিখ শ্রম দপ্তরে আয়োজিত ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে রফাসূত্র মিলেছিল। তবে বোনাস পাওয়ার পর সমস্যার পুরোপুরি সমাধান হল। মালিকপক্ষ বোনাস দিয়ে দেওয়ায় সেই আশঙ্কা কেটেছে এবং শ্রমিক মহলে স্বস্তি ফিরেছে।

এ বিষয়ে ভারতীয় টি ওয়াকার্স ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক রাজেশ বারলা বলেন, 'প্রায় সব চা বাগানেই বোনাস দেওয়া হয়েছে। অবশিষ্ট নিম্নভিত্তিক চা বাগানও পূজোর আগেই বোনাস মিটিয়ে দেবে বলে আশা করছি।'



এ পূজো মন ছুঁয়ে যায়...

শামুকতলা, ১৩ অক্টোবর : শরৎ এলেই বাংলার আকাশের রং বদলে যায়। নীলের গভীরতায় ভেসে ওঠে সাদা মেঘের পাল, মাঠের ধারে কাশফুলের দোলা। বাতাসে উৎসবের গন্ধ। দূরে কোথাও ঢাক বাজে। কিন্তু শামুকতলার মহাকালগুড়ি হিন্দুপাড়ায় শরৎ যেন অনারকম। এখানে শরতের আকাশে শুধু দুর্গাপূজোর সঙ্গে মিশে থাকে বোড়ো জনজাতির নিজস্ব সংস্কৃতি, বিশ্বাস, ঐতিহ্য আর মানুষের প্রতি মানুষের গভীর ভালোবাসা। ধারসি নদীর পাড়ে ছোট্ট এই জনপদে দেবী দুর্গার আরাধনা তাই নিছক ধর্মীয় আচার নয়, এ যেন সময়ের স্রোত পেরিয়ে মানুষের মিলনের এক অপূর্ব কাব্য।

বোড়ো সম্প্রদায়ের ধর্মীয় বিশ্বাসের কেন্দ্রে রয়েছেন বাঘৌ। তিনি কোনও মূর্তিতে আবদ্ধ নন। তিনি নিরাকার। জল, আলো, বাতাস, অগ্নি ও মাটি— এই পঞ্চতত্ত্বের মধ্যেই তাঁর উপস্থিতি অনুভব করেন বাঘৌ ধর্মাবলম্বীরা। প্রকৃতির প্রতিটি উপাদানের মধ্যে তাঁরা খুঁজে পান সৃষ্টির স্পন্দন, জীবনের রহস্য এবং দীপ্তির অস্তিত্ব। তিনি মানুষের জীবন ও প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের দর্শন।

নিরাকার বিশ্বাসী সেই মানুষগুলিই আজ মেতে ওঠেন দেবী দুর্গার মুখায় রূপের আরাধনায়। এখানে কোনও দ্বন্দ্ব নেই। আছে গ্রহণ করার উদারতা। এই পূজোর জন্মের গল্পে কিন্তু আমাদের পাশাপাশি রয়েছে বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণা। এক সময় হিন্দুপাড়া গ্রামে কোনও দুর্গাপূজো হত না। পূজোর দিনগুলিতে গ্রামের মানুষকে যেতে হত শামুকতলা, আলিপুরদুয়ার বা অন্যত্র। বিশেষ করে শিশু, মা-বোন ও বয়স্কদের নিয়ে দূরে গিয়ে পূজো দেখা ছিল



আমাদের কাছেই কঠিন। ১৯৯৩ সালে ভয়াবহ বন্যায় শামুকতলা ও হিন্দুপাড়ার মধ্যে যোগাযোগের একমাত্র ভরসা কাঠের সেতুটি ভেঙে যায়। সেতুটি শুধু কঠ আর দড়ির তৈরি ছিল না— তার সঙ্গে জড়িয়ে ছিল দুই গ্রামের মানুষের যাতায়াত, সম্পর্ক এবং উৎসবের আনন্দ। সেতু ভাঙায় একটি গ্রামের সঙ্গে আরেকটি গ্রামের উৎসবের যোগ যেন বন্ধ হয়ে গেল।

কিন্তু পথ বন্ধ হলে মানুষ কি খেমে থাকে? হিন্দুপাড়ার বাসিন্দারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন— যদি অন্য গ্রামে যেতে না পারি, তবে পূজো আসুক আমাদের গ্রামেই। ছিল না আড়ম্বর। ছিল শুধু মানুষের আন্তরিকতা সেই বছরই শুরু দুর্গাপূজো। আজ সেই পূজো পেরিয়ে এসেছে তিন দশকেরও বেশি সময়। ছোট্ট সেই উদ্যোগ এখন ৩১ বছরের স্মৃতিবাহী এক উৎসব। মহাকালগুড়ি ইয়াং ট্রাইবাল ক্লাবের উদ্যোগে এই পূজোর আয়োজন।

প্রায় ৭৫টি বোড়ো পরিবারের এই জনপদে পূজো এলেই ঘরে ঘরে তৈরি হয় উৎসবের আবহ। কেউ অর্থ দিয়ে সাহায্য করেন, কেউ শ্রম দেন, কেউ পুরোবাক্সে হাত লাগান।

পূজোর চারদিন ধরে শুধু মস্তোচ্চারণ আর অঞ্জলির মধ্যেই উৎসব সীমাবদ্ধ থাকে না। মেতে ওঠেন বোড়ো নাচ ও গানে। নিজেদের সংস্কৃতিকে সঙ্গে নিয়েই তাঁরা বরণ করে নেন দেবীকে। এই পূজোর সৌন্দর্য চোখ ধাঁধিয়ে দেয় না, মন ছুঁয়ে যায়।

পূজো কমিটির সম্পাদক আমন নার্সনারি বলেন, পূজোকে ঘিরে গোটা গ্রামের মানুষ আনন্দে মেতে ওঠেন। সভাপতি রোহেন্দ্র নার্সনারির কথায় উঠে আসে আরও একটি বাস্তবতা— আগে মূলত গ্রামের মানুষদের অর্থেই পূজো হত। কিন্তু সময়ের সঙ্গে পূজোর খরচ বেড়েছে। এখন আশপাশের মানুষের কাছ থেকেও সাহায্য নিতে হয়।

বিভিন্ন ধর্ম, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ এই পূজোয় এসে शामिल হন। কেউ চাঁদা দেন, কেউ পূজো দেখতে আসেন, কেউ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেন। ধীরে ধীরে একটি বোড়ো গ্রামের দুর্গাপূজো হয়ে ওঠে সকলের উৎসব।

রকি নার্সনারি, সুরজিৎ নার্সনারি, পঙ্কজ নার্সনারি, তমাল নার্সনারি, দিবাকর মোচারিদের স্মৃতিতে আজও বেঁচে আছে সেই শুরুর দিনগুলি। তাঁদের কথায় ফিরে আসে ভাঙা সেতুর দিন, বিচ্ছিন্নতার দিন, আর সেই বিচ্ছিন্নতা পেরিয়ে নিজেদের হাতে উৎসব গড়ে তোলার দিন।

সেতু ভেঙেছিল বন্যায়। কিন্তু মানুষের মধ্যে যে সেতু তৈরি হয়েছিল, সেটি আর ভাঙেনি।

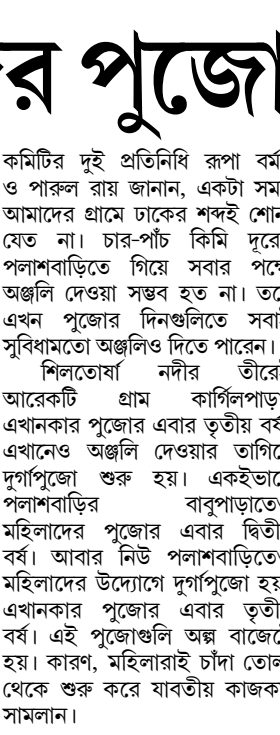
শিলপ্রাণী নদীর তীরেই আরেকটি গ্রাম কাগিলপাড়া। এখানকার পূজোর এবার তৃতীয় বর্ষ। এখানেও অঞ্জলি দেওয়ার তাগিদে দুর্গাপূজো শুরু হয়। একইভাবে পালাশবাড়ি বাবুপাড়াতেও মহিলাদের পূজোর এবার দ্বিতীয় বর্ষ। আবার নিউ পালাশবাড়িতেও মহিলাদের উদ্যোগে দুর্গাপূজো হয়। এখানকার পূজোর এবার তৃতীয় বর্ষ। এই পূজোগুলি অল্প বাজেটে হয়। কারণ, মহিলারাই চাঁদা তোলা থেকে শুরু করে যাবতীয় কাজকর্ম সামলান।

কমিটির দুই প্রতিনিধি রূপা বর্মন ও পারুল রায় জানান, একটা সময় আমাদের গ্রামে ঢাকের শব্দই শোনা যেত না। চারপাঁচ কিমি দূরের পালাশবাড়িতে গিয়ে সবার পক্ষে অঞ্জলি দেওয়া সম্ভব হত না। তবে এখন পূজোর দিনগুলিতে সবাই সুবিধামতো অঞ্জলিও দিতে পারেন।

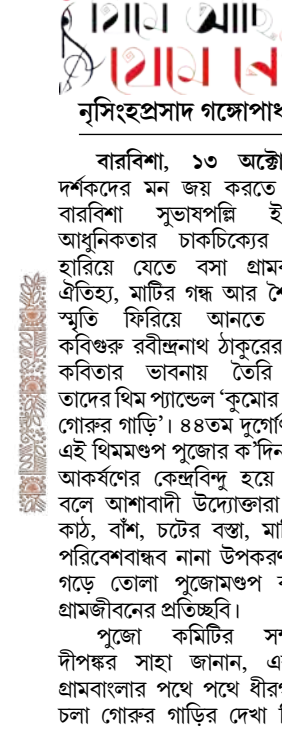
শিলপ্রাণী নদীর তীরেই আরেকটি গ্রাম কাগিলপাড়া। এখানকার পূজোর এবার তৃতীয় বর্ষ। এখানেও অঞ্জলি দেওয়ার তাগিদে দুর্গাপূজো শুরু হয়। একইভাবে পালাশবাড়ি বাবুপাড়াতেও মহিলাদের পূজোর এবার দ্বিতীয় বর্ষ। আবার নিউ পালাশবাড়িতেও মহিলাদের উদ্যোগে দুর্গাপূজো হয়। এখানকার পূজোর এবার তৃতীয় বর্ষ। এই পূজোগুলি অল্প বাজেটে হয়। কারণ, মহিলারাই চাঁদা তোলা থেকে শুরু করে যাবতীয় কাজকর্ম সামলান।

কুমার পাড়ার গোরুর গাড়ি নামের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে গ্রামবালার মায়া, শৈশবের আনন্দ আর মাটির সঙ্গে মানুষের চিরন্তন সম্পর্কের গন্ধ। এই থিম কেবল একটি পূজো প্যাভেলের নান্দনিক উপস্থাপনা নয়, বরং বাংলার লোকসংস্কৃতি ও গ্রামীণ ঐতিহ্যকে নতুন প্রজন্মের কাছে পরিচিত করে তোলারও এক আন্তরিক প্রয়াস।

বইয়ের পাতায় পড়া গ্রামবালার গন্ধ, হাটের চরিত্রের সঙ্গে নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের পরিচয় ঘটানোর সুযোগ মিলবে থিমমণ্ডপে। অন্যদিকে, বয়স্ক দর্শকদের কাছে এই মণ্ডপ ফিরিয়ে আনবে ফেলে আসা দিনের টুকরো টুকরো স্মৃতি। থিমশিল্পী শুভঙ্কর পালের কথায়, 'দুর্গাপূজো মানেই নতুন ভাবনায় দর্শনাধীদের ভরপুর আনন্দ দেওয়া। শিল্পের অভিব্য প্রকাশ এবং মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন।' থিমের সঙ্গে তাল মিলিয়ে রকমারি রঙিন আলোয় মণ্ডপ চত্বর সাজিয়ে তুলছেন আলোকশিল্পী রাকেশ দ্যে। মুগ্ধশ্রী উত্তম পালের নিপুণ হাতে গড়া দেবী প্রতিমা এবারও নিয়মনিষ্ঠায় পূজো করবেন পুরোহিত অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী।



চাঁদা তুলতে ব্যস্ত মহিলারা।



বাবুপাড়ায় দুর্গাপূজোর উদ্বোধন।



বাবুপাড়ায় দুর্গাপূজোর উদ্বোধন।



বাবুপাড়ায় দুর্গাপূজোর উদ্বোধন।



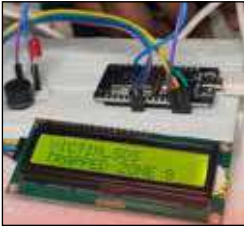
সব্যসাচীর জামিন

প্রাক্তন দমকলমন্ত্রী সজিত বসুর জামিনের আবেদন খারিজ করল কলকাতা হাইকোর্ট। অপরদিকে তোলাবাজার মামলায় এদিন কলকাতা হাইকোর্ট থেকে অন্তর্বর্তী জামিন পেয়েছেন বিধাননগরের প্রাক্তন মেয়র সব্যসাচী দত্ত।



জরুরি শুনানি নয়

মিডিয়া ট্রায়ালের বিরুদ্ধে হাইকোর্টের হারমুজ হুয়েজিলেন কালীঘাট তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য জানিয়ে দেন, এখনই এই মামলার শুনানি সম্ভব নয়।



খোঁজার যন্ত্র

হারিয়ে যাওয়া আপনজনকে এবার খুঁজে পাওয়া যাবে সহজেই। বীরভূমের কাঁধহারের দশম শ্রেণির ছাত্র ফাইজুল হক এমনই একটি যন্ত্র আবিষ্কার করে ফেলেছে। উজ্জ্বলকারী দলের অবস্থানও যন্ত্রের মাধ্যমে সহজেই জানা যাবে।



গিল্ডের কমিটি

বুকসেলার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স গিল্ডের নয়া কমিটিতে সভাপতি পদ পেলেন সুধাংশু শেখর দে। যুগ্ম সহ-সভাপতি পদে দায়িত্ব পেয়েছেন অশোক দে ও অশোক নারায়ণ বর্মন এবং সাম্মানিক সাধারণ সম্পাদক ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়।



মেকুতে ছড়ানো চালচিত্রে তুলির টান বন্ধার। মঙ্গলবার নদিয়ায়। -পিটিআই

সপ্তমীতে কলকাতায় শা

কলকাতা, ১৩ অক্টোবর : সপ্তমীর রাতে শহরে পৌঁছেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। ইন্ডেন রাজ্য সরকারের মহালয়ার অনুষ্ঠানে আসার কথা ছিল তাঁর। সেই অনুষ্ঠানে না এলেও শহরের পূজো দেখতে ১৭ অক্টোবর রাতে কলকাতায় পৌঁছানোর কথা তাঁর। বিজেপি সূত্রে একথা জানা গিয়েছে।

সপ্তমীর রাতে কলকাতায় পৌঁছে সপ্তমীর রাতে শহরে পৌঁছেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। ইন্ডেন রাজ্য সরকারের মহালয়ার অনুষ্ঠানে আসার কথা ছিল তাঁর। সেই অনুষ্ঠানে না এলেও শহরের পূজো দেখতে ১৭ অক্টোবর রাতে কলকাতায় পৌঁছানোর কথা তাঁর। বিজেপি সূত্রে একথা জানা গিয়েছে।

সপ্তমীর রাতে কলকাতায় পৌঁছে সপ্তমীর রাতে শহরে পৌঁছেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। ইন্ডেন রাজ্য সরকারের মহালয়ার অনুষ্ঠানে আসার কথা ছিল তাঁর। সেই অনুষ্ঠানে না এলেও শহরের পূজো দেখতে ১৭ অক্টোবর রাতে কলকাতায় পৌঁছানোর কথা তাঁর। বিজেপি সূত্রে একথা জানা গিয়েছে।

৩০ লক্ষ কোটি ডলারের লক্ষ্য দেশে

উৎসবের শহরে ১২ দেশের প্রতিনিধি

কলকাতা, ১৩ অক্টোবর : চারিদিকে পূজো পূজো বাব। তার মধ্যেই কলকাতায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মেলবন্ধন ঘটাল ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স। পূর্ব ভারত, বিশেষ করে বাংলার বাণিজ্যিক সম্ভাবনা তুলে ধরতে মঙ্গলবার শহরের একটি পাঁচতারা হোটেলে শুরু হয়েছে দু'দিনের আলোচনাচক্র, 'থ্রিভেইলিং গ্লোবাল সিচুয়েশন অ্যান্ড ইমপ্যাক্টস অন ইন্ডিয়া'। ইউরোপ, দক্ষিণ আমেরিকা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও আফ্রিকার মোট ১২টি দেশের রাষ্ট্রদূত, শীর্ষস্থানীয় অর্থনীতিবিদ ও কূটনীতিকদের উপস্থিতি এদিনের আলোচনায় নতুন মাত্রা যোগ করেছিল। রাজ্যের তরফে ছিলেন অর্থমন্ত্রী ডঃ স্বপন দাশগুপ্ত এবং শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী তাপস রায়। উপস্থিত ছিলেন আইসিসি-র সভাপতি পার্থিব নেওটিয়া সহ বণিকসভার শীর্ষকর্তারা।

বাংলায় বিনিয়োগের নতুন সম্ভাবনা খুঁজতে সম্প্রতি একাধিক শিল্পপতি ও কেন্দ্র-রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিদের নিয়ে আলোচনার আয়োজন করেছিল আইসিসি। এদিনের সম্মেলনের প্রেক্ষিতে আরও বড়, ২০৩০-এর মধ্যে ভারতের অর্থনীতিকে ৭ লক্ষ কোটি ডলারে

নিয়ে যাওয়া এবং ২০৪৭ সালের মধ্যে ৩০ লক্ষ কোটি ডলারে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করা। অর্থমন্ত্রী ডঃ স্বপন দাশগুপ্তের কথায়, 'গত একদশকে ভারতের অর্থনৈতিক পরিসরে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে। আন্তর্জাতিক অংশীদাররা ভারতীয় বাজারে জায়গা করে নিতে চাইছেন। অন্যদিকে, ভারতীয়

কলকাতায় বাণিজ্য সম্মেলন

সংস্থাগুলিও বিশ্ববাজারে নিজেদের উপস্থিতি বাড়িয়েছে। পশ্চিমবঙ্গকে এমন একটি অর্থনীতি হিসেবে গড়ে তুলতে আমরা কাজ করছি, যেখানে সকলের জন্য সুযোগ থাকবে।' মন্ত্রী তাপস রায় বলেন, 'সংসময়ীরা মেনে অনুমোদন, বিনিয়োগে উৎসাহ, ব্যবসার পরিবেশের উন্নতি এবং জিআইএস ভিত্তিক ল্যান্ড ব্যাংক গড়ে তোলার ওপর জোর দিচ্ছে রাজ্য।' আইসিসি-র সভাপতি পার্থিব নেওটিয়ার বক্তব্যে, 'পূর্ব ভারত, বঙ্গোপসাগর, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সংযোগস্থলে অবস্থিত পশ্চিমবঙ্গ। বন্দর, পরিবহণ ব্যবস্থা, শিল্প পরিকাঠামো, দক্ষ কর্মী

এবং প্রতিবেশী বাজারের নৈকট্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বাড়ানোর শক্ত ভিত তৈরি করে।' আন্তর্জাতিক সহযোগিতার সম্ভাবনা নিয়ে নিজেদের আগ্রহের কথা তুলে ধরেন বিদেশি রাষ্ট্রদূত অহমেদ রামা আজি নাশুনসন বলেন, 'পবর্তনশীলের বিকাশ এবং ইন্দোনেশিয়ার অর্থনীতির ডিজিটাল রপান্তরে ভারতের প্রযুক্তিগত অভিজ্ঞতা বড় ভূমিকা নিতে পারে।' নেদারল্যান্ডসের রাষ্ট্রদূত মারিসা লুইসা জেরার্ড জানান, ইউরোপীয় ইউনিয়নে ভারতের অন্যতম শীর্ষ বাণিজ্য অংশীদার তাঁর দেশ। মে মাসে দুই দেশ জল ব্যবস্থাপনা, কৃষি, স্বাস্থ্য, জাহাজ চলাচল, জলবায়ু, শক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও নিরাপত্তার মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে কৌশলগত অংশীদারিত্ব ঘোষণা করেছে। সেই সহযোগিতাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে সাড়টি সংস্থার একটি প্রতিনিধিদল পশ্চিমবঙ্গে ব্যবসার নতুন সম্ভাবনা খুঁজতে এসেছে। অন্যদিকে, জলবিদ্যা-সমৃদ্ধভিত্তিক জ্ঞাননি এবং কম-কার্বন সমৃদ্ধিতে নরওয়ের দক্ষতার কথা তুলে ধরেন দেশটির রাষ্ট্রদূত মে এলিন স্টেনার।

মমতার ওপর হামলার চেষ্টা, আটক ১

কলকাতা, ১৩ অক্টোবর : খাস কলকাতায় ফের আক্রান্ত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার দলীয় অনুষ্ঠানে না থাকলেও পাড়ার মোড়ে কালীঘাট মিলন সংঘের পূজো উদ্বোধন করতে গিয়েছিলেন তিনি। বাড়ির গলিতে হেঁটে যাওয়ার সময় তাঁকে নিগ্রহের চেষ্টা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনায় কিছু সময়ের জন্য পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে যায়। এই ঘটনায় কালীঘাট থানায় ইমেল মারফৎ অভিযোগ দায়ের করেন মমতা-তৃণমূলের রাজসভার সাংসদ দোলা সেন। ইতিমধ্যে এক মহিলাকে আটক করেছে পুলিশ। তবে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে জেড প্লাস ক্যাটাগরির নিরাপত্তা থাকা সত্ত্বেও কীভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর আক্রমণ হল সেটা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

কালীঘাটের বাড়ি থেকে বেরিয়ে হেঁটে মণ্ডলের দিকে যাচ্ছিলেন তৃণমূল স্ত্রিমো। তাঁর পিছনে কয়েকজন নেতাকর্মী ছিলেন। সেই ভিড়ে আচমকাই ঢুকে পড়েন ওই মহিলা। তারপর দূরত্ব কমার সঙ্গে সঙ্গে তৃণমূল নেত্রীর ওপর খাপিয়ে পড়ার চেষ্টা করেন। রাস্তায় শুয়ে গালিগালাজও করেন বলে অভিযোগ। শেষপর্যন্ত মমতার নিরাপত্তাকর্মীরা ওই হামলাকারীকে ধরে ফেলেন। পরে তাঁকে কালীঘাট থানার হাতে তুলে দেওয়া হয়। কেন তিনি এই কাণ্ড ঘটালেন খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

দুর্গাপূজোয় মুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত

কলকাতা, ১৩ অক্টোবর : তিলোত্তমার দুর্গাপূজো দেখে মুগ্ধ ভারতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত সেগিও গুর। মঙ্গলবার মণ্ডপে মণ্ডপে গুরে বাঙালির এই উৎসবের সজ্জনশীলতা, একা আর উচ্চতার সঙ্গে মিশে যান তিনি। পরবর্তীতে সেই ভালোলাগার কথা সমাজমাধ্যমেও ভাগ করে নিয়েছেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত।

নিজের এক্স হ্যাণ্ডলে এদিন দুর্গাপূজোর ছবি পোস্ট করে সেগিও লিখেছেন, 'কলকাতায় ফেরাটা দারশন ব্যাপার। এখানকার বেশ কয়েকটি পূজোমণ্ডপে নিজে ঘুরে দেখলাম। এটাই প্রথম অভিজ্ঞতা। সকলের অভূতপূর্ব সৃষ্টিশীলতা, একতা আর উচ্চ পরিবেশ দেখে বুঝতে পারলাম, কেন এই উৎসব এত বিশেষ।' পূজোর সঙ্গে যুক্ত সকলকে শুভেচ্ছাও জানিয়েছেন তিনি।

ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের গতি পেরিয়ে দুর্গাপূজা যে মানুষের মিলনমেলায় পরিণত হয়েছে, রাষ্ট্রদূতের পোস্টে সেই ছবিই ধরা পড়েছে।

আলিমুদ্দিনের সামনে চণ্ডীপাঠ, পালটা পোস্টার

কলকাতা, ১৩ অক্টোবর : সিপিএমের দলীয় কামালীয় আলিমুদ্দিনের সামনে পোস্টার যুদ্ধের পর এবার চণ্ডীপাঠ করল সনাতনিনারা। সিপিএম সহ সব বামপন্থীরা 'হিন্দুধর্ম বিরোধী' এই অভিযোগে মঙ্গলবার সকাল থেকে মুজফ্ফর আহমেদ ভবন থেকে চিল ছোড়া দূরত্বে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে আরপিআই। সেখানে হাজির ছিলেন বিজেপি নেতা, বিধায়ক থেকে শুরু করে সাধুসন্তরা। দুপুর পর্যন্ত এই কর্মসূচি চলে। অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে এই কর্মসূচিকে বিপ্লব বলে দাবি করেছেন বিজেপি নেতা সায়াস্তন বসু। তিনি বলেন, 'এখানে চণ্ডীপাঠ হচ্ছে মানে এটি বড় বিপ্লব। প্রতিবিপ্লবও বলতে পারেন। আজ সেই বিপ্লবে অংশগ্রহণ করতে আসলাম।' এদিনই ওই কর্মসূচিস্থল থেকে খানিকটা দূরত্বে নাগরিক কনভেনশন হয়েছে। তার আগে সনাতনিনদের এই চণ্ডীপাঠের অনুষ্ঠানের বিষয়টি চাউর হতে পালটা পোস্টার দেয় সিপিএমও। দলীয় দপ্তরে ঢোকার মুখেই শারদীয়ার পোস্টারে লেখা হয়, 'সাম্প্রদায়িক, জাতিবিদ্বেষী, বর্ণ বিদ্বেষীরা ছাড়া সবাই স্বাগত। শুভ শারদীয়া।' সম্প্রতি 'বামবধ' নামে দুর্গাপূজার পোস্টার পড়ে আলিমুদ্দিনে ঢোকার মুখে। পালটা হিটলারের কথা স্মরণ করিয়ে সিপিএমও পোস্টার দেয়। তবে এদিনের চণ্ডীপাঠের কর্মসূচি যেন বিজেপি বনাম বামদের তর্জা আরও কয়েক ধাপ বাড়িয়ে দিয়েছে। এর আগে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের

সামনে সাধুসন্তদের নিয়ে কর্মসূচিতে হাজির ছিলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বারবার বামশৈলের ইশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। সেই যুদ্ধ এবার আলিমুদ্দিনে গিয়ে পৌঁছেছে। সকাল থেকে উদাত্ত কণ্ঠে চণ্ডীপাঠ করতে থাকেন বেশ কয়েকজন মহিলা। চণ্ডীপাঠ অনুষ্ঠানের অন্যতম উদ্যোক্তা সত্যজিৎ দাস বলেন, 'যে আলিমুদ্দিন দীর্ঘদিন ধরে বাংলায় হিন্দু বিরোধী পরিচিত কেন্দ্র, তার

পাশেই আমরা বলতে চাই, বাংলার সস্কৃতি কোনও রাজনৈতিক দলের সম্পত্তি নয়। সনাতন ধর্ম, ভারতীয় সভ্যতা ও আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য কোনও বামপন্থী রাজনৈতিক মতাদর্শের অনুমোদনের অপেক্ষায় থাকে না।' কটাক্ষের সূরে সিপিএম নেতা সৃজন চক্রবর্তী বলেন, 'আমাদের কর্মীরা আছেন ওদের সঠিকভাবে চণ্ডীপাঠ করাটা শিখিয়ে দেবেন।'

প্রকাশ, লাভাসার অভিযোগ

রিমি শীল

কলকাতা, ১৩ অক্টোবর : দেশজুড়ে নিবর্তন প্রক্রিয়াকে নিজেদের অনুকূলে পরিচালনা করার চেষ্টা করছে কেন্দ্রীয় সরকার। মঙ্গলবার কলকাতার এক নাগরিক কনভেনশন থেকে কেন্দ্র ও বিজেপিকে আক্রমণ করলেন প্রাক্তন নিবর্তন কমিশনার অশোক লাভাস। কলকাতার ভারতীয় অভিনেতা প্রকাশ রাজ। অভিযোগ, নিবর্তন কমিশনকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করে পুরো গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকেই প্রহসনে পরিণত করা হয়েছে। এর ফলে কমিশনের নিরপেক্ষতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে সাধারণ মানুষের মনে সশঙ্ক্য তৈরি হয়েছে এবং মানুষ ব্যাঘ্র হয়ে রাস্তায় নামছে।

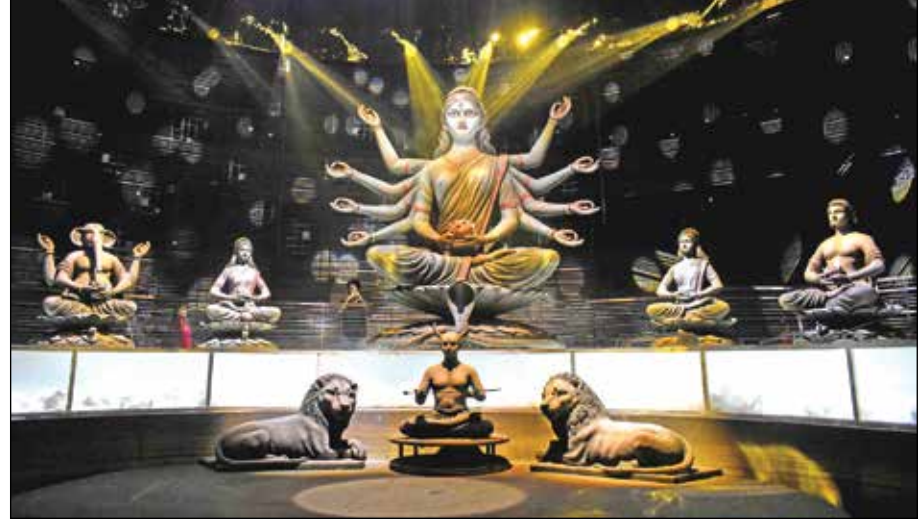
মুখ্য নিবর্তন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগ এবং বিতর্কিত 'এসআইআর' বাতিলের দাবিতে সারা দেশবাসীর আন্দোলনের মাধ্যমে কারা ভোট দেবেন আর কারা দেবেন না, তা

নির্দিষ্ট করে একটি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা চলছে বলে তিনি দাবি করেছেন। 'কলকাতায় ফেরাটা মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে, সেজন্যই মোদি সরকার কমিশনকে ব্যবহার করছে। দেশজুড়ে নাগরিক সমাজকে এক জোট হয়ে পরবর্তী পদক্ষেপের পরিকল্পনা করার পরামর্শ দেন তিনি।

নিবর্তন কমিশনের বর্তমান ভূমিকা ও স্বচ্ছতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন প্রাক্তন নিবর্তন কমিশনার অশোক লাভাস। বলেন, 'গত ৭৫ বছর ধরে দেশবাসীর যে নিবর্তন কমিশনের ওপর আস্থা ছিল এবং যা দেশজুড়ে প্রশংসা কুড়িয়েছে, আজ সেই কমিশনকে নিয়েই প্রশ্ন উঠছে। ইতিহাসে কখনও এভাবে মানুষকে কমিশনের বিরুদ্ধে রাস্তায় নামতে দেখা যায়নি।' খেলাধুলোয় নিরপেক্ষ আত্মপারায়ের গুরুত্বের উদাহরণ টেনে তিনি সতর্ক করেন, কমিশনের নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ণ হলে নিবর্তনের ফলাফলের বৈধতা নিয়েও প্রশ্ন উঠবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'অনেক ছাত্রপোকা, আরশোলা দেশের মধ্যে থেকে ভারতকে দুর্বল করার চেষ্টা করছে, এদের থেকে সাবধান থাকবেন।' পাশাপাশি শহুরে নকশালার জন্য থেকেও সাবধান হওয়ার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, 'দিমাগি নকশালারা কাম্বীর মাড়ে আজাদি স্লোগান দিচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাতকে তাই শক্ত করা দরকার।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'অনেক ছাত্রপোকা, আরশোলা দেশের মধ্যে থেকে ভারতকে দুর্বল করার চেষ্টা করছে, এদের থেকে সাবধান থাকবেন।' পাশাপাশি শহুরে নকশালার জন্য থেকেও সাবধান হওয়ার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, 'দিমাগি নকশালারা কাম্বীর মাড়ে আজাদি স্লোগান দিচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাতকে তাই শক্ত করা দরকার।



চোরবাগান সর্বজনীন দুর্গাউৎসব পূজো কমিটির প্রতিমিতা। মঙ্গলবার। ছবি : দেবাচন চট্টোপাধ্যায়

কালীঘাট-তৃণমূলকে বাধা পুলিশের মিছিল শুরু ও শেষ রাজাবাজারেই

অর্কজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৩ অক্টোবর : জ্ঞানেশ কুমারের ইস্তফার দাবিতে প্রতিবাদ মিছিলে শহরে থেকেও এলেন না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জ্ঞানেশ-কাণ্ডে প্রথম কলকাতায় পথে নামার ডাক দিয়েছিল মমতা সর্বভারতীয় তৃণমূলের ছাত্র-যুবরা। কথা ছিল রাজাবাজার থেকে পার্ক সার্কাস পর্যন্ত মিছিলের পর সভা করার। কিন্তু শেষপর্যন্ত রাজাবাজারে জমায়েত ও সভা করার পর রাজাবাজার ইএসআই পর্যন্ত মিছিল করেই কর্মসূচিতে দাঁড়ি টানল তৃণমূল। তবে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর বাধা সত্ত্বেও রাজাবাজারে দলীয় কর্মসূচিতে উপস্থিতি খারাপ ছিল না। মঙ্গলবার কর্মসূচিতে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, দোলা সেন, কৃণাল ঘোষরা উপস্থিত ছিলেন।

দিল্লিতে সিজেপির আন্দোলনের প্রতি সহমর্মিতা জানিয়ে ইন্ডিয়া জোটের কর্মসূচিতে যোগ দিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার স্ত্রিমি কোর্টের প্রধান বিচারপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাওয়ার কথা ছিল ইন্ডিয়া জোটের নেতাদের সঙ্গে মমতারও। কিন্তু রবিবার রাতেই প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত জানিয়ে দেন, তিনি কোনও বিচারনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা করবেন না। এরপরই তড়িঘড়ি কলকাতায় ফেরেন মমতা। অনেকেই ভেবেছিলেন দলের ছাত্র-যুবদের ডাকা প্রথম প্রতিবাদ কর্মসূচিতে যোগ দেবেন মমতা। সোমবার ঢেচলার পূজো উদ্বোধন নিয়ে মমতা-তৃণমূলের কর্মসূচি গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর ইশিয়ারিতে জল্পনা আরও বেড়েছিল। সোমবার রাতেই মুখ্যমন্ত্রী ইশিয়ারি দিয়ে বলেছিলেন, 'মিছিল করতেই দেব না। পুলিশ কমিশনারকে বলেছি রাজাবাজার থেকে এক পাও এগোতে দেবেন না। যেখানে জরুরী সেখানেই শেষ হবে।' পুলিশ প্রশাসনকে শক্ত হাতে 'বিশৃঙ্খল' মোকাবিলা করার নির্দেশও দিয়েছিলেন তিনি।

মঙ্গলবার কলকাতা পুলিশের কমিশনার অজয় নন্দা মিছিল শুরু করেছিলেন জানান, মিছিলের ব্যাপারে সরকারিভাবে কোনও অনুমতি দেওয়া হয়নি। তা সত্ত্বেও দুপুর দুটো নাগায় রাজাবাজারে জমায়েত শুরু হয়। কিন্তু বিশাল পুলিশ ও কেন্দ্রীয়



জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে মমতা-তৃণমূলের পথসভা। মঙ্গলবার।

কথা ছিল না। তবে কৃণাল ঘোষ, দোলা সেন, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়রা প্রতিবাদে অংশ নেন। মিছিল থেকে বারবার জ্ঞানেশ কুমারের নামে চোর চোর স্লোগান ওঠে। মিছিল অট্টোপাধ্যায় পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনকে কটাক্ষ করে বলেছিলেন বিধায়ক কৃণাল ঘোষ বলেন, 'মমতার নামেই এত ভয়? একটা মিছিলে মিছিলকে ঠেকাতে কেন্দ্রীয় বাহিনী নামাতে হবে?' কৃণালের অভিযোগ, কর্মসূচি বাবচাল করতে যেভাবে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে গোটা এলাকাকে অবরুদ্ধ করে দলীয় কর্মীদের পথ আটকানো হয়েছে, তাতে স্পষ্ট যে ওরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর দলকে ভয় পাচ্ছে। বাম্পের সুরে তিনি বলেন, 'ওরে হুগা রাজার নেন, যুদ্ধ করে তোর করবীটা তা বলা।' রাজ্যসভার সাংসদ দোলা সেনের অভিযোগ, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লিতে গিয়ে প্রতিবাদ করছেন। দিল্লি ও দেশের মানুষ বুঝেছে, এভাবে পুলিশ দিয়ে মিছিল আটকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আটকানো যাবে না।' তবে সরকারের পুলিশ মোতায়েনকে সমর্থন করে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী তাপস রায় বলেন, 'উনি একটা অবজিক্টে ঘনটা ঘটিয়ে দিলে তার দায় কৈ নেবে? তখন তো নৃত্য করবেন। মানুষ আমাদের বিপুল জনাদেশ দিয়ে সরকারে বসিয়েছে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায় সরকারের।'

বাহিনী কার্যত সেই কর্মসূচিকে ঘিরে ফেলে। শেষপর্যন্ত পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে ২০০ মিটার প্রতীকী মিছিল করার অনুমতি দেওয়া হয়।

জল্পনা থাকলেও এদিনের মিছিলে ছিলেন না তৃণমূল স্ত্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়,অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে কালীঘাট সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই কর্মসূচিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কারোরই যাওয়ার

আসন্ন কুয়াশাচ্ছন্ন মরসুমে দুই জোড়া ট্রেন বাতিল থাকবে/চলাচলের দিন হ্রাস পাবে

আসন্ন কুয়াশাচ্ছন্ন মরসুমে মোকবিলা করার জন্য, নিম্নলিখিত ০২ জোড়া ট্রেন/এক্সপ্রেস ট্রেন সম্পূর্ণ বাতিল থাকবে/চলাচলের দিন হ্রাস পাবে, যার বিবরণ নিম্নরূপঃ—

সম্পূর্ণ বাতিল : (১) ১৪০০৪ নিউ দিল্লি - মালদা টাউন এক্সপ্রেস (যারা শুক্রর তারিখঃ ০৩/১২, ০৬/১২, ১০/১২, ১৩/১২, ১৭/১২, ২০/১২, ২৪/১২, ২৭/১২, ৩১.১২.২০২৬; ০৩/০১, ০৭/০১, ১০/০১, ১৪/০১, ১৭/০১, ২১/০১, ২৪/০১, ২৮/০১, ৩১/০১, ০৪/০২, ০৭/০২, ১১/০২, ১৪/০২, ১৭/০২, ২০/০২, ২৪/০২, ২৮/০২ ও ৩১.০২.২০২৬ = ২৬ টি)। (২) ১৪০০৩ মালদা টাউন - নিউ দিল্লি এক্সপ্রেস (যারা শুক্রর তারিখঃ ০৪/১২, ০৮/১২, ১২/১২, ১৫/১২, ১৯/১২, ২২/১২, ২৬/১২, ২৯.১২.২০২৬; ০২/০১, ০৫/০১, ০৮/০১, ১২/০১, ১৫/০১, ১৯/০১, ২৪/০১, ২৮/০১, ৩১/০১, ০২/০২, ০৫/০২, ০৮/০২, ১২/০২, ১৫/০২, ১৮/০২, ২০/০২, ২৪/০২, ২৭/০২ ও ৩১.০২.২০২৬ = ২৬ টি)।

চলাচলের দিন হ্রাস : নিম্নলিখিত ট্রেনগুলি নিম্নলিখিত বাতিল থাকবে : (১) ২২৪০৬ আন্দোল বিহার টার্মিনাল-ভাগলপুর পর্যন্ত যাত্রা শুক্রর স্টেশন থেকে বাতিলের দিন - কেলমার বুধবার, অর্থাৎ যাত্রা শুক্রর তারিখঃ ০২/১২, ০৩/১২, ১৪/১২, ২৮/১২, ৩০.১২.২০২৬; ০৬/০১, ১৩/০১, ২০/০১, ২৭/০১, ৩০/০১, ১০/০২, ১৭/০২ ও ২৪.০২.২০২৬ = ১৬ টি। (২) ২২৪০৭ ভাগলপুর-আন্দোল বিহার টার্মিনাল পর্যন্ত যাত্রা এক্সপ্রেস : যাত্রা শুক্রর স্টেশন থেকে বাতিলের দিন - কেলমার বুধশুক্রবার, অর্থাৎ যাত্রা শুক্রর তারিখঃ ০৩/১২, ১০/১২, ১৭/১২, ২৪/১২, ৩১.১২.২০২৬; ০৭/০১, ১৪/০১, ২১/০১, ২৮/০১, ০৪/০২, ১১/০২, ১৮/০২ ও ২৪.০২.২০২৬ = ১৬ টি। সমুদ্রবায় জন্ম দ্রষ্টব্য।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রাকপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে

অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

মালদা টাউন-শুকুর বস্তী-মালদা টাউন স্পেশাল ট্রেন

উৎসবের মরসুমে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে ০৩৪০৯/০৩৪০৯ মালদা টাউন-শুকুর বস্তী-মালদা টাউন স্পেশাল ট্রেন নিম্নলিখিত সংকীর্ণ কর্মসূচি, স্টপেজ, চলাচলের তারিখ এবং গঠন অনুযায়ী চলাবে :

মালদা টাউন-শুকুর বস্তী (০৩৪০৯)			শুকুর বস্তী-মালদা টাউন (০৩৪০৯)		
তারিখ	পৌঁছা	ছাড়	স্টেশন	পৌঁছা	তারিখ
—	১০.০০	—	মালদা টাউন	০১.৪৫	—
১২.৫০	১২.৫৫	—	সাহেবগঞ্জ	২২.২৫	২২.৩০
১৪.৪৫	১৪.৫৫	—	ভাগলপুর	২০.৫৫	২১.০৫
১৪.৫৫	১৪.১০	—	জামালপুর	১৯.১৫	১৯.২০
২০.১০	২০.২০	—	পাটনা	১৫.৫০	১৬.০৫
১৬.১৫	১৬.২৫	—	বিল্লি	১২.৩০	১২.৩০
১৭.০০	—	—	শুকুর বস্তী	—	১৮.০৫

উগরোক্ত স্পেশাল ট্রেনগুলি প্রথমোক্ত উভয় অভিমুখে নিউ যরাকা, বড়হরওয়া, কহলগাঁও, সুলতানগঞ্জ, অভয়পুর, কুইল, মোকামা, বখতিয়ারপুর, রাজেশ নগর টার্মিনাল, দানাপুর, আর, বরার, পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়, সুবেলগঞ্জ, গোবিন্দপুরী এবং টুঙলা স্টেশনের মাধ্যমে। চলাচলের তারিখ/দিন : মালদা টাউন থেকে ০৩৪০৯-১৬.১০.২০২৬ তারিখ (শুক্রবার) = ০১টি ট্রিপ এবং শুকুর বস্তী থেকে ০৩৪০৯-১৭.১০.২০২৬ তারিখ (শনিবার) = ০১টি ট্রিপ। গঠন : এসি ও টিআর - ০৬, ট্রিপার ব্রাস - ০৬, সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণী (এলএস) - ০৬, এলএসএলএলটি - ০১ এবং পার্গার কর-০১ = ২২টি কোচ। স্ক্যাটরিং : মেস/এক্সপ্রেস।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রাকপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে

অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter



ঐক্যের মাঝে সংশয়

শাসককে দড়ি ধরে টেনে নামাতে বিভিন্ন শক্তি জোট বেঁধে থাকে। ইতিহাসে সেরকম উদাহরণ অজস্র। যদিও সেই শক্তিগুলির মধ্যে মতাদর্শের হাজার ফারাক থাকে। তীব্র মতপার্থক্যও থাকে পরিস্থিতির বিশ্লেষণ নিয়ে। কিন্তু পরিস্থিতির বাধ্যবাধকতায় বিভিন্ন মতবাদের শক্তি একত্ববদ্ধ হয়। পৃথিবীর দেশে দেশে এরকম ঘটনা অনেক। এই ধরনের একা চিরস্থায়ী হয় না। মূল্য লক্ষ্য হাসিল হলে একতার প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়। আবার কখনও মাঝপথে জোট ভেঙে পড়ে।

ইন্দ্রিয়া গান্ধিকে গদীচ্যুত করতে সফল হয়েছিল জনতা পার্টি ও বামোদের জোট। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে বিভিন্ন শক্তির মিলিত রূপ জনতা পার্টি ভেঙে খানখান হয়ে গিয়েছিল। বামোদের সঙ্গে জনতা পার্টির সখ্যও বেশদিন টেকেনি। বামোরা বিদ্রোহ করায় ইউপিএ (সোনিয়া গান্ধি যার চেয়ারপার্সন ছিলেন) একসময় শক্তি হারিয়েছিল। বাংলায় বামোদের সরানোর কিছুদিনের মধ্যে কংগ্রেস-তৃণমূলের জোট ভেঙে গিয়েছিল। ঘরোয়া বিবাদে বারবার রক্তক্ষরণ ঘটতেছে ‘ইন্ডিয়া’ জোট।

ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর) ও মুখ্য নিবাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে এখন আবার বেশ সক্রিয় ‘ইন্ডিয়া’। বাংলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আবার সিপিএমের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়াতে মরিয়া। গত কয়েক বছর ধরে সিপিএম ও কংগ্রেসের মাখামাখি বেশ ভালোই। এখন তেমন অতি বাম বলে পরিচিতরাও ‘ইন্ডিয়ায়’ সক্রিয়। সর্বশেষ মিছিলে রাহুল ও প্রিয়ংকা গান্ধির পাশে আইসা সভাপতি নেহা বোরার উপস্থিতি সেই ছবিটা তুলে ধরেছে।

এর পিছনে কোনও মতাদর্শগত লক্ষ্য নেই। সকলেরই উদ্দেশ্য, ভোটের কারবারে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠা এবং কেন্দ্র থেকে বিজেপিকে অপসারণ। বাংলায় সিপিএম ও কংগ্রেস পরস্পরের হাত ধরেছিল ক্ষমতা থেকে তৃণমূলকে অপসারণ করতে। তৃণমূল অপসারিত হয়েছে বটে। কিন্তু তার পেছনে কংগ্রেস, সিপিএমের ভূমিকা নেই। পুরোপুরি বিজেপির জয়ে তৃণমূলকে সরে যেতে হয়েছে। (কোণসময় মমতা শিবিএ এখন ষড়কূটের মতো সিপিএম, কংগ্রেসকে আঁকড়ে ধরছে।

সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক এমএ বেবির সঙ্গে ফেনালাপ ও আক্রান্ত হওয়ার পর তড়িঘড়ি বিকাশ ভট্টাচার্যের বাড়িতে যেতে মমতার ইচ্ছাপ্রকাশ তার প্রথম। রাজ্য সরকারের বাধ্য বাংলায় কোনও কর্মসূচি করতে না পেরে নয়াদিল্লিতে গিয়ে ‘ইন্ডিয়া’ জোট সক্রিয়তা বাড়িয়ে তিনি জাতীয় রাজনীতিতে ভেসে থাকতে মরিয়া। হাতেকো পাশে নিয়ে রাহুল-প্রিয়াংকার মিছিলের পেছনে তরুণ প্রজন্মকে কাছে টানার গভীর উদ্দেশ্য আছে।

ককরোড জনতা পার্টি তরুণ প্রজন্মের প্রতিনিধিত্ব করছে। কিন্তু এই দলটি বিজেপির বিরোধিতা করলেও ‘ইন্ডিয়া’র ঘনিষ্ঠ হয়নি। আপাতত তেমন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। তবে বাম ছাত্রদের বড় অংশ ককরোড জনতা পার্টির সঙ্গে পায় পা মিলিয়ে চলছে। সেই বাম পড়ুয়াদের মধ্যে লডুক নেত্রী হিসেবে আত্মপ্রকাশ ঘটতেছে নেহা বোরার। দেশভ্রম্ভে নবীন প্রজন্মে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা বাড়ছে। রাহুল-প্রিয়াংকাদের তাই মিছিলে নেহাকে আগলে হাঁটতে দেখা গেল। ক্ষমতা থেকে বিজেপিকে বিতাড়ন বা জ্ঞানেশ কুমারের অপসারণের লক্ষ্য শেষপর্যন্ত সফল হবে কি না, তা নিয়ে গভীর সংশয় আছে। কেননা, ‘ইন্ডিয়া’র শরিকদের আলদা আলদা স্বার্থ আছে। বাংলায় বাইরের বিষয়ে মাথাব্যথা নেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। আবার সিপিএম, কংগ্রেসেরও পাখির চোখ বাংলার ক্ষমতা। উত্তরপ্রদেশ এককভাবে দখল অখিলেশ যাদবের মূল লক্ষ্য। সিপিএমের নজর কেরলে থাকলেও সেখানে আবার পথের কচিটা ক্ষমতাসীন কংগ্রেস।

অন্যদিকে, নেহা বোরার কংগ্রেসের সর্বোচ্চ নেতাদের সঙ্গে মাখামাখির ছবিটা কটর বামপন্থীদের মনে সংশয় জাগিয়েছে। এতে বামমনস্ক মানুষ বিরূপ হতে পারে। কংগ্রেসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার কারণে একই বিরূপতা বাম মানসিকতায় বিশ্বাসী অনেকের আছে। তাছাড়া ভিন্ন মতাদর্শের সঙ্গে পাশে নেহার ছবিটা প্রতীকী অর্থে হলেও সন্দেহ তৈরি করছে, এই অতি বামোরা তাদের পৃথক চরিত্র ধরে রাখতে পারবে কি। নানাবিধ স্বার্থের সংঘাত ও লক্ষ্যচ্যুত হওয়ার আশঙ্কার মেঘ চারিদিকে।

অমৃতধারা

কখনও কোনও প্রলাভনের মধ্যে পড়িলে নিজগুণ জীবনের ব্যাধি-যন্ত্রণা এবং এই নম্বর দেহের চরম পরিণতির কথা চিন্তা করিয়া আত্মরক্ষা করিবে। জীবনের অমূল্য সময়কে আলস্য, জড়তা ও শেথিল্যাবশত নষ্ট করিও না। কোনওক্রমেই সময়-সুযোগ নষ্ট করা কাহারও পক্ষে সম্ভবিনা নয়। বীর সাধক যে, সে কখনও কোনও ব্যর্থতা বিফলতাতে বিরত না হইয়া আত্মশক্তিতে আস্থা স্থাপন করিয়া আত্মবিশ্বাসী বলে বলীয়ান হইয়া আপন কর্তব্য পক্ষে সিংহ-বিক্রমে বিচরণ করিয়া থাকে। অনার্যের জন্য অনুতাপ অনুশোচনা করিও যাহাতে পুনরায় আর তাহা করিতে না হয়। এই ধারণা সত্য হৃদয়ে জাগরুক রাখিও যে, তোমার শক্তি সামর্থ্য কাহারও অপেক্ষা কম নহে। জীবনের উন্নতির মূল -আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যদাবোধ।

—শ্রীশ্রী প্রণবানন্দ

কৌশল আর আদর্শের টানাপোড়েন

মোহন ভাগবত যখন নিউ ইয়র্কে দাঁড়িয়ে বলেন, ‘যে হিন্দু ভারত থেকে মুসলমানদের তাড়াতে চায়, সে আদতে হিন্দুই নয়,’ তখন স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে— এটি কি সত্যিই আরএসএস-এর আদর্শগত বিবর্তন, নাকি বিশ্বমঞ্চে নিজেদের নতুনভাবে তুলে ধরার এক সুকৌশলী কূটনৈতিক চাল?

কৌশিক কর্মকার



নিউ ইয়র্কে এক সমাবেশে বক্তব্যরত আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত।—ফাইল চিত্র

নির্দিষ্ট ছকে আটকে পড়েনি। এমনকি তাঁর উত্তরসূরি এমএস গোলওয়ালকরও গত শতকের সত্তরের দশকে প্রকাশে বলেছিলেন যে, জাতীয় ঐক্যের পরিপন্থী না হলে সংখ্যালঘুদের নিজস্ব আইন বা রীতিনীতি মেনে চলতে কোনও বাধা নেই। ভাগবতের মতো আরএসএস-এর এক ঐতিহাসিক পালাবদল, নাকি বিশ্বমঞ্চে নিজেদের একটি সর্বজনীন সংগঠন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার এক নিখুঁত রাজনৈতিক সমীকরণ? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে আমাদের হিন্দুত্ববাদের ইতিহাস এবং আরএসএস-এর কৌশলগত বিবর্তনের দিকে একটু গভীরভাবে এবং নিরপেক্ষভাবে নজর দিতে হবে।

মোহন ভাগবতের এই বক্তব্যগুলো নিছকই কোনও আকস্মিক বা আবেগতাজিত মন্তব্য নয়; এটি আরএসএস-এর সুদূরপ্রসারী বিশ্বকৌশলের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আরএসএস এখন আর কেবল ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখতে চায় না। বিদেশে থাকা ভারতীয়দের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করতে তারা ইতিমধ্যেই বিভিন্ন দেশে নিজেদের শাখার বিস্তার ঘটিয়েছে। ভাগবতের উদ্দেশ্য স্পষ্ট—

বিশ্বমঞ্চে আরএসএস-এর যে একপাশে বা কটরপন্থী ভাবমূর্তি অনেক সময় তুলে ধরা হয়, তা বদলে ফেলা। আন্তর্জাতিক স্তরে পশ্চিমী বিশ্বের একাংশ অনেক সময় আরএসএস-কে কটরপন্থী শ্বেতাঙ্গ এবং ধর্মভিত্তিক সংগঠনগুলোর সঙ্গে তুলনামূলক তুলনা করে থাকে। এই ধরনের তুলনা আরএসএস-এর বিশ্বব্যাপী বিস্তারের পথে একটি বড় বাধা। তাই ভাগবত এখন অত্যন্ত সুকৌশলে প্রমাণ করতে চাইছেন যে, পশ্চিমী দেশগুলোর মতো ভারত কেবল পেশিশক্তিতে বলীয়ান কোনও আধুনী সামরিক শক্তি হতে চায় না; বরং ভারত হতে চায় এমন এক ‘বিশ্বগুরু’, যে সারা বিশ্বে আধ্যাত্মিকতা, সহনশীলতা এবং বহুত্ববাদের পাই দেবে।

ভাগবতের সমর্থকরা এবং সংঘের তাত্ত্বিক নেতারা জোর গলায় বলছেন, আরএসএস কখনোই গোঁড়া সংগঠন ছিল না। সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা কেবি হেতগাওয়ার, কোনওদিন নিজের নামে কোনও মতাদর্শ বা নির্দিষ্ট কোনও দর্শন সংগঠনের ওপর চাপিয়ে দেননি। তিনি সংগঠনকে যুগের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার এবং যৌথ নেতৃত্বের ওপর ভরসা করার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। এর ফলেই অন্যান্য রাজনৈতিক বা সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের মতো আরএসএস কোনও

এমন অনেক রাজনৈতিক ও সামাজিক ঘটনা ঘটেছে যা এই সম্প্রীতির বাতায় সঙ্গে সরাসরি সাযুজ্যপূর্ণ নয়। কোথাও পাঠ্যবই থেকে নির্দিষ্ট ইতিহাসের অংশ বাদ দেওয়ার বিতর্ক, আবার কোথাও ভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতি কিছু নেতার আক্রমণাত্মক মন্তব্য— এই স্ববিরোধিতাগুলোই সমালোচকদের সন্দেহ বাড়িয়ে দেয়। তাদের মতে, হিন্দুত্ববাদ আদতে একটি বহুমুখী মতাদর্শ, যা রাজনৈতিক প্রয়োজন অনুযায়ী নিজেদের

গণ্ডি থেকে বের করে সমাজের সব স্তরের, বিশেষ করে পিছিয়ে পড়া শ্রেণির মানুষের কাছে পৌঁছে দেন এবং রাজনীতির বৃহত্তর আড়িন্যায় প্রবেশের পথ প্রশস্ত করেন। আর তৃতীয় রূপান্তরটি আমরা দেখছি বর্তমান যুগে, যেখানে সাংস্কৃতিক সংগঠন এবং রাষ্ট্রব্যবস্থায় প্রায় হাত ধরাধরি করে চলছে। এই পর্বে এসে আরএসএস আর শুধু একটি সামাজিক সংগঠন হিসেবে আটকে নেই, বরং ভারতের রাষ্ট্রনীতি ও আন্তর্জাতিক কূটনীতির এক অন্যতম চালিকাশক্তি হয়ে উঠেছে।

ভাগবতের এই ‘বিশ্বগুরু’ হওয়ার স্বপ্ন এবং সংখ্যালঘুদের প্রতি তাঁর এই বার্তা আসলে হিন্দু সমাজের ভেতরের ক্ষোভ এবং দেশের বাইরের সমালোচনা—দুইয়েরই একটি ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা। একটা সময় ঐতিহাসিক কারণে হিন্দুদের মধ্যে যে ক্ষোভ বা মেরুকরণ তৈরি হয়েছিল, সংঘ এখন চাইছে সেই সংঘাতের জায়গা থেকে বেরিয়ে এসে একটি বৃহত্তর আধ্যাত্মিক এবং সাংস্কৃতিক ঐক্যের বাতাবরণ তৈরি করতে। ভাগবতের এই মতবাদ আসলে দেশের সংখ্যালঘুদের কাছেও এক প্রচলিত আহ্বান, যাতে তাঁরাও প্রাতিষ্ঠানিক গোঁড়ামি থেকে বেরিয়ে এসে ভারতের এই বৃহত্তর সাংস্কৃতিক মূলধারার সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করেন।

সব মিলিয়ে মোহন ভাগবতের এই নতুন দর্শন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়। এটি কি সত্যিই ধর্মনিরপেক্ষতার এবং বহুত্ববাদের এক নতুন দিশা, নাকি নিছকই বিশ্বমঞ্চে নিজেদের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানোর এক সুনিপুণ রাজনৈতিক কৌশল? সেই বিতর্ক হয়তো এখনই থামবে না। তবে আরএসএস যদি সত্যিই তাদের অতীতের কটর অবস্থান থেকে খানিকটা সরে এসে একটি সর্বজনীন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গড়ার দিকে আন্তরিকভাবে পা বাড়ায়, তবে তা নিঃসন্দেহে ভারতের গণতান্ত্রিক এবং ধর্মনিরপেক্ষ পরিকাঠামোর জন্য এক দৃষ্টিভঙ্গি ঘটে এমডি দেওয়ার সময়, ইতিবাচক দিক।

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

১৮৮৪

আজকের দিনে
জন্মগ্রহণ করেন
স্বাধীনতা
সংগ্রামী
লালা হরদয়াল।



১৯৮১

প্রাক্তন ভারতীয়
ক্রিকেটার
লোক।
গৌতম গম্ভীরের
জন্ম আজকের
দিনে।

আলোচিত



অনেকে ষড়যন্ত্রের তত্ত্ব ছড়াচ্ছেন। তাঁরা বলছেন, আমরা বিজেপির লোক। বিজেপির নির্দেশে আমরা এই কাজ করছি। গত ১০ অক্টোবর আমরা যে পুলিশি দমন-পীড়ন দেখেছিলাম, গতকাল ‘ইন্ডিয়া’ জোটের কর্মসূচিতে তেমন কিছু ঘটেনি। সরকার এভাবে একে অপরের বিরুদ্ধে লড়িয়ে দেয়। মানুষের মধ্যে যেন সন্দেহ ও অবিশ্বাস তৈরি হয়। সুবার কাছে আমার অনুরোধ, সরকারের এই আমলাতন্ত্র বুরুল। তাদের উদ্দেশ্য, আমরা যেন একে অপরের সন্দেহ করতে থাকি। ষড়যন্ত্রের তত্ত্ব বিশ্বাস করে নিজেদের মধ্যে বিভেদ তৈরি করতে দেবেন না।

—অভিজিৎ দীপকে

ভাইরাল/১



‘বিশাখা এক্সপ্রেস’ কাচেগুড়া স্টেশনে ছাড়ছিল। একজন ক্রেতার সন্তানকে নিয়ে চলন্ত ট্রেনে ওঠার চেষ্টা করেন। পা পিছিয়ে রেললাইন ও ট্রেনের মাঝে পড়ে যাচ্ছিলেন। এক মহিলা আরপিএফ কর্মী তাকে প্লাটফর্মে তুলে নেন। রক্ষা বাবা-শিশুর।

ভাইরাল/২



১০ টাকার কয়েন জমিয়ে কিনে ফেললেন সাধের স্কুটার। তেলোপানার লাক্সেজিপটের এক যাত্রক ২০২৩ থেকে ১০ টাকার কয়েন জমাচ্ছিলেন। তিন বছর ধরে জমানোর পর বস্ত্রভর্তি কয়েন নিয়ে বাইকের শোরুমে আসেন। ১,২৩ লক্ষ টাকার কয়েন গুনতে দু-খণ্ডী সময় লাগে কর্মীদের। তারপর নতুন স্কুটারের চাবি দেওয়া হয় তাকে।

ভাষার শালীনতা, চিন্তার স্বাধীনতা

কুভাষা ও অন্ধবিশ্বাসের বিস্তার রুখতে দরকার যুক্তিবোধ, তথ্য যাচাই এবং মানবিকতার চর্চা।

শীলা সরকার



প্রতীকী



ভাষা যখন আক্রমণের অহ্র হয়ে ওঠে, সংস্কৃতির বদলে কুসংস্কার জাকিয়ে বসে, আর যুক্তির জায়গা দখল করে অন্ধবিশ্বাস, তখন বাহ্যিক উন্নয়নের আড়ালে শুরু হয় অবক্ষয়। প্রযুক্তি, মহাকাশ গবেষণা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের অগ্রগতির এই সময়েও কুভাষা, বিদ্বেষ ও গুজবের বিস্তার প্রশ্ন তোলে, বিজ্ঞানের সঙ্গে মানুষের মনও কি এগোচ্ছে?

ভাষা শুধু পারস্পরিক সংযোগের মাধ্যম নয়, মানুষের চিন্তারও বাহন। শিক্ষা, রুচি ও মানসিকতার পরিচয় ভাষায় প্রকাশ পায়। মতের অমিল থাকতেই পারে, কিন্তু তা কাউকে অপমান করার অধিকার দেয় না। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মতের বিরোধ হলেই আক্রমণ, অশালীন মন্তব্য, বিদ্বেষ বা চরিত্রহননের প্রবণতা দেখা যায়। কখনও সম্পূর্ণ বক্তব্য না পড়েই মন্তব্য করা হয়, কখনও গুজবকে সত্য বলে প্রচার করা হয়। ফলে যুক্তির জায়গা ছোট হয়ে আসে, আর চিংচারের যেন সত্যের বিরুদ্ধে হয়ে দাঁড়ায়। কুভাষা শ্রোতাকে আঘাত করার পাশাপাশি বক্তার মানসিকতারও পরিচয় দেয়। যুক্তির বদলে গালিগালাজ শক্তির পরিচয় হয়ে উঠলে সুস্থ সংলাপ হারিয়ে যায়।

সংস্কার মানুষের জীবনকে সমৃদ্ধ করতে পারে, কিন্তু কুসংস্কার চিন্তার স্বাধীনতাকে সংকুচিত করে। দীর্ঘদিনের বিশ্বাস শুধু পুরানো বলেই সত্য হয় না। আবার পুরানো

বিন্দুবিসর্গ



সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী: সবাঁসটী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলায়ক চিত্রকর কীর্ত্তক দুহাসচন্দ্র তালুকদার সরাণি, সুভাষপুর, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাণিজ্যসি-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস: ২৪ হেমন্ত বসু সরাণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল: ৯০৭৫২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস: থানা মোড় ৭৩৫১০১, ফোন: ৯৬৪১২৮৯৩৩৬। প্রোবিশার অফিস: সিসভার প্রুবিণি রোড-৭৩৫১০১, ফোন: ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস: এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট ৭৩৬১২২, ফোন: ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮। মালদা অফিস: বিহানি আবাসন, প্রাইড ফ্লোর (নেতাজি ফোডের কাছে), গোলাপগি, বাঁধ রোড, আলদা-৭৩২১০১, ফোন: ৯৮০০৫৮৫৪৫০। শিলিগুড়ি ফোন: ৮৩৭৩০৯১৯৯১, ফোননং: ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞান: ২৫২৪৭২২/২০৬৪৮৯০৯৬, সার্কুলেশন: ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, নিউজ: ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅপ: ৯৭৩৫৭৩৬৩৭৭।

Editor & Proprietor: Subyashchi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E-Mail: uttarbanga@hotmail.com, Website: http://www.uttarbangasambad.in

গণতন্ত্রের জননী ভারত, বার্তা নরেন্দ্র মোদির ‘২৯-এও হারবেন, রাহুলকে খোঁচা শা’র

নয়াদিল্লি, ১৩ অক্টোবর : ভোট চুরি, এসআইআর বিতর্ক এবং মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে লাগাতার প্রতিবাদ-বিক্ষোভ চলছে রাজধানীতে। সিইসির পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা, বিজেপি, আরএসএস-কেও নিশানা করছে বিরোধী শিবির। এই



অর্থনৈতিক সম্মেলনে হাজির নরেন্দ্র মোদি । নয়াদিল্লিতে।

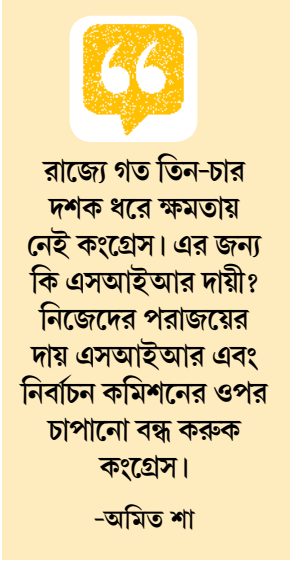
পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার স্ক্রমবার্গ নিউ ইকোনিমি ফোরামের বক্তৃতা দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী ভারতের গণতন্ত্রের বড়াই করে বলেন, ‘ভারত গণতন্ত্রের জননী’। শতাধিক ভাষায় রয়েছে ভারতের। প্রায় ৮০ হাজার নথিভুক্ত সংবাদপত্র রয়েছে। ১ হাজারেরও বেশি স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল রয়েছে। শুধু তাই নয়, সমাজমাধ্যমের যুগে ভারতে ৫০ কোটির বেশি ইউটিউব এবং ইনস্টাগ্রাম ব্যবহারকারী রয়েছেন।’

মোদি মনে করিয়ে দিয়েছেন, ‘আমাদের দেশে দিয়েয়েছেন, খোলাখুলিভাবে বিভিন্ন ইস্যুতে বিতর্কে জড়তে পারেন। নাগরিকরা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নিজেদের বক্তব্য রাখতে পারেন। প্রধানমন্ত্রীর সাফ কথা,

‘কে ক্ষমতায় রয়েছে সেটা বড় প্রশ্ন নয়। বরং ক্ষমতা কীভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে সেটাই বড় কথা।’

দিল্লিতে প্রতিবাদ দমন করতে পুলিশের বলপ্রয়োগ, ধরপাকড়, যন্ত্রমস্তুরে প্রতিবাদ করার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারির রাস্তায় হেঁটেছে কেন্দ্র। এই অবস্থায় মোদির মন্তব্যে চর্চা শুরু হয়েছে বিভিন্ন মহলে।

নির্বাচন কমিশনের ওপর চাপানো বন্ধ করুক কংগ্রেস। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জনপ্রিয়তাকে এসআইআরের আড়ালে ঢেকে রাখা বন্ধ করা উচিত রাহুল গান্ধির।’



২০২৯ সালেও কংগ্রেস পরাজিত হবে বলে ভবিষ্যদ্বাণী করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। অপরদিকে পীযুষ গোয়েল বলেন, ‘সংবিধানকে অপমান করছেন রাহুল গান্ধি। নিজেদের অতীতের কথা ভুলে গিয়েছেন তিনি। ১০টি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি। রাহুলের কারশেই কংগ্রেস বারবার গণভাজয়ের সম্মুখীন হয়েছে। উনি সবচেয়ে বড় রেড স্ল্যাগ। সুপ্রিম কোর্টের পিটিশনে ১৪টি ক্রটি রয়েছে। রাহুলের নেতৃত্বে কংগ্রেস ভবিষ্যৎ অন্ধকারে রয়েছে।’

গান্ধিনগর পুরসভার পাশাপাশি বনসকাহ্না জেলার থারা পুরসভা এবং ধারকা জেলার ওখা পুরসভাও দখল করেছে পদ্মশিবির।

সিইসি-কে রক্ষাকবচ কেন্দ্র-কমিশনকে নোটিশ কোর্টের

নয়াদিল্লি, ১৩ অক্টোবর : মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এবং নির্বাচন কমিশনারদের আইনি রক্ষাকবচকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে মামলায় কেন্দ্রীয় সরকার এবং নির্বাচন কমিশনকে নোটিশ পাঠিয়েছে প্রধান বিচারপতি সূর্য কাশ, বিচারপতি জয়মালা বাগচী এবং বিচারপতি ভি মোহন্যর বেক্ষ।

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এবং অন্য নির্বাচন কমিশনার আইন, ২০২৩-এর ১৬ নম্বর ধারাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রে্যাটিক রিফর্মস (এডিআর) মামলাটি করেছে। বৃহস্পতিবার মামলার শুনানি। ওই আইনের ১৬ নম্বর ধারায় বলা আছে, দায়িত্বে থাকা বা প্রাক্তন কোনও সিইসি অথবা নির্বাচন কমিশনারদের বিরুদ্ধে তাঁদের সরকারি দায়িত্ব সংক্রান্ত কাজকর্মের জন্য কোনও ফৌজদারি মামলা গ্রহণ বা চালিয়ে যেতে পারবে না।

যদিও সংবিধানের ৩২৪(৫) অনুচ্ছেদে বলা আছে, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের মতো সিইসি-র অপসারণ সম্ভব। অপসারণের পদ্ধতিও একই হবে। সিইসির সুপারিশ ছাড়া অন্য নির্বাচন কমিশনারদের সরাসরে যাবে না। কংগ্রেস সাংসদ শশী ধারক এই বিষয়টি সামনে এনে একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ‘জ্ঞানেশ কুমারের কোনও সাংবিধানিক রক্ষাকবচ নেই। ২০২৩ সালের শেষে বিজেপি সরকার একটি আইন পাশ করিয়ে তাঁকে আইনি রক্ষাকবচ দিয়েছে ঠিকই। কিন্তু তাঁর কাছে সাংবিধানিক রক্ষাকবচ নেই।’

মাদকবিরোধী আন্দোলন কর্মী খুন পঞ্জাবে

মানসা, ১৩ অক্টোবর : ফেসবুক লাইভ চলাকালীন পঞ্জাবের মানসায় এক ওষুধ বিক্রেতার গুলিতে প্রাণ হারালেন পরিচিত মাদকবিরোধী সমাজকর্মী পরবিন্দর সিং ঝোটা। দোকানে বেআইনি মাদক বিক্রির প্রতিবাদ করায় তাঁকে পয়েন্ট ব্ল্যাক রোঞ্জ থেকে গুলি করা হয়।

মঙ্গলবার সকালে এক প্রৌঢ়কে সঙ্গে নিয়ে ওই ওষুধের দোকানে যান পরবিন্দর। প্রৌঢ়ের দাবি ছিল, সেখানে থেকেই তিনি মাদক কিনেছেন। এই নিয়ে দোকানদারের সঙ্গে বচসা শুরু হয় পরবিন্দরের। প্রায় চার মিনিটের সেই সরাসরি সম্প্রচারে দেখা যায়, দোকানদার হাতে পিস্তল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। বুক চিতিয়ে পরবিন্দর তাঁকে বলেন, ‘মার মুখে, মার মুখে।’ দোকানদারের কাছে সিসিটিভি ফুটেজ দেখার দাবি জানানোয় পরেই আচমকা গুলি চলে। ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়েন পরবিন্দর। ঘটনায় নিহতের কয়েকজন সঙ্গী আহত হন। দোকান বন্ধ করে চাপট দেয় অভিযুক্ত।

গেট টপকে যন্ত্রমস্তুরে বিক্ষোভ ককরোচদের

নয়াদিল্লি, ১৩ অক্টোবর : প্রতিবাদ, বিক্ষোভ দেখানোর স্থানের তালিকা থেকে যন্ত্রমস্তুরের নাম সোমবারই মুছে দিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। সেই নিষেধাজ্ঞাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে মঙ্গলবার যন্ত্রমস্তুরে ঢুকে বিক্ষোভ দেখালেন সৌরভ দাস, আশুতোষ রাফা, আজিজা শিন্ডের মতো ককরোচ জনতা পার্টির (সিজেপি) নেতারা। গেটের রেলিং টপকে তাঁরা যন্ত্রমস্তুরে ঢুকে পড়েন। তাঁদের হাতে ছিল ভারতের জাতীয় পতাকা। ‘ভারত মাতা কি জয়’, ‘ইনকিলাব জিন্দাবাদ’ স্লোগান দিতে থাকেন তারা। ককরোচদের এই বিক্ষোভ বেশিক্ষণ টেকেনি। সেখানে কর্তব্যরত পুলিশ তাদের আটক করে। সংগঠনের নেতাদের এভাবে আটক করায় ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন সিজেপি প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে।

দেশে স্বৈরশাসন চলছে বলেও তোপ দাগেন তিনি। আটক

জেডিইউয়ের দপ্তরের দিক থেকে যন্ত্রমস্তুর যাওয়ার রাস্তায় একটি লোহার গেট টপকে ভিতরের ঢুকে পড়েন সৌরভরা। তিনি সমাজমাধ্যমে লেখেন, ‘আমরা যন্ত্রমস্তুর পুনর্দখল করেছি। আমরা যন্ত্রমস্তুরে ঢুকেছি। আর এবার আমাদের আটক করা হচ্ছে। সমস্ত তরুণদের উদ্দেশ্যে এই বার্তা। আমরা এটা করতে পারি। জ্ঞানু, ইউ আর ডান ব্রো।’ এই ঘটনায় সৌরভ, আশুতোষদের আটক করে নিজেদের হেপাজতে নিয়েছে পুলিশ। তাদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হতে পারে বলে সুত্রের খবর। গোটা হাতে সংবিধান নিয়ে পুলিশের গাড়ি থেকে অপর একটি ভিডিওয় সৌরভ বলেন, ‘আমাদের থেকে যন্ত্রমস্তুরকে কেড়ে নেওয়ার

আটক সৌরভ-রাফা, স্কোভ দীপকের



স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক কে? এটি একটি বিক্ষোভ প্রদর্শনের স্থান। আমরা যন্ত্রমস্তুর থেকে জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগ করা বা।’

ঘটনায় দিল্লি পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অভিজিৎ দীপকে। কেন্দ্রকে বিধে তিনি বলেন, ‘আমাদের টিম আজ সকালে যন্ত্রমস্তুরে ঢুকেছিল এবং জাতীয় পতাকা তুলেছিল। জাতীয় পতাকা উত্তোলন কবে থেকে আইনভঙ্গ পরিণত হল? জাতীয় পতাকা তোলার জন্য কীভাবে কাউকে থ্রেপ্তার করা যায়?’ দিল্লি পুলিশকে তাঁরা তোপ, যাদের হেপাজতে নেওয়া হয়েছে তাঁদের আইনি অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা হচ্ছে। গোটা দেশ যন্ত্রমস্তুরে পরিণত হবে। এটা শুধু একটি স্থান নয়। আমাদের আইনজীবীরা থানার ভিতরে ঢুকতে পারছেন না। তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে দেওয়া হচ্ছে না। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশকে বুড়ো আঙুল দেখানো হয়েছে। দেশে তানাহাফি চলছে।’

একজোট হয়ে লড়াইয়ের বার্তা

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৩ অক্টোবর : আলাদা আলাদাভাবে সমান্তরাল আন্দোলন নয়, একটি উদ্দেশ্য নিয়ে একজোট হয়ে আন্দোলন করার বার্তা দিল বিরোধী ইন্ডিয়া জোট। জ্ঞানেশ কাণ্ডে সোমবার সুপ্রিম কোর্ট অভিযানকে সামনে রেখে দিল্লির রাজপথে যে জনপ্রাবন দেখা গিয়েছে তাতে উচ্ছসিত বিরোধী শিবির। দিল্লি তথা দেশের সাধারণ মানুষকে তার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। মঙ্গলবার তাঁর বাসভবনে ইন্ডিয়া জোটের নেতানৈরীদের সঙ্গে চায়ে পে চাচার বসেছিলেন তিনি। সেখানে হাজির ছিলেন জ্ঞানেশ জ্ঞানেশ আলোদানের দুই মুখ তথা বাম ছাত্রনেত্রী নেহা বোরা এবং ঐশী ষোষ। নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে ছিলেন আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ এবং যোগেশ্ব যাদবও। বৈঠকের একটি যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনও করেন বিরোধীরা। সেখানে সবার শেষে রাহুল গান্ধি বলেন, ‘রাজনৈতিক প্রতিরোধ থামবে না, মানুষের প্রতিবাদও চলবে। শেষ পর্যন্ত গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যেই লড়াই চালিয়ে যাবে বিরোধীরা।’

লোকসভার বিরোধী দলনেতা বলেন, ‘দেশের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার ও জনমতকে যারা খর্ব করেছেন, তাঁদের বিচারের মুখোমুখি করা হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা এবং মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে জবাবদিহি করতে হবে। ভোট চুরির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক এবং জনপ্রতিরোধ চলবে। শেষপর্যন্ত জয় তাঁদেরই হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা এবং মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে বিচার হবেই। মোদি-শা-র চারপাশে থাকা জাল গুটিয়ে আনা হচ্ছে।’ তাঁর বিশ্বাস, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার

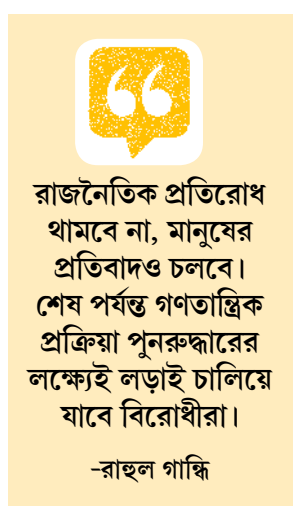
পুনরুদ্ধারের লড়াইয়ে সুপ্রিম কোর্ট, প্রধান বিচারপতি এবং দেশের বিচারব্যবস্থা নিজেদের ভূমিকা পালন করবে।

এদিন রাহুল গান্ধির পাশাপাশি একজোট হয়ে লড়াইয়ের বার্তা দেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, সিপিআইয়ের সাধারণ সম্পাদক ডি রাজা, সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক এমএ বেবি, এনসিপি-এসপি নেত্রী সুপ্রিয়া সুলে, মমতা-তৃণমূল সাংসদ সাগরিকা ঘোষ, শিবসেনা (ইউবিটি) নেতা সঞ্জয় রাউত, আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণও। সুত্রের খবর, এদিনের বৈঠকে ইন্ডিয়ার একাবদ্ধ ছবিটাকে ২০২৯ সালের লোকসভা ভোট পর্যন্ত আটুট রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ধারাবাহিকভাবে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ারও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ২৪ ঘণ্টার নোটিশে রাস্তায় নামার জন্য তৈরি থাকার কথাও হয়েছে। তবে নবরাত্রি পর্যন্ত রাস্তায় নেমে কোনও আন্দোলন হবে না বলেই ঠিক হয়েছে। ১ নভেম্বর রামলীলা ময়দানে ইন্ডিয়ার একটি জনসভা ডাকা হয়েছে। সিইসি জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের মূল দাবিকে সামনে রেখে কীভাবে আন্দোলন জারি রাখা যায় সেবিষয়েই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি যন্ত্রমস্তুরে আন্দোলন, বিক্ষোভ চলবে না বলে কেন্দ্রীয় সরকার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাও মানা হবে না বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন বিরোধীরা।

সাংবাদিক বৈঠকে অন্য বিরোধী নেতানৈরীদের পাশাপাশি বক্তব্য রাখেন আইসা সভানেত্রী নেহা বোরাও। তিনি বলেন, ‘গণরক্ত, সংবিধানের অভিন্ন শত্রুর নাম বিজেপি। দেশদ্রোহিতা করতে তারা হলে বিজেপি। এটা করতে সাহায্য করেছে নির্বাচন কমিশন।’ আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ বলেন, প্রশান্ত ভূষণ বলেন, ‘২ অক্টোবর থেকে দিল্লিতে সিইসির বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু



ইন্ডিয়ার বৈঠকের পর সাংবাদিক সম্মেলনে রাহুল, খাড়গের সঙ্গে হাজির ছাত্রনেত্রী নেহা বোরা। নয়াদিল্লিতে।



হয়েছে। তাকে পদদলিত করতে সব বন্ধ করেছে সরকার। আধানো নামিয়েছে। প্রতিবাদ আমাদের সাংবিধানিক অধিকার। সবাই মিলে আন্দোলনে



লড়ব। শ্রমিক সংগঠনগুলিও আসবে। এটা গণতন্ত্রের লড়াই। আমরাই জিতব।’ অপরদিকে মমতা-তৃণমূলের সাংসদ সাগরিকা ঘোষ বলেন, ‘ভোট কাটার জন্য



মঙ্গলবার ডাল লেকে।

‘লাদাখ ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ’

২৮ জায়গার নামকরণ নিয়ে চিনকে কড়া বার্তা কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ১৩ অক্টোবর : লাদাখ ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল, আছে এবং থাকবে। চিনের কোনও অযৌক্তিক আপত্তি এই বাস্তবতার বদল ঘটাতে পারবে না। লাদাখে ২৮টি গুরুত্বপূর্ণ স্থানের নামকরণের পর বেজিংয়ের আপত্তির কথা জবাব দিল ভারতের বিদেশ মন্ত্রক।

সম্পত্তি লাদাখের ২৮টি স্থানের নতুন নামকরণ করেছে ভারত। উদ্দেশ্য, সীমান্ত সংরক্ষণ এলাকায় চিনেরদের প্রশাসনিক ও কৌশলগত নিয়ন্ত্রণ আরও জোরদার করা। ভারতের পদক্ষেপ প্রকাশ্যে আসতেই ক্ষোভে ফুঁসে উঠে চীন। বেজিংয়ের দাবি, লাদাখের ওই এলাকাগুলির ওপর ভারতের অধিকার নেই। এই ধরনের নামকরণের তীব্র বিরোধিতা করেছে তারা।

চিনের এই অযৌক্তিক আপত্তির কথা জবাব দিয়েছে সাউথ ব্লক। ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, ‘কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লাদাখ সম্পূর্ণভাবে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। চিনের কোনও ভিত্তিহীন আপত্তিতে এই বাস্তবতার বদল হবে না।’ বিদেশ মন্ত্রক আরও জানিয়েছে, ভারতীয় ভূখণ্ডের মধ্যে থাকা যে



■ লাদাখের ২৮টি জায়গার নতুন নামকরণ করেছে ভারত

■ এর তীব্র বিরোধিতা করেছে চিন

■ বিদেশমন্ত্রকের জবাব, লাদাখ ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ

■ নিজেদের ভূখণ্ডের নামকরণে অন্য দেশের অনুমোদনের প্রয়োজন নেই

■ অরুণাচলে চিনা আগ্রাসনের পালটা হিসেবে বেজিংকে এই বার্তা দিল্লির

কোনও ভৌগোলিক বা কৌশলগত স্থানের নামকরণের একচেটিয়া অধিকার শুধুমাত্র ভারতেরই রয়েছে।

এর জন্য অন্য কোনও দেশের অনুমোদনের প্রয়োজন নেই। এই ধরনের অবাস্ত্বিত হস্তক্ষেপ ভারত বরাদ্দ করবে না।

কূটনৈতিক মহলের মতে, অরুণাচলপ্রদেশকে ‘দক্ষিণ তিব্বত’ বলে দাবি করে চিন প্রায়ই সেখানকার বিভিন্ন অংশের চিনা নামকরণ করে থাকে। ভারত বরাবর চিনের সেই আগ্রাসী পদক্ষেপকে কড়া ভাষায় প্রত্যাখ্যান করেছে। এবার ভারত নিজেরই লাদাখে কৌশলগত স্থানগুলির নামকরণ করে শি জিনপিংয়ের দেশকে তাদেরই ভাষায় জবাব দিল।

২০২০-তে পূর্ব লাদাখের গালওয়ান উপত্যকায় রক্তক্ষয়ী সংঘাতের পর থেকে ভারত-চিন সীমান্তে পরিস্থিতি থমকবে। প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর দুই দেশই বিপুল সেনা মোতায়েন করেছে। বিভিন্ন স্তরের সামরিক ও কূটনৈতিক বৈঠকের পরেও সীমান্ত সমস্যার পুরোপুরি সমাধান হয়নি। এই পরিস্থিতিতে লাদাখের সীমান্ত এলাকায় ভারতের দ্রুত পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং ২৮টি স্থানের নামকরণ বেজিংয়ের অসম্মতি যে কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে, তা বলাই বাহুল্য।

আমেরিকায় ইউনুসকে ঘিরে বিক্ষোভ

নিউ ইয়র্ক, ১৩ অক্টোবর : নিউ ইয়র্কে জন এফ কেনেডি (জেএফকে) আন্তর্জাতিক নিমানবন্দরে বিক্ষোভ ও হেনস্তার মুখে পড়লেন বাংলাদেশের প্রাক্তন অন্তর্ভুক্তি সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনুস। সোমবার দোহা থেকে কাতার এয়ারপোর্টের বিশানে তিনি নিউ ইয়র্কে পৌঁছেন। হুইলচেয়ারে করে টার্মিনাল ১ থেকে বেরোনোর সময় একদল প্রবাসী বাংলাদেশি তাঁকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন।

সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায়, ক্ষুব্ধ প্রবাসীরা ইউনুসকে উদ্দেশ্য করে ‘আপনি একজন স্বত্সাবাদী’ এবং ‘আপনি হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করেছেন’ বলে স্লোগান দিচ্ছেন। তিনি কেন আমেরিকায় এসেছেন, সেই প্রশ্নও তোলেন বিক্ষোভকারীরা। তাঁদের অভিযোগ, ইউনুসের আমলে বাংলাদেশের গণতন্ত্র ধ্বংস হয়েছে এবং অসংখ্য পুলিশকর্মীর প্রাণ গিয়েছে। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে নিরাপত্তারক্ষীরা দ্রুত ইউনুসকে উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যান। প্রধান উপদেষ্টার পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর পর এটাই তাঁর প্রথম বিদেশ সফর। বর্তমানে ইউনুসের হাতে গড়া গ্রামীণ ব্যাংকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির তদন্তের দাবি উঠেছে। বিক্ষোভ নিয়ে ইউনুসের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

স্বস্তি রাহুলের

নয়াদিল্লি, ১৩ অক্টোবর : রাফল চূড়ি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ‘কমভাগ-ইন-থিংক’ এবং ‘চোরো কে সদধি’ মন্তব্যের জেরে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে ফৌজদারি মানহানির মামলা চাচ্ছে নিম্ন আদালতে। মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্ট সেই মামলায় স্থগিতাদেশ জারি করেছে।বিচারপতি বিক্রম নাথ এবং বিচারপতি অপরেশ কুমার সিংয়ের বেষ্ট একটি নোটিশ জারি করে চার সপ্তাহের মধ্যে কেফিয়াত চলব করেছে। বিজেপি কর্মী মহেশ শ্রীশ্রীমাল অভিযোগ করেছিলেন, রাহুল যে মন্তব্য করেছিলেন তা অবমাননাকার এবং মোদির সম্মানহানি করেছেন তিনি। তিনি গিরগাঁওয়ের মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলা দায়ের করেছিলেন। তিনি এও অভিযোগ করেছিলেন, রাহুলের মন্তব্য প্রধানমন্ত্রী এবং বিজেপির সদস্যদের লক্ষ্য করেছে করা হয়েছে। সেই কারণে তাঁদের সম্মানহানি হয়েছে।

একটি ইউটার্ন ছিল।’ কংগ্রেস নেতার

কটাক্ষ, ‘সর্বস্তরের মানুষের দাবি ছিল ইউপিআই-এর ওপর থেকে এমডিআর পুরোপুরি প্রত্যাহার করা হোক। আজ ঘোষণা করা হয়েছে যে, ইউপিআই-এর ওপর এমডিআর, যা ১৫ অক্টোবর এমডিআর দিতে হবে। কিন্তু এই ঘোষণার পর থেকেই ব্যবসায়ীমহলে ব্যাপক ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। উৎসবের সময় এমনিতেই কেনাকাটা ও ডিজিটাল

ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হচ্ছে?’

প্রাথমিকভাবে ১৫ অক্টোবর থেকে ইউপিআই-এ মাশুল চালুর কথা ঘোষণা করা হয়। কেন্দ্র জানিয়েছিল, ২,০০০ টাকার বেশি লেনদেনের ক্ষেত্রে মার্চেন্টের ০.৪ শতাংশ হারে এমডিআর দিতে হবে। কিন্তু এই ঘোষণার পর থেকেই ব্যবসায়ীমহলে ব্যাপক ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। উৎসবের সময় এমনিতেই কেনাকাটা ও ডিজিটাল

লেনদেন বেশি হয়, তাই এই সময়ে মাশুল চাপালে ব্যবসায় ব্যাপক প্রভাব পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছিলেন তারা। সেই চাপেই আপাতত পিছু হটল মোদি সরকার। বিশেষজ্ঞদের মতে, ইউপিআই-এর দেশব্যাপী জনপ্রিয়তার অন্যতম মূল কারণই হল এর বিমামুল্যে পরিষেবা। এখন ব্যবসায়ীদের ওপর মাশুলের বোঝা চাপলে তা পরোক্ষভাবে সাধারণ ক্রেতাদের যাড়য়ে পড়বে।

দীপাবলির পরেই বসবে ইউপিআই চার্জ



শাহরুখের জন্মদিনে কিং-এর প্রথম বলক

২৪ ডিসেম্বর মুক্তি পাবে কিং। প্রধান চরিত্রে শাহরুখ খান, ভিলেন অভিনেয় বচন, প্রেম করার দায়িত্বে আছেন শাহরুখ-কন্যা সুহানা খান ও অভয় বর্মা। নির্মাতারা চাইছেন ২ নভেম্বর শাহরুখ খানের জন্মদিনে কিং-এর প্রথম বলক প্রকাশ করতে। এই বলক প্রকাশের একটি আনুষ্ঠানিক ঘোষণাও করবেন তাঁরা, তারিখ ঠিক হয়নি। ছবির গুরুত্বপূর্ণ অ্যাকশন দৃশ্যের শুটিং শুরু হয়েছে ১১ অক্টোবর, চলতি মাসের মাঝামাঝি এই অংশের শুটিং শেষ করে পরিচালক সিদ্ধার্থ আনন্দ একটি নাচের দৃশ্যের শুটিংয়ে মন দেবেন। এই দৃশ্যে থাকবেন সুহানা খান, তাঁর নাচের দক্ষতা এই গান থেকেই দেখতে পাবেন দর্শকরা। ছবিতে আছে চোখ ধাঁধানো ভিএফএক্স, এই বিভাগে কাজ করছে প্রোডাকশন টিম। সব মিলিয়ে এবারের খ্রিস্টমাস জমজমাট করে তুলতে প্রস্তুতি নিচ্ছে কিং বা শাহরুখ খান ও তাঁর টিম।

একনজরে সেরা

অভিনেতার মৃত্যু

টেক্সাসে প্রয়াত ব্রেকিং ব্যান্ড সিরিজের ওয়াশ্টার হোয়াইট জুনিয়ার অর্থাৎ আরজে মিত্তে। বয়স হয়েছিল ৩৪। মৃত্যুর কারণ জানা যায়নি। এটি আত্মহত্যার ঘটনা হতে পারে মনে করে তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ। শৈশবে সেরিরালা পলসিতে আক্রান্ত হয়েছিলেন। সেজন্যই শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য কাজ করেছেন। কেনেডি স্যুরেজের সঙ্গে তাঁর বাগদান হয়েছিল। শিল্পীমহলে শোকের ছায়া।

দুর্গা হোমা

৭৮ বছর বয়সে হোমা মালিনি দুর্গা হয়ে মঞ্চ মাতালেন। তেলেঙ্গানার আগরওয়াল সমাজের আত্মা ডাঙিয়া নবরাত্রি উদযাপনের জন্য ক্লাসিক কনভেনশনে এই অনন্য রূপে দেখা গেল অভিনেত্রীকে। অনুষ্ঠানের কিছু ছবি পোস্ট করেছেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। লিখেছেন তাঁর জনপ্রিয় ব্যালো দুর্গায় পারফর্ম করতে পেরে তিনি ধন্য। নেটজেন তাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

পিছোল স্পিরিট

ভমশি পাইডিপল্লি পরিচালিত সলমন খান অভিনীত ছবি মনস্টার ২০২৭ এর ইদের সময় মুক্তি পাবে, তারিখ ঠিক হয়নি। আবার, প্রভাসের স্পিরিট আসতে ৫ মার্চ। এই সংঘাতে দুটি ছবিরই বক্স অফিস ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, তাই স্পিরিট পিছিয়ে গেল। সম্ভবত ওই বছরের শেষের দিকে আসবে ছবিটি, তারিখ এখনও ঠিক হয়নি।

ফিরলেন বিপাশা

হনসল মেহতার ক্রাইম থ্রিলারে ৬ বছর পর আবার অভিনয়ে ফিরলেন বিপাশা বাসু। ওটিটি প্ল্যাটফর্মের জন্য নির্মায়মান ছবির নাম ঠিক হয়নি। ছবিতে দেখা যাবে বিশাল জেঠওয়া ও সানি কৌশলকে। ছবির শুটিং শুরু হবার কথা জানা গেল সম্প্রতি। সানি পুলিশ অফিসার হয়েছেন, বিপাশা ও বিশালের চরিত্র সম্বন্ধে জানা যায়নি।

অবসরের অমিতাভ

সম্প্রতি ৮৪-তে পা দিয়েছেন অমিতাভ বচন। এখনও কাজ করছেন, সে প্রসঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ‘আমি কৃতজ্ঞ যে এখনও কাজ করতে পারছি।’ এখানেই তিনি বলেছেন, ‘অনেকে আমাকে অবসর নেওয়াতে চাইছে। কেন নেব? আমি মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছি। এতগুলো বছর কেউ একজন কোনও জায়গা থেকে আমাকে বাঁচিয়ে চলেছে।’

বাবা হতে চান সলমন

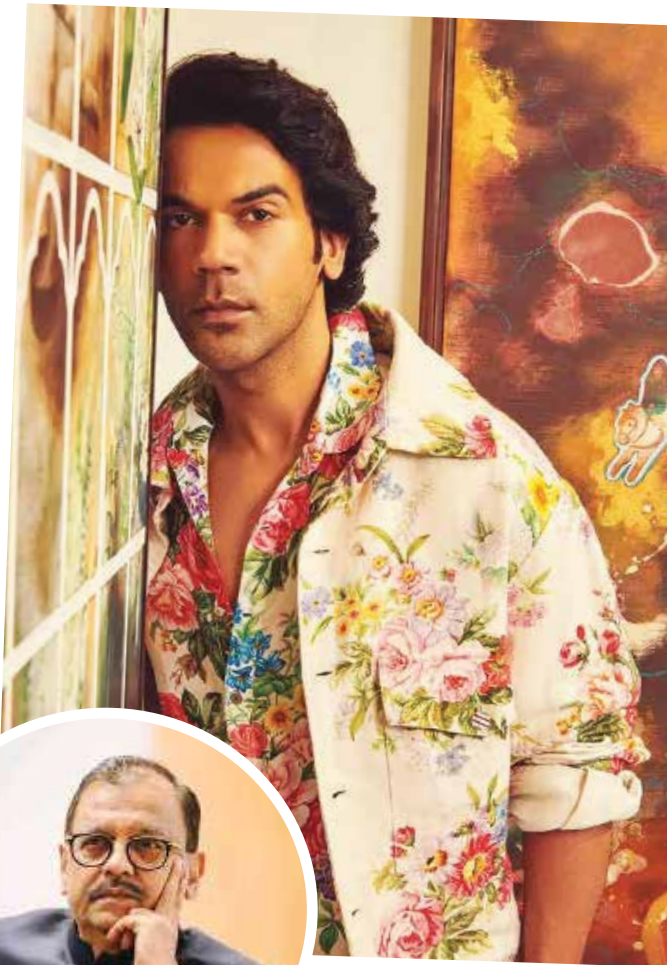


কফি উইথ করণ-এর শেষ সিজনের অতিথি সলমন খান। প্রথম পর্বের প্রোমো এসেছে, তাতে দেখা যাচ্ছে করণ ও সলমনের খনসূটির চমকদার মুহূর্ত। তাঁর বিয়ে, প্রেম, এখনও ভার্জিন কিনা—এসব নিয়ে প্রশ্ন তো হুঁড়েছেনই করণ, তার সঙ্গে এসেছে সলমনের নিজের সন্তানের কথা। সলমন তাঁর ভাইপো-ভাইবি, ভাগ্নে-ভাগ্নীদের ভালোবাসেন, তাদের সঙ্গে সময় কাটান। এরকম ছবি প্রায়ই দেখা যায়। এখানেই করণ প্রশ্ন করেন, যে মানুষটা ভাইপো-ভাইবিরদের এত ভালোবাসে সে কি নিজে বাবা হতে চায় না। তাতে সলমন বলেছেন তিনি বাবা হতে চান, নিজের সন্তান চান। নিজের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আরও কী বললেন তা জানতে চোখ রাখতে হবে কফি উইথ করণ-এ। দেখা যাবে জিও হটস্টার-এ, ১৪ অক্টোবর।

রাজকুমার কে? প্রশ্ন উজ্জ্বলের

দেশের সেলিব্রিটি আইনজীবী উজ্জ্বল নিকম। তাঁর বয়োপিক প্রহার, দ্য আনটোল্ড স্টোরি অফ উজ্জ্বল নিকম –এ নামভূমিকায় রাজকুমার রাও। এই উজ্জ্বল ২৬/১১-র মুহুর্তি বিস্মোদন সেরকার পক্ষের আইনজীবী ছিলেন, তাঁর সওয়ায়েলি বিস্মোদনগে ধৃত আজমল কাসভের ফাঁসি হয়। ইতিমধ্যে ছবির ট্রেলার দর্শকদের পছন্দ হয়েছে, রাজকুমার রাও প্রশংসা পাচ্ছেন। কিন্তু এই রাজকুমারকে উজ্জ্বল চিনতেন না।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে উজ্জ্বল বলেছেন, ‘ছবির পরিচালক অবিনাশ অরুণ যখন ছবির কথা আমাকে বলেন এবং জানান রাজকুমার রাও হবেন পদার উজ্জ্বল। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, অবিনাশজি, রাজকুমার কে?’ তারপর অবিনাশ রাজকুমার সম্বন্ধে উজ্জ্বলকে জানান। একদিন নিকম সেটে যান শুটিং দেখতে। তখনই রাজকুমারের সঙ্গে পরিচয় হয়। অভিনেতার কাজ সামনে থেকে দেখে তাঁর ভালো লাগে, বিশেষ করে তারকাসুলভ আচরণের বদলে অভিনেতার সাধারণ ব্যবহার তাঁর পছন্দ হয়। তার কথা, রাজকুমার একজন প্রকৃত অভিনেতা, আমার গুঁকে ভালো লেগেছে।’ তিনি দেখতে চেয়েছিলেন কীভাবে রাজকুমার তাঁর ব্যক্তিত্ব, কণ্ঠস্বর, কথা বলার ভঙ্গী, তাঁর রসবোধকে পায় তুলে ধরেন। এখানেও অভিনেতার কাজ তাঁর ভালো লেগেছে। রাজকুমার এর আগে শাহিদ, আলিগড়, শ্রীকান্তের মতো বয়োপিকে কাজ করেছেন।



উজ্জ্বল নিকমের বয়োপিক ছাড়াও সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বয়োপিক দাদা-তেও তিনি সৌরভের চরিত্র করছেন।

রবির প্রিক্যুয়েলের পরিচালক স্বয়ং স্ট্যালোন

রকি মানে সিলভেস্টার স্ট্যালোন, যে ফ্র্যাঞ্চাইজি তাকে বিশ্বজুড়ে সুপারস্টার, করে দিয়েছিল। এই ফ্র্যাঞ্চাইজি এবার সুবর্ণ জয়ন্তীতে পা রাখল। সেই রকির প্রিক্যুয়েলের কথা বলেছেন স্বয়ং সিলভেস্টার। এবার সিরিজ হিসেবে আসবে এটি, তার পরিচালনা করবেন তিনিই। এই কথা তিনি জানিয়েছেন এন্টারটেনমেন্ট উইকলিতে এক সাক্ষাৎকারে। তাঁর কথায়, ১৬ বছর বয়সী রকিকে নিয়ে এরকি সিরিজ বানানো যায়। এখানে রকির বাবা, মা, সৎ ভাইদের আনা হবে। দেখা যাবে রকি জীবনের এই অংশে কতটা লক্ষ্যহীনভাবে কাটিয়েছে। আজকের এই বয়সের ছেলেমেয়েদের জন্য এই ছবি একটা বিশেষ অভিজ্ঞতা নিয়ে আসতে পারে। অনেক দিন ধরেই তিনি প্রিক্যুয়েল সিরিজ বানাতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন কিন্তু ছবির প্রযোজক আরউইন টুঙ্কলার ছবির সন্ধু আটকে রেখেছিলেন। সেটির অধিকার তিনি ছেড়েছেন কিনা, স্ট্যালোন তা জানাননি। তবে প্রিক্যুয়েল বানানোর জন্য তিনি কিন্তু এখনও আগ্রহী। কিছুদিন আগেই জানা গিয়েছিল হলিউডে নতুন ছবি হচ্ছে নাম আই প্লে রকি, রকির সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে। এই উদ্যোগ। পিটার ফ্যারোলি ছবির পরিচালক, সিলভেস্টার স্ট্যালোনের চরিত্রে অ্যান্টনি ইপালিতো। এর অর্থ, রকি নিয়ে মেতে উঠেছে হলিউড ও বিশ্বের রকি এবংসিনেমাশ্রমীরা।



কেরালায় একেন ও দ্রুশ ৭

পুজোয় সুরেলা উপহার শিলিগুড়ির দম্পতির

তমালিকা দে

ক্লাস এইটে একটা সেকেন্ড হ্যান্ড গিটার হাতে নিয়ে যে সুরের সফর শুরু হয়েছিল, তা আজ পৌঁছে গিয়েছে টলিউডের প্ল্যামারাস লাইমলাইটে। শিলিগুড়ির রথখোলায় ছেলে অম্লান চক্রবর্তী এবং তাঁর স্ত্রী তথা গায়িকা সোহিনী সাহা— পুজোর আবহে কলকাতার বিনোদন জগতে এখন এই শিলিগুড়ির দম্পতির জোড়া আলো। একদিকে ‘দ্য একেন কেরালায় কুরুক্ষেত্র’-এর মতো বিগ বাজেটের ছবিতে মিউজিক ডিরেক্টরের গুরুদায়িত্ব অত্যন্ত সফলভাবে সামলেছেন অম্লান, অন্যদিকে ‘দেশ-৭’ ছবিতে ডান্স নাট্যর ‘নাচে রে নাচে সারা বাংলা’ গেয়ে বাজিমাত করেছেন সোহিনী। ইতিমধ্যেই গানটি ৩ মিলিয়ন ভিউজ পার করে ফেলেছে। দুর্গাপুজোর আবহে দুজনেই এখন নিজেরদের ছবির প্রচারে তুমুল ব্যস্ত। আর এর মাঝেই স্বামী না স্ত্রী— কার কাজ শ্রোতাদের মনে বেশি দাগ কেটেছে, তা নিয়ে টলিপাড়ায় চলছে জোর চর্চা।

২০১৪ সালে কলকাতার টলিপাড়ায় একেবারে ‘আউটসাইডার’ হিসেবে পা রেখেছিলেন অম্লান।

তবে হাল ছাড়ার পাত্র তিনি ছিলেন না। শিলিগুড়ি বরদাকান্ত বিন্দ্যাপীঠ থেকে স্কুলজীবন পেরিয়ে শিলিগুড়ি কমার্স কলেজে পড়াশোনা করেন। এরপর শিলিগুড়ি ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি থেকে এমবিএ করে কলকাতা ও দিল্লিতে কয়েক বছর কর্পোরেট চাকরিও করেছেন। কিন্তু টানটা বরাবরই ছিল সংগীতের প্রতি। ছোটবেলা থেকে বাবা-মায়ের সংগীতচর্চার পরিবেশ, ‘ব্যান্ডেমাভারম’-এ বিজয়ী হওয়া এবং ‘সিধু দা’-কে জীবনের নানা পদক্ষেপে পাশে পাওয়া অম্লানকে লড়াইয়ের রসদ জুগিয়েছে। যার গান শুনে বড় হয়েছেন, সেই ছোটবেলার আইডল অঞ্জন দত্তের সঙ্গেও কাজের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন তিনি। জনপ্রিয় ওয়েব সিরিজ ‘দুপুর ঠাকুরপো’-তে সংগীত পরিচালক হিসেবে কাজ করার পর অম্লানকে আর পছন্দে ফিরে তাকাতে হয়নি। নিজের এই জার্নি প্রসঙ্গে অম্লান বলছিলেন, ‘‘ওয়েব সিরিজের পর ‘ভিলেন’ নামে একটা বাংলা সিনেমায় প্রথম মিউজিক ডিরেক্টর হিসেবে কাজের সুযোগ পেয়েছিলাম। তারপর থেকে টলিউডের পাশাপাশি বলিউড এমনকি বাংলাদেশের সিনেমাতেও মিউজিক ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করছি। সিনেমা,



সিরিজ সব মিলিয়ে এখন পর্যন্ত ৭০টির উপরে কাজ হয়েছে।’ টলিউডে জমি শক্ত করা মুখের কথা নয়, তবে হার না মানা মানসিকতা নিয়ে ‘চিনি ২’, ‘চোরে

চোরে মাস্তুতো ভাই’, ‘ডাল বাটি চুরমা’, ‘অপারেশন সুন্দরবন’ সহ আরও অনেক ফিচার ফিল্মে তাঁর কাজ ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। এছাড়াও ওয়েব সিরিজ ও টেলিভিশন তো রয়েছেই।

অন্যদিকে সোহিনীর ক্ষেত্রে সংগীতচর্চা একেবারে বংশপরম্পরায় পাওয়া। বাবা কুন্দন সাহা ছিলেন সংগীত জগতের এক বিশিষ্ট ব্যক্তি। সেই সূত্রেই মাত্র পাঁচ বছর বয়সে দুর্দমনের ‘ছুটি ছুটি’ অনুষ্ঠানে শিশুশিল্পী হিসেবে গান গাওয়ার সুযোগ পান তিনি। সোহিনীর কথায়, ‘বাবার জন্য আমার সংগীত জগতের পরিচিতি ছোট থেকে। নিজেও গান খুব ভালোবাসি। শ্রেয়া ঘোষাল ও আশা ভোসলে আমার প্রিয় সংগীতশিল্পী।’ বহু সিরিয়ালের জিস্লেও গেয়েছেন সোহিনী। গত বছর ‘খাদান’ সিনেমায় তাঁর গাওয়া ‘ফিরাইয়া দাও’ গানটি শ্রোতাদের রীতিমতো মুগ্ধ করেছিল। তাঁর গায়কী নির্মাতাদের এতটাই পছন্দের যে, পরবর্তীতে ‘দেশ-৭’-এর মতো সিনেমায় ডান্স নাট্যর গাওয়ার সুযোগ আসে।

গানের জগতের এই দুই মানুষের দেখাও হয়েছিল সংগীতের আলোচনার মাধ্যমেই। তবে প্রেম থেকে বিয়ে পর্যন্ত গভ্রাতে সময় লেগেছিল মাত্র সাত মাস। কর্মসূত্রে বর্তমানে টলিগঞ্জে সংসার সাজালেও, মাটির টানে শিলিগুড়ি এখনও তাঁদের সবচেয়ে প্রিয় জায়গা। প্রতিবছর পুজোতে শিলিগুড়ি আসার চেষ্টা করেন তাঁরা। সোহিনী হাসতে হাসতে জানান, শিলিগুড়ি এসে প্রতিবারই বাড়তি কিছুদিন থাকার জন্য তাঁদের টিকিট ক্যানসেল করতে হয়। বাবা ও মা দুজনের কাজই মোবাইলে দেখা যাচ্ছে বলে দারুণ খুশি তাঁদের তিন বছরের মেয়ে আরাধা চক্রবর্তী। বায়না জুড়েছে রিলিজ হলে তাকেও সিনেমা হলে নিয়ে যেতে হবে। দুটো গানই একরঙার একেবারে মুগ্ধ। তাই সারাদিন বাড়িতেই আপনমনে সেসব আওড়াচ্ছে বুদে আরাধা।



পিতৃখলিতে পাথর, বিগ বস ছাড়লেন ঝিলম

নমিনেশন প্রক্রিয়া চলার সময়েই বিগ বস বাংলার প্রতিযোগী ঝিলম গুপ্তকে ঘর ছাড়তে বললেন বিগ বস। এই ঘটনায় অবাধ হয়েছেন দর্শকরা। অসুস্থ হয়েছেন ঠিক কথা, কিন্তু কী হয়েছে, কেউ জানতে পারল না। তার জন্য চর্চা শুরু হয়েছে। বিগ বস বলেছেন চিকিৎসকের পরামর্শ মেনেই ঝিলমকে চলে যেতে বলা হয়েছে। ঝিলমকে রীতিমতো কাদতে দেখা যায় সে সময়। পরে এক চিকিৎসকের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে এই চলে আসার কারণ জানিয়েছেন ঝিলমের বাবা। তিনি জানিয়েছেন, ‘মেয়ের পিতৃখলিতে পাথর বড় হয়ে গিয়েছে, খুব যন্ত্রণা হচ্ছে, তাই চিকিৎসকের কথাতাই ঝিলমকে বিগ বস-এর ঘর ছাড়তে হল। আপনি চিকিৎসক, তাই আপনাকে এ কথা বললাম। আমি ওর বাবা।’ ঝিলমের অনুরাগীদের যেমন দুঃখ হচ্ছে, তেমনি অনেকে তাঁর চলে যাবার জন্য বেশ খুশিও হয়েছেন। তাদের প্রতি কটাক্ষ করে ঝিলমের বাবা বলেছেন, ‘আপনি দুঃখ পেয়েছেন দেখে ভালো লাগল, অনেকে আনন্দ করছেন, তাদের শুভেচ্ছা জানাই।



১৫

ফালাকাটা সুভাষপল্লির তানিশা দাস নাসারির পড়ায়। পড়াশোনার পাশাপাশি আবৃত্তিতে দক্ষ। নৃত্য প্রতিযোগিতায় ইতিমধ্যেই বহু পুরস্কার পেয়েছে সে।

আমার শহর

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

A 9

১৪ অক্টোবর ২০২৬

৯



পেটপুজোর

জন্মজন্মট জায়োজন

উৎসবের দিনে আড্ডার সঙ্গে ভূরিভোজ না হলে বাঙালির পুজোই যেন অসম্পূর্ণ। জেন জেড থেকে প্রবীণ সদস্য, পরিবারের সবার রুচি সামলাতে প্রস্তুত শহরের হোটেল-রেস্তোরাঁ। ঐতিহ্যবাহী খাবারের সঙ্গে অন্য প্রদেশের পদের অফারে জমে উঠেছে শারদ ভূরিভোজ। পকেটসাশ্রয়ী কন্সো আর অ্যাসথেটিক সাজের আকর্ষণে ঠাকুর দেখার ফাঁকে রেস্তোরাঁগুলিতে ভিড় জমাচ্ছেন সব বয়সের মানুষ।



দামিনী সাহা

আলিপুরদুয়ার, ১৩ অক্টোবর : প্যাভেল প্যাভেলে দেবী দুর্গার আবাহনের সঙ্গে সঙ্গে আলিপুরদুয়ারজুড়ে শুরু হয়ে গিয়েছে পুজোর মজা, আনন্দ আর জন্মজন্মট আড্ডা। কোন দিন কোন প্যাভেল ডেস্টিনেশন হবে, সেটা যেমন আগে থেকে ভেবে রাখা হয়, তেমনি পুজোর কোন দিন কোথায় খাওয়াদাওয়া হবে, তা নিয়েও কম ভাবনাচিন্তা চলে না। বাঙালির উৎসবের সঙ্গে পেটপুজো যে অবিচ্ছেদ্য, তা বলাই বাহুল্য। ভোজনরসিক বাঙালির প্রতিটা প্রজন্মের কথা মাথায় রেখে শহরের রেস্তোরাঁগুলোতে তাই এখন সাজেসাজো রব।

এক ছাদের তলায় মিলছে ভাপা ইলিশ, মাটন কথা থেকে কাশ্মীরি রোগানজোশ, চাইনিজ খাবার, খোসা কিংবা খোকলা। স্টার্টার থেকে মেইন কোর্স, একাধিক পদের পাশাপাশি থাকছে পকেটসই কফিও। পুজোর খাওয়াদাওয়া নিয়ে তরুণ প্রজন্মের উৎসাহ বরাবরই বেশি। বন্ধুদের সঙ্গে ঠাকুর দেখা, আড্ডার পর পছন্দের রেস্তোরাঁর কবজি ডুবিয়ে খাওয়াদাওয়া, এক কথায় পুজো 'স্টেড'। অনেকটা এরকমই প্ল্যান শহরের তরুণী প্রিয়াংকা সেনের। বছরের অন্য সময় কড়া ডায়েট

খাদ্যরসিকের কথা

পুজোয় ঠাকুর দেখে যদি মনোমতো খাওয়াদাওয়াই না হল, তাহলে কীসের উৎসব! বিশেষ করে এই সময়ে ইলিশ ভাপার গন্ধে মন উড় উড় করে। বাঙালি খাবারের পাশাপাশি অন্যান্য রাজ্যের খাবারও চেষ্টা দেখতে চাই।

প্রিয়াংকা সেন

মেনে চললেও পুজোয় নৈব নৈব চ। পার্ক রোডের মোড়ে দাঁড়িয়ে এদিন বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডার ফাঁকে হেসে বললেন, 'পুজোয় ঠাকুর দেখে যদি মনোমতো খাওয়াদাওয়াই না হল, তাহলে কীসের উৎসব! বিশেষ করে এই সময়ে ইলিশ ভাপার গন্ধে মন উড় উড় করে। বাঙালি খাবারের পাশাপাশি অন্যান্য রাজ্যের খাবারও চেষ্টা দেখতে চাই।'

কথা হচ্ছিল পার্ক রোডের একটি রেস্তোরাঁর কর্ণধার সৈকত রায়ের সঙ্গে। তিনি জানান, এবারে তাঁদের পুজো স্পেশাল বিশেষ মেনুতে বিভিন্ন রকমের ভেজ-নন ভেজ খালি তো থাকছেই। সঙ্গে থাকছে ভাপা ইলিশ, মাটন রোগানজোশ, বিরিয়ানি এবং বিভিন্ন ধরনের চাইনিজ খাবার। অন্যদিকে, তরুণদের পছন্দের কথা মাথায় রেখে থাকছে বোবা টি-ও। ফ্রায়েড রাইস-চিলি চিকেন কিংবা বাসন্তী পোলো-মাটন কষার মতো কন্সো মিলবে ৩০০ থেকে ৫০০ টাকার মধ্যে।

অন্যদিকে, শহরের মাধব মোড়ের একটি রেস্তোরাঁয় উত্তর ভারতীয় এবং চাইনিজ খাবারের সম্ভার নিয়ে প্রস্তুত ব্যবসায়ীরা। রেস্তোরাঁর কর্ণধার তারক ভোমিকের কথায়, '১৮ বছর ধরে এই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত রয়েছি। পুজোর সময় বরাবরই নান, কুলচা, মিক্সড ফ্রায়েড রাইস, মিক্সড চাউমিন, চিকেন আঙ্গার, চিলি চিকেন এবং পনিরের বিভিন্ন পদের চাহিদা থাকে। সেই কথা মাথায় রেখে এবারও বিভিন্ন ধরনের জনপ্রিয় খাবারের প্রস্তুতি চলছে।' তাঁর রেস্তোরাঁয় প্রায় ২০০ থেকে ৮০০ টাকার মধ্যে মিলবে বিভিন্ন পদ।

তবে পুজোর খাদ্যতালিকায় জায়গা করে নিচ্ছে গুজরাটি থেকে দক্ষিণ ভারতীয় পদও। খাদ্যপ্রেমীদের এই চাহিদার কথা মাথায় রেখে জংশনের সাউথ ইন্ডিয়ান স্টল মালিক প্রভাস সাহাও প্রস্তুতিতে কমতি রাখেননি। তিনি বললেন, 'সব বয়সের মানুষের কাছেই এখন ধোসা একটা হেলদি অপশন। সাধারণ মশলা ধোসা, চিজ-পনির

ধোসা, মচমচে ইডলি ও মেদু বড়ার পাশাপাশি এবার আমাদের বিশেষ আকর্ষণ গুজরাটি ধোকলা ও দইবড়া। দামও রাখা হয়েছে সকলের নাগালে, ২০ টাকা থেকে ১৩০ টাকার মধ্যে।'

খাবারের এত বৈচিত্র্যে খুশি শিক্ষিকা অনামিকা রায়। তাঁর কথায়, 'বাড়ির ছোটদের পছন্দ চাইনিজ কিংবা উত্তর ভারতীয় খাবার। আবার বড়দের অনেকে বাঙালি পদ খেতে বেশি পছন্দ করেন। এক জায়গায় এত রকম খাবার পাওয়া গেলে সুবিধা হয়।'

একই কথা বললেন আরেক শহরবাসী উৎপল দত্ত। ওই ব্যবসায়ীর মতে, পুজোর খাবারের এই বৈচিত্র্য বিভিন্ন প্রজন্মের পছন্দকে এক স্তোত্রায় বর্ধছে। একদিকে পকেট সাশ্রয়ী হালকা খাবার, অন্যদিকে পেট ভরানোর মতো ভারী খাবারের সকলের মন মজে।

তবে শুধু বিভিন্ন ধরনের খাবারের সমাহার দিয়েই তরুণ প্রজন্মকে আকর্ষণ করা যাচ্ছে না। রেস্তোরাঁর সাজসজ্জাতেও বাঙালিয়ানার ছোঁয়া রাখতে উদ্যোগী হয়েছে শহরের একাধিক হোটেল-রেস্তোরাঁ। কোথাও সার্বকি বাঙালি ঘরানার সাজ, কোথাও দুর্গাপুজোর থিমে অন্দরসজ্জা, আবার কোথাও আলোকসজ্জায় ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে শারদোৎসবের আবহ। ফলে পুজোর মরশুমে রসনাভুঞ্জির পাশাপাশি বাঙালির চিরন্তন উৎসবের আমেজও উপভোগ করতে পারবেন ক্রেতারা।

পুজোর মরশুমে আলিপুরদুয়ারের রেস্তোরাঁগুলোতে বাঙালির চিরকালীন ভূরিভোজের সঙ্গে মিলছে দেশজুড়ে নানা

ব্যবসায়ীর কথা

সব বয়সের মানুষের কাছেই এখন ধোসা একটা হেলদি অপশন। সাধারণ মশলা ধোসা, চিজ-পনির ধোসা, মচমচে ইডলি ও মেদু বড়ার পাশাপাশি এবার আমাদের বিশেষ আকর্ষণ গুজরাটি ধোকলা ও দইবড়া।

- প্রভাস সাহা

স্বাদের হাতছানি। ঠাকুর দেখার ফাঁকে পছন্দের খাবারে কামড় বসিয়ে উৎসবের আনন্দকে আরও জমিয়ে নিতে তৈরি শহরের খাদ্যপ্রেমীরা।

হবে কমিউনিটি টয়লেট

ফালাকাটা, ১৩ অক্টোবর : ফালাকাটা রেলের বিভিন্ন এলাকায় প্রায় ২৪২টি কমিউনিটি টয়লেট বানাবে রুক প্রশাসন। এর জন্য টেন্ডারও দেওয়া হয়েছে। পুজোর পরে কাজ শুরু করা হবে বলে পঞ্চায়েত সমিতি সূত্রে জানা গিয়েছে। যদিও ফালাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অমরনাথ রায়কে এ বিষয়ে ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। ফলে তাঁর প্রতিক্রিয়া মেলেনি। তবে বিজেপির ফালাকাটা বিধানসভা সংযোজক জয় সুব্রধর বলেন, 'আমরা রুক প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে জানতে পেরেছি ২৪২টি কমিউনিটি টয়লেট হচ্ছে ফালাকাটায়। এর জন্য প্রায় ৫ কোটি ৫ লক্ষ টাকার টেন্ডারও দেওয়া হয়েছে।'

শিল্পীদের ভাতা বৃদ্ধির দাবি

আলিপুরদুয়ার, ১৩ অক্টোবর : পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী ও লোকশিল্পী সংঘ এবং পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ আলিপুরদুয়ার জেলা কমিটির উদ্যোগে মঙ্গলবার লোকশিল্পের ক্রমবর্ধমান অবক্ষয় এবং শিল্পীদের আর্থিক দুর্বস্থা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে প্রশাসনের দ্বারস্থ হলেন লোকশিল্পীরা। এদিন তারা জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এবং জেলা শাসকের কাছে একটি স্মারকলিপি দেন। বর্তমান সময়ে লোকপ্রসার প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত শিল্পীদের যথাযথ সুযোগ ও আর্থিক সহায়তা নিশ্চিত করা সহ শিল্পীদের ভাতা বৃদ্ধি, নিয়মিত অনুষ্ঠান এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানোর দাবি জানানো হয়েছে।

বস্ত্র বিতরণ

আলিপুরদুয়ার, ১৩ অক্টোবর : উৎসবের মরশুমে মঙ্গলবার বীরগায়ায় একটি মেছাসেবী সংগঠনের উদ্যোগে বস্ত্র বিতরণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়ে। এ দিন সেই অনুষ্ঠানে ৫০ জন দুঃস্থের হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দেন সংগঠনের সদস্যরা।

জরুরি তথ্য

মজুত রক্ত

মঙ্গলবার বিকেল ৫টা অবধি

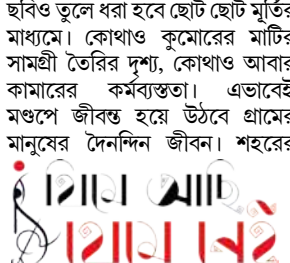
■ আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল (পিআরবিসি)	
এ পজিটিভ	- ৮
বি পজিটিভ	- ১
ও পজিটিভ	- ১০
এবি পজিটিভ	- ২
এ নেগেটিভ	- ০
বি নেগেটিভ	- ০
ও নেগেটিভ	- ১৫
এবি নেগেটিভ	- ১
■ ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল	
এ পজিটিভ	- ১
বি পজিটিভ	- ২

শহরের মাঝে পল্লিমঙ্গলে যেন এক টুকরো গ্রাম

দামিনী সাহা

আলিপুরদুয়ার, ১৩ অক্টোবর : শহরের বাস্তবতা খুব কাছেই গ্রামবাংলার চেনা ছবি। মাটির ঘর, খড়ের ছাদ। আপন মনে কাজ করে চলেছেন কুমার ও কামার। সৌজন্যে আলিপুরদুয়ার জংশনের পল্লিমঙ্গল সংঘ। এবছরের দুর্গাপুজোয় তাঁদের মণ্ডপে এমনই গ্রামের পরিবেশ তুলে ধরার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সেই ভাবনাকে বাস্তব রূপ দিতে এখন শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত উদ্যোক্তারা।

মাটির ঘর আর খড়ের ছাদিনতে মণ্ডপ সাজিয়ে তোলা হচ্ছে। শুধু গ্রামের বাড়িঘর তৈরি করেই থেমে থাকছেন না উদ্যোক্তারা। গ্রামীণ অর্থনীতি ও কর্মসংস্কৃতির পরিচিত ছবিও তুলে ধরা হবে ছোট ছোট মূর্তির মাধ্যমে। কোথাও কুমারের মাটির সামগ্রী তৈরির দৃশ্য, কোথাও আবার এরোগে তার ঐতিহ্য ও কর্মসংস্কৃতিতে মণ্ডপের মাধ্যমে নতুন করে তুলে ধরার চেষ্টা করছেন তাঁরা। পুজোর প্রতিমা ও মণ্ডপের আয়োজনেও থাকছে বিশেষ। ক্লাব সদস্য সুমন দত্ত জানান, পঞ্চমীতে পুজোর উদ্বোধন হবে। প্রায় সাড়ে ১৪ ফুট উচ্চতার প্রতিমা তৈরি করা হচ্ছে। অন্যদিকে, প্রায় ৪০ ফুট উচ্চতার মণ্ডপ তৈরি করা হচ্ছে। এবারের পুজোর বাজেট প্রায় সাত লক্ষ টাকা। প্রতি বছরই দর্শনাথীদের আকর্ষণ কাড়তে নানা নতুন ভাবনা নিয়ে হাজির হয় পুজো কমিটিগুলি। সেই প্রতিযোগিতার নজর কাড়তে পল্লিমঙ্গল সংঘ কতটা সফল হয়, সেটাই এখন দেখার।



বুকে দাঁড়িয়েই দর্শনাথীরা ফিরে যেতে পারবেন গ্রামবাংলার চেনা পরিবেশে, সেই লক্ষ্যেই এই আয়োজন। বর্তমানে মণ্ডপ তৈরির কাজ প্রায় শেষ পধ্যায়। এখন পুজোর দিনগুলিতে দর্শনাথীদের কাছে এই গ্রামীণ পরিবেশ কতটা আকর্ষণীয় হয়ে

ওঠে, সেদিকেই নজর উদ্যোক্তাদের। তাঁদের মতে, আধুনিকতার ছোঁয়ায় গ্রামবাংলার জীবনযাত্রায় পরিবর্তন এসেছে তার ঐতিহ্য ও কর্মসংস্কৃতিতে মণ্ডপের মাধ্যমে নতুন করে তুলে ধরার চেষ্টা করছেন তাঁরা। পুজোর প্রতিমা ও মণ্ডপের আয়োজনেও থাকছে বিশেষ। ক্লাব সদস্য সুমন দত্ত জানান, পঞ্চমীতে পুজোর উদ্বোধন হবে। প্রায় সাড়ে ১৪ ফুট উচ্চতার প্রতিমা তৈরি করা হচ্ছে। অন্যদিকে, প্রায় ৪০ ফুট উচ্চতার মণ্ডপ তৈরি করা হচ্ছে। এবারের পুজোর বাজেট প্রায় সাত লক্ষ টাকা। প্রতি বছরই দর্শনাথীদের আকর্ষণ কাড়তে নানা নতুন ভাবনা নিয়ে হাজির হয় পুজো কমিটিগুলি। সেই প্রতিযোগিতার নজর কাড়তে পল্লিমঙ্গল সংঘ কতটা সফল হয়, সেটাই এখন দেখার।

ফাটা পাইপে দূষিত জলে ভোগান্তি

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ১৩ অক্টোবর : দীর্ঘদিন ধরে ফেটে রয়েছে জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের পানীয় জলের পাইপ। সেই ফাটা অংশ নিয়ে রাস্তার আবর্জনা মিশছে জলে। আর সেই জল পান করে ঘরে ঘরে পেটের সমস্যা। পুজোর আগে এই পরিস্থিতি নিয়ে বেজায় ক্ষুব্ধ দক্ষিণ ফালাকাটার বাসিন্দাদের একাংশ। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে, বাসিন্দাদের একাংশ চিকিৎসার জন্য দক্ষিণ ভারতেও ছুটে গিয়েছেন। শিশু থেকে তরুণ, এমনকি প্রবীণ, বাদ যাননি কেউ। সাধারণ মানুষ যোড়তর সমস্যায় পড়লেও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের পাইপলাইন সারানোর ঝঁপ নেই বলে অভিযোগ। স্বাভাবিকভাবেই পানীয় জল পরিষেবা নিয়ে পুরসভা এবং পিএইচই-র ওপর বাতৈরিক মানুষ। বিষয়টি নিয়ে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার ধীরাজ মণ্ডলকে ফোন করা হলেও তিনি ধরেননি।



পুরসভা জানানো।' দক্ষিণ ফালাকাটার অন্যতম এলাকা ১৪ এবং ১৬ নম্বর ওয়ার্ড। ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের অনেকটা অংশ এই এলাকায় পড়ে। ফালাকাটার মূল ব্যবসায়িক কেন্দ্রও এই এলাকা। বাসিন্দাদের বেশিরভাগই মধ্যবিত্ত এবং দুঃস্থ হওয়ায় তাঁদের সরকারি পানীয়

নীচেই ফেটে আছে। সেখান থেকেও জল অপচয় হচ্ছে। দক্ষিণ ফালাকাটার বেশিরভাগ এলাকাতেই একাধিক জায়গায় পিএইচইর পানীয় জলের পাইপলাইনে ফাটল দেখা দিয়েছে। ফালাকাটা হাটখোলা, মহাশ্মশান, যাদবপল্লি, মশলাপাট্টি এলাকায় পাইপলাইনে ফাটল লক্ষ করা

গিয়েছে। মহালাপাড়ার বিক্রম সুব্রধর বলেন, আমাদের বাড়িতে পিএইচই দপ্তরের পাইপের সংযোগ রয়েছে। কিছুদিন ধরে দেখছি এই পাইপ দিয়ে নোংরা জল বের হচ্ছে। বিকল্প ব্যবস্থার অভাবে বাধ্য হয়ে সেই জলই পান করছি। তারপর থেকে পেটের সমস্যায় ভুগছি।

সাধন সাহা নামে আরেক বাসিন্দা বলেন, এলাকায় কিছু জায়গায় পাইপলাইন ফেটে রয়েছে। এলাকার কয়েক হাজার বাসিন্দার বাড়িতে লাগানো কল থেকে ওই অবর্ণিত মিশ্রিত জলই আসছে। আর তা পান করে পেটের রোগ হচ্ছে। তাঁদের দাবি, শরীরে একাধিক সমস্যা জলা দিয়েছে অনেকে। এমনকি ওই জল থেকে দাঁত এবং চর্ম রোগের সমস্যাও দেখা দিয়েছে। ফলে যাদবপল্লি স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে দক্ষিণ ফালাকাটার রোগীদের ভিড় বাড়ছে। তাই পাইপলাইন সারানোর দাবি তুলেছেন তাঁরা।

প্রাথমিক শিক্ষা পর্বদে দুই সদস্য

ফালাকাটা, ১৩ অক্টোবর : পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্বদের নতুন সভাপতি হলেন কাটোয়া কলেজের অধ্যাপক রবিরঞ্জন সেন। সভাপতির নাম ঘোষণার পাশাপাশি মঙ্গলবার প্রাথমিক শিক্ষা পর্বদের ১২ জন নতুন সদস্যের নামও জানানো হয়েছে। এই ১২ জনের মধ্যে রয়েছেন আলিপুরদুয়ারের দুই শিক্ষক। তাঁদের মধ্যে একজন পারপাতলাখাওয়া প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক পার্থ অধিকারী। অন্যজন হলেন অসীমকুমার দাস। তিনি বিদ্যাপাড়া বিএফপি স্কুলের শিক্ষক। স্কুল শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মণ বলেন, 'প্রাথমিক শিক্ষা পর্বদের সভাপতি সহ ১২ জন নতুন সদস্য নিয়োগিত হয়েছেন। আশা করছি, তাঁদের নেতৃত্বে প্রাথমিক শিক্ষা এক নতুন উচ্চতায় উপনীত হবে।'

বিক্ষোভ

ফালাকাটা, ১৩ অক্টোবর : মঙ্গলবার ছিল সারা বাংলা দাবি দিবস। এদিন সারা বাংলা বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতির তরফে ছয় দফা দাবিতে ফালাকাটা বিদ্যুৎ দপ্তরের অফিসে বিক্ষোভ দেখানো হল। বিক্ষোভ দেখানোর পাশাপাশি পথসভারও আয়োজন করা হয়েছিল। সভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের আলিপুরদুয়ার জেলা সম্পাদক পীযুষকান্তি শর্মা সহ প্রমুখ। পরে সংগঠনের সদস্যরা ছয় দফা দাবিতে স্টেশন ম্যানেজারকে রাজ্যের প্রতিশ্রুতিমতো গৃহস্থে ২০০ ইউনিট ও কৃষিতে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ প্রদান করা, ক্ষুদ্রশিল্পে বর্ধিত মিনিমাম চার্জ ও ফিল্ড চার্জ প্রত্যাহার, স্মার্ট মিটার না লাগানোর দাবিতে স্মারকলিপি দেন।



আড়ালে মা। উদ্বোধনের অপেক্ষায় অরবিন্দ নগরের সিএসএ ক্লাবের পুজো। মঙ্গলবার। ছবি : আয়ুখান চক্রবর্তী।

অনুমতি ছাড়াই বিজ্ঞাপনী তোরণ

ক্লাবের লক্ষ্মীলাভ, পুরসভার হাত খালি

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১৩ অক্টোবর : বুলি ভরছে পুজো কমিটির, শূন্য হাতে পুরসভা! সৌজন্যে 'স্পনসরশিপ মডেল'।

বিভিন্ন পুজোমণ্ডপে টোকার পথ এখন ছেয়ে গিয়েছে বড় বড় আলোকতোরাশে। রয়েছে বিজ্ঞাপনী তোরাণও। রাস্তার এক পাশ থেকে আরেক পাশ অবধি বিশাল বিশাল সেই তোরাণ বসাতে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কোম্পানি থেকে মোটা টাকা নিয়েছে ক্লাবগুলি। দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে এটাই স্পনসরশিপ মডেল। আলিপুরদুয়ার শহরের বিএফ রোড দিয়ে এগোলেই মন বলে 'পুজো এসে গেছে'। এ পর্যন্ত সাধারণ মনে হলেও গোটাটা এরপরই।

অভিযোগ, রাস্তা দখল করে কমিটিগুলো বিজ্ঞাপনী তোরাণ লাগালেও তাতে পুরসভার খাতে কোনও টাকা জমা পড়েনা। এমনকি, পুরসভাকে অন্ধকারে রেখে, অনুমতি না নিয়েই তারা মণ্ডপের প্রবেশপথে একাধিক বিজ্ঞাপনী তোরাণ বসিয়েছে। আর এই নিয়ে আলিপুরদুয়ারে তৈরি হয়েছে জোর বিতর্ক। পুরসভার অনুমতি ছাড়া কি এই তোরাণ লাগানো যায়? মঙ্গলবার বিভিন্ন ক্লাব ও পুজো কমিটিকে এই প্রশ্ন করা হলে তারা দেখিয়ে দিচ্ছে জেলা প্রশাসনকে।

শহরের ১১ হাত কালীবাড়ি এলাকার মিলন সংঘের দুর্গাপুজো কমিটির যুগ্ম সম্পাদক গৌতম দাসের কথায়, 'প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠকে আমাদের জানানো হয়, রাস্তার ওপর তোরাণ লাগানো যাবে। কোন সীমানায়

তোরাণ করা যাবে, রাস্তার কোন জায়গা ফাঁকা রাখতে হবে— সেই নির্দেশ দেওয়া ছিল। সেই মতোই তোরাণ তৈরি হয়েছে।' প্রশাসন কি আলোকসজ্জার তোরাণ লাগানোর অনুমতি দিয়েছে, নাকি বিজ্ঞাপনের তোরাণের? এই প্রশ্ন করলে ওই পুজো উদ্যোক্তারা জানান, এই নিয়ে নির্দিষ্ট কিছু বলা হয়নি।



শহরের বিএফ রোডে দেখা যাচ্ছে এরকমই বিজ্ঞাপনের তোরাণ।

শান্তিনগরের উপলমুখর ক্লাবের সদস্য শুভম সরকারের আবার এই নিয়ে বক্তব্য, 'গত বছরগুলোয় ওই তোরাণগুলো আমাদের পুজোর মাঠে থাকত। তবে যে জায়গায় আলোর তোরাণ বসানো হত, সেই জায়গাগুলো এবার ফাঁকা। সেখানে আলোকতোরাণ বসানো হচ্ছে না। তাই বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে।' পুরসভার থেকে অনুমতি না নিয়ে এবং পুরসভাকে কোনও কর না দিয়ে তোরাণ লাগানোর ঘটনায় ক্রুদ্ধ আধিকারিকরা। এদিন এই

জানা গিয়েছে, শহরের রাস্তায় ওই ধরনের বিজ্ঞাপনের একটি তোরাণ বসানো হলে দিনপ্রতি পুরসভাকে ১ হাজার টাকা করে দিতে হয়। তবে সেটা হচ্ছে না। শহরের বিভিন্ন ক্লাব একাধিক তোরাণ তৈরি করে শহরের রাস্তায় লাগিয়ে রেখেছে। দশমী পর্যন্ত তো সেগুলো থাকবেই। সঠিক নিয়মে পুরসভার অনুমতি নিয়ে তোরাণ লাগানো হলে কয়েক লক্ষ টাকা পুরসভার তহবিলে জমা পড়ার সম্ভাবনা ছিল। তবে তা না হওয়ায় বিতর্ক তৈরি হয়েছে।

পুজো প্যাভেলের নিরাপত্তায় নজর

আলিপুরদুয়ার, ১৩ অক্টোবর : পুজো প্যাভেলের নিরাপত্তা সংক্রান্ত নির্দেশিকা আগেই দেওয়া হয়েছিল। মঙ্গলবার বিকেলে বিগ বাজটের পুজো প্যাভেলের নিরাপত্তা খতিয়ে দেখলেন পুলিশকর্তারা। বিশেষ করে পুজো প্যাভেলের প্রবেশ ও প্রস্থান পথ কতটা চওড়া, তা দেখা হয়। এ ছাড়া অগ্নিনিবৃত্তি ব্যবস্থা কেমন রয়েছে, তা সবগুণে খতিয়ে দেখেন পুলিশকর্তারা।

মঙ্গলবার থেকে বিগ বাজটের পুজোর উদ্বোধনকে কেন্দ্র করে দর্শনাথীদের ভিড় বাড়ছে। ফলে তার আগেই জনসমাগম বেশি হয় এমন পুজো প্যাভেলগুলি এদিন পরিদর্শন করেন পুলিশকর্তারা। আলিপুরদুয়ার জংশন যুব সংঘ কালীবাড়ি, বেলতলা পুজো কমিটির পুজো, আলিপুরদুয়ার দুর্গাবাড়ি পুজো প্যাভেল এলাকা যুরে দেখা হয়।

এদিন ওই পরিদর্শনে ছিলেন আলিপুরদুয়ারের পুলিশ সুপার অমিতকুমার সাউ, ডিএসপি (ট্রাফিক) শান্তনু তরফদার, আলিপুরদুয়ার থানার আইসি অনিবার্ণ ভট্টাচার্য, আলিপুরদুয়ার জংশন ফুটরি গুসি সোনা লামা সহ অন্য পুলিশকর্তারা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, পুজো কমিটিগুলিকে দর্শনাথীদের ভিড় সামাল দেওয়ার জন্য উপযুক্ত রুটম্যাপ তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে অষ্টমী ও নবমীর দিন ভিড় সামাল দেওয়ার জন্য কী ব্যবস্থা করা হয়েছে, তা শোনা হয় পুজো কমিটিগুলির থেকে। এ ছাড়া গত বছর কোন প্যাভেলে দর্শনাথীদের ভিড় বেশি হয়েছিল, কোন রুট ধরে দর্শনাথীদের যাতায়াত বেশি হয়েছে, সে সবও দেখা হয়। পুজো প্যাভেলে থাকা



আলিপুরদুয়ার জংশন স্টেশনের ফুটরিজে বাইক ও টোটোর দৌরাখ্য বৃদ্ধি পায়। ফুটরিজের অবস্থা দুর্বল হওয়ায় দর্শনাথীদের সতর্ক করা হয়েছে। আলিপুরদুয়ার জংশন স্টেশনের ফুটরিজে দিয়ে সহজেই যুব সংঘ কালীবাড়িতে যাতায়াত করা যায়। রেললাইন বা লেভেল ক্রসিং গেট পারাপারের ঝুঁকি থাকে না। এবার ফুটরিজে বিধিনিষেধ থাকবে বলে জিআরপি সূত্রে খবর। সন্ধ্যার পর থেকে বাইক ও টোটো চলাচলেও বিধিনিষেধ থাকবে। তবে নির্দেশিকা মেনে হেঁটে যাতায়াত করতে পারবেন দর্শনাথীরা।

পুলিশ ও প্রশাসনের নির্দেশিকা মেনে চলার আশ্বাস দিয়েছেন পুজো কমিটির কতারা। আলিপুরদুয়ার দুর্গাবাড়ির পুজো কমিটির কোষাধ্যক্ষ পরিতোষ বিশ্বাস বলেন, 'দুর্গাবাড়ির পুজোয় জনসমাগম বেশি হয়। তাই প্রশাসনের নির্দেশিকা মেনে চলা হয়।'

সামিদের ভরসায় জয়ের স্বপ্ন বাংলার

দিল্লি-২৪০ ও ১০১/৩
বাংলা-৪২৯
(তৃতীয় দিনের শেষে)

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কল্যাণী, ১৩ অক্টোবর : থমথমে মুখচোখ। শরীরিভাষায় একরাশ হতাশা। বিরক্তিও।

তৃতীয় দিনের খেলা শেষ হতেই কল্যাণীর বাংলা ক্রিকেট অ্যাকাডেমি মাঠের সাজঘরের সামনের বারান্দা থেকে হনহন করে হেঁটে মাঠের মধ্যে ঢুকে পড়লেন কোচ লক্ষ্মীরতন গুপ্তা।

দলের ক্রিকেটারদের আলাদাভাবে ডেকে নিলেন। অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরশের সঙ্গে টুকটাক কথা বললেন। আর তারপরই মহম্মদ সামি (১৮/০), আকাশ দীপ (১৫/১), মুকেশ কুমারদের (১৭/১) নিয়ে বৈঠক শুরু করে দিলেন। কল্যাণীর মাঠের বাইশ গজ নিয়ে প্রথম দিনের খেলার



আকাশ দীপের শর্ট বলে বৃকে আঘাত পেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন দিল্লির যশ ধূল। মঙ্গলবার কল্যাণীতে রনজি ট্রফির মাঠে।

শেষেই বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিলেন সামি। তার পর্যবেক্ষণ যে ভুল ছিল না, আজ তৃতীয় দিনের খেলায় বারবার তা প্রমাণ হয়েছে।

সময়ের সঙ্গে কল্যাণীর ‘ডাবল পেসড’ বাইশ গজ আরও মন্থর হয়েছে। কিছু ডেলিভারি নীচুও হয়েছে। সঙ্গে অমির গনি, প্রদীপ্ত প্রামাণিকের মতো স্পিনাররা টার্নও পেয়েছেন। গতকালের ৩০৪/৩ থেকে শুরু করে আজ সুদীপকুমার ঘরমি (১৩৩) ও অভিষেক পোড্ডেল (১৪৯) খুব বেশি সময় থাকতে পারেননি উইকেটে। তারা ফেরার পর সুনন্ত গুপ্ত (৫০) ব্যাট হাতে দলকে ভরসা দিয়েছেন।

বাকিদের কেউই ব্যাট হাতে বড় রান পাননি। শেষ পর্যন্ত ৪২৯ রানে শেষ হয় বাংলার প্রথম ইনিংস। ১৮৯ রানে পিছিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে মন্থর ও হতাশার ব্যাটিং দিল্লির। তৃতীয় দিনের শেষে দিল্লির স্কোর ১০১/৩। এখনও ৮৮ রানে এগিয়ে থাকা বাংলা কাল

সরাসরি দিল্লি দখলের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে। আর সেই স্বপ্নপুরণের পথে ভরসা হিসেবে রয়েছেন সামি-আকাশ-মুকেশরা।

শেষ বিকেলের কল্যাণী আজ জমজমাট। একদিকে বাংলা বনাম দিল্লির চলতি রনজি ম্যাচ নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে আগ্রহ তো রয়েছেই। তার মধ্যেই বেশ কিছু

রনজি ট্রফি শুরু হয়ে যাওয়ার পর পূজোর কথা কি আর আলাদাভাবে ভাবা যায়। আগামীকাল বাকি থাকা সাত উইকেট দ্রুত নিতে হবে আমাদের। আমাদের বোলাররা আগামীকাল কী করে, তার উপরই এখন ম্যাচের ভাগ্য নির্ভর করে রয়েছে।

-লক্ষ্মীরতন গুপ্তা

পূজোর উদ্বোধনও হয়ে গিয়েছে। ফলে কল্যাণীর সাধারণ মানুষ ইতিমধ্যেই পূজোর আমেজে ঢুকে পড়েছে। বাংলা দলের অন্দরে এখনও সেই পূজো পূজো ব্যাপারটা নেই। বুধবার দিল্লির বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচের শেষদিন। বাকি থাকা সাত উইকেট নিয়ে সামি-আকাশ-মুকেশরা যদি আগামীকাল জয়ের



আয়ুষ দোসেজাকে আউট করে উল্লাস মুকেশ কুমারের। ছবি : সিএবি

স্বপ্নপূরণ করতে পারেন, তাহলে নিশ্চিতভাবেই দলের অন্দরে উৎসবের আমেজ ঢুকে পড়বে। তৃতীয় দিনের খেলার শেষে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন বলছিলেন, ‘রনজি ট্রফি শুরু হয়ে যাওয়ার পর পূজোর কথা কি আর আলাদাভাবে ভাবা যায়। আগামীকাল বাকি থাকা সাত উইকেট দ্রুত নিতে হবে আমাদের। আমাদের বোলাররা আগামীকাল কী

রোকে-কে জোড়া শর্ত মানহাসের

মুম্বই, ১৩ অক্টোবর : বয়স নয়। ফিটনেস আর পারফরমেন্সই নির্বাচনের মাপকাঠি।

২০২৭ বিশ্বকাপে বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা’র টিমে থাকা প্রসঙ্গে এমনই জোড়া শর্তের কথা শোনালেন ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সভাপতি মিঠুন মানহাস। শ্রীজন ক্রিকেটার তথা বোর্ডের প্রাক্তন ক্রিকেটার মতে, নির্বাচন নিয়ে শেষকথা বলবে নির্বাচক কমিটি, ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে তিনি মনে করেন বয়স কখনোই নির্বাচনের মাপকাঠি হতে পারে না।

‘বিশ্বকাপ দল বাছবেন নির্বাচকরাই’

আগামী বছর বিশ্বকাপের সময় বিরাট চল্লিশের কোঠায় পা রাখবেন। রোহিত একচল্লিশ প্লাস। তবে মানহাসের যুক্তি, ‘রিসিসিআইয়ের পক্ষ থেকে বলতে পারি, এই নিয়ে কিছু বলার অবস্থায় নেই আমরা। কারণ নির্বাচনের বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করবে নির্বাচক কমিটি ও কোচদের ওপর। তবে আমরা মতে, ফিটনেস ও পারফরমেন্সই মাপকাঠি হওয়া উচিত, বয়স নয়। কেউ যদি খেলার মতো ফিট থাকে এবং দলের জয়ে অদ্বাদান রাখতে পারে, সেটাই অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত।’

বোর্ড সভাপতির যুক্তি, বিরাট-রোহিতের মতো অভিজ্ঞদের পাশে পেয়ে উপকৃত অধিনায়ক শুভমান গিলও। মিঠুন



বলেছেন, ‘দলে বিরাট, রোহিত, হার্দিকের (পাড়িয়া) উপস্থিতি নিশ্চিতভাবেও ওকে সাহায্য করছে। জসপ্রীত বুমা’রও আছে। যার মধ্যে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা দিতে পারে। কেউ আবার ফিল্ডিং ক্যাপ্টেন। এর ফলে দায়িত্ব, ওয়ার্কলোড অনেকের মধ্যে ভাগ হয়ে যাচ্ছে। সুবিধা অধিনায়কেরই। আর চাপের মধ্যে ওরা (বিরাট, রোহিত) বারবার দায়িত্ব সামলেছে। দলকে বসদ জুগিয়েছে। সবমিলিয়ে নবীন-প্রবীণ মিলে যথাযথ কন্ট্রোলশন।’

প্রাক্তন তারকা মহম্মদ কাইফ মনে করেন, ব্যাটাররা সুবিধা পাবে দক্ষিণ আফ্রিকা’য়। কারণ বর্তমানে ওখানকার পিচ অনেক বেশি ব্যাটিং সহায়ক হয়ে গিয়েছে। বিরাট, রোহিতের উপস্থিতি সেদিক থেকে ভারতীয় দলের জন্য ইতিবাচক দিক। কাইফের মূল চিন্তা বোলিং ও ফিল্ডিং নিয়ে। গৌতম গম্ভীরদের উদ্দেশে কাইফের পরামর্শ, ‘ব্যাটাররা বিশ্বকাপে দাপট দেখানো। যা সামলাতে বোলিং রিগেড শক্তিশালী হওয়া জরুরি। সফল্য পেতে হলে বোলিং ও ফিল্ডিংয়ের ফরকসেকরনের দ্রুত সমাধান জরুরি।’

মাসের সেরা গিল, শেফালি

দুলাই, ১৩ অক্টোবর : আইসিসির সেপ্টেম্বর মাসের সেরা প্লেয়ারের দৌড়ে ভারতের ‘জোড়া ধামাকা’। পুরুষ ও মহিলা বিভাগে সেরার শিরোপা পেলেন শুভমান গিল ও শেফালি ভামা। এশিয়া কাপ ও এশিয়ান গেমসে ভারতীয় মহিলা দলের সাফল্যে অন্যতম কারিগর ছিলেন শেফালি। শুভমান অপরদিকে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজ জয়ের ফর্মে ছিলেন। পুরস্কারস্বরূপ মাসের সেরার সম্মান।



তৃতীয়বার একই মাসে পুরুষ ও মহিলা দুই বিভাগে সেরা হলেন ভারতীয় খেলোয়াড়রা। শুভমান আগেও চারবার এই সম্মান পেয়েছেন। এবারের নিয়ে পাঁচবার। যে কৃতিত্ব দ্বিতীয় কোনও পুরুষ খেলোয়াড়ের নেই। ওয়েস্ট ইন্ডিজ মহিলা দলের অধিনায়ক হেইলে ম্যাথিউজ পাঁচবার আইসিসি-র ‘প্লেয়ার অফ দ্য মাস’ হয়েছেন।

প্রতিক্রিয়ায় শুভমান বলেছেন, ‘পঞ্চমবার পেলাম। দারুণ অনুভূতি। যাঁরা আমাকে নির্বাচিত করেছেন, তাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। রানের মধ্যে থাকা, ঘরের দর্শকদের সামনে রান তাড়ায় সাফল্য পাওয়ার মধ্যে বাড়তি তৃপ্তি মেলে, আত্মবিশ্বাস জোগায়। আগামী বছর বিশ্বকাপ রয়েছে। এই মানটা বজায় রাখতে আমরা বদ্ধপরিকর।’ শেফালি বলেছেন, ‘আবার বেরা হওয়াটা আমার কাছে সেরা সম্মান। এশিয়া কাপ ও এশিয়ান গেমসে দলের সাফল্যে ভূমিকা রাখতে পেরে আমি খুশি।’

পিএসজি-র চ্যালেঞ্জে তৈরি সিটি প্রাক্তন ক্লাবের বিরুদ্ধে নামছেন মোরিনহো



পিএসজি-র বিরুদ্ধে নামার আগে জিম সেশনে আলিঁ ব্রাউট হালাড। মঙ্গলবার।

লন্ডন, ১৩ অক্টোবর : অনেক আশা আশঙ্কার মাঝে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলতে নামছে ম্যাক্সেস্টার সিটি।

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে আর্থিক নিয়ম ভঙ্গের অভিযোগ। গত ১৫ বছরে জেতা শিরোপাগুলি কেড়ে নেওয়া কিংবা ইপিএল থেকে বহিস্কারের মতো কঠোরতম শাস্তির আশঙ্কা রয়েছে ম্যান সিটির। এই পরিস্থিতিতে তারা ভারতীয় সময় গভীর রাতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলতে নামছে। প্রতিপক্ষ ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন প্যারিস সঁ জাঁ।

প্রবল অস্থিরতার মধ্যে ইপিএলে দারুন ছন্দে ম্যান সিটি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলতে নামছে। শেষ ম্যাচে

লিভারপুলকে ৩-০ গোলে বিধ্বস্ত করেছে। সেই ছন্দে পিএসজি-র বিরুদ্ধে ধরে রাখতে চায় এনজে মারেক্সার ছেলেরা। তুলনায় একটু ছন্দহীন লুইস এনারিকের দল। শেষ পাঁচ ম্যাচে তিনটি জয়। তবে এই ম্যাচে পিএসজি খেলবে সম্পূর্ণ ভিন্ন মেজাজে। টানা তিনবার ইউরোপ সেরা হওয়ার হাতছানি তাদের সামনে। এটাই বাড়তি অনুপ্রেরণা দিচ্ছে এনারিকের দলকে।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের অন্য ম্যাচে লিভারপুল খেলবে অস্ট্রিয়ান দল লিনজার অ্যাথলেটিক স্পোর্টস ক্লাবের (এলএসসি) বিরুদ্ধে।

শেষ ম্যাচে ম্যান সিটির কাছে হেরে বেশ চাপে রেডস শিবির। এই ম্যাচে আলেকজান্ডার ইসাক ও কোডি গাকপোকে পাছে না লিভারপুল। ডোমিনিক সোবোস্লাইও অনিশ্চিত। তবে রায়ান গ্রাডেনবার্টকে পাছে আন্দোনি ইরাওলা।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে রিয়াল মাদ্রিদ খেলবে ইতালির এসস রোমার বিরুদ্ধে।

এলএসসকে বনাম লিভারপুল
ফের্দু বনাম কোমো
সময় : রাত ১০.১৫ মিনিট
ম্যাক্সেস্টার সিটি
বনাম প্যারিস সঁ জাঁ
এসস রোমা বনাম রিয়াল মাদ্রিদ
বোডো/গ্লিম্মট বনাম বরুসিয়া উটমুন্ড
শাখতার দোনেস্ক
বনাম এইকে এথেন্স
রিয়াল বেটিস বনাম এফসি পোর্টো
অ্যাস্টন ভিলা বনাম ফেনেরবাখ
ফ্লোরেন্স ব্রাজিয়াভা
বনাম স্টুটগার্ট এফসি
সময় : রাত ১২.৩০ মিনিট
সেন্টপটার : সোনি স্পোর্টস
নেটওয়ার্ক ও সোনি লিভ অ্যাপ

নিজের প্রাক্তন ক্লাবের বিরুদ্ধে ও পয়েন্ট ঘরে তুলতে মরিয়া রিয়াল কোচ হোসে মোরিনহো।

লা লিগায় জিয়ারিয়ালের বিরুদ্ধে জিতলেও মোটেও আহামরি ছিল না। তবে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে বারবারই ভিন্ন মেজাজে দেখা যায় এখানের দলটিকে। এখনও পর্যন্ত নিজেকে মেলে ধরতে পারেননি বনার্ডো সিলভা। ছন্দহীন ভিনিসিয়াস জুনিয়ারও। তাই কাজটা একটু হলেও কঠিন রিয়ালের কাছে। সামনেই রয়েছে এলা ক্লাসিকো। তার আগে

নিজদের হন্দ ফিরে পেতে রোমা ম্যাচ পাখির চোখ কিলিয়ান এমবাপেদের।



চণ্ডীগড়কে ইনিংস ও ১৪০ রানে হারানোর পর ফোটোসেশনে মুম্বইয়ের তুষার দেশপাণ্ডে, তনুয কোটিয়ান, শামস মুলানিরা। মঙ্গলবার।

অধিনায়ক হিসেবে সিরাজের প্রথম জয়

সেকেন্দ্রাবাদ, ১৩ অক্টোবর : অধিনায়ক হিসেবে প্রথমবার জয়ের স্বাদ পেলেন মহম্মদ সিরাজ। তিনিদিনেই ত্রিপুরার বিরুদ্ধে ইনিংস ও ৪০ রানের বিশাল জয় তুলে নিল সিরাজের নেতৃত্বাধীন হায়দরাবাদ। ইনিংস হার ব্যতীতে ১৬১ রান দরকার ছিল। কিন্তু বাইতি স্পিনার তনয় ত্যাগরাজনের (৫২/৬) স্পিন যুগির সামনে ১২০-তেই আটকে যায় ত্রিপুরা।

দুই উইকেট নেন সিরাজ। ম্যাচ শেষে সিরাজ বলেছেন, ‘মরশুমে প্রথম জয়। অধিনায়ক হিসেবেও প্রথমবার জিতলাম। অবিশ্বাস্য লাগছে। এই ম্যাচ থেকে পাওয়া আত্মবিশ্বাস নিয়ে সামনের দিকে তাকাতে চাই।’ মেন্টর ওয়াসিম জাফরকে কৃতিত্ব দিচ্ছেন। সিরাজের কথা, ‘ওয়াসিমভাই ব্যাটারদের মাথায় ঢুকিয়ে দিচ্ছে, কীভাবে রান করতে হয়। ওর উপস্থিতিতে দল, বিশেষত নতুনরা উপকৃত।’

তিনিদিনে চণ্ডীগড় বধ মুম্বইয়ের

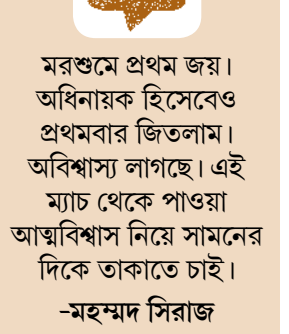
চণ্ডীগড়ের বিরুদ্ধে ইনিংস ও ১৪০ রানের বিশাল জয় দিয়ে রনজি অভিভান শুরু করেছে মুম্বইও। মুম্বইয়ের ৪২৯ রানের জবাবে প্রথম ইনিংসে মাত্র ৭৮ রানে গুটিয়ে গিয়েছিল। ফলোঅনের পর খেলতে নেমে তুষার দেশপাণ্ডে (৩৭/২), তনুয কোটিয়ান (৩০/৩), শামস মুলানিদের (৬৯/৩) সামনে দ্বিতীয় ইনিংসে ১৯৫-তে অলআউট চণ্ডীগড়। জয়ের মাঝেও বড় ঝুঁকি ঘেঁড়-৪ হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট লগ্না সময়ের জন্য মাঠের বাইরে ছিটকে গেলেন সব অধিনায়ক আয়ুষ মাের।

বিহারের বিরুদ্ধে ইনিংস ও ২৬৬ রানে জয়ী উত্তরপ্রদেশ। ৫৪০ রানের জবাবে বিহার দুই ইনিংসে করে মাত্র ১৪১ ও ১৩২।

স্বরণ (২১।) আগামীকাল শেষদিনে উত্তেজক সমাপ্তির হাতছানি। ছত্তিশগড়ের বিরুদ্ধে শতরানের পর বল হাতেও দাপট রবীন্দ্র জাদেজার। রাজকোটে অনুষ্ঠিত ম্যাচে সৌরাষ্ট্রের ৩৯৩-র জবাবে ছত্তিশগড় করে ৩১২। দলের পক্ষে সবায়িক ৩ উইকেট নেন জাদেজা।

তৃতীয় দিনের শেষে দ্বিতীয় ইনিংসে সৌরাষ্ট্র ৪৫/০। সবমিলিয়ে ১২৫ রানের লিড।

অসম-পাঞ্জাব ম্যাচে মূল লড়াই প্রথম ইনিংসে এগিয়ে গিয়ে



ও পয়েন্ট নিশ্চিত করার। তৃতীয় দিনের শেষে অসমের ৩৭৩ রানের জবাবে পাঞ্জাবের স্কোর ২৮৭/৫। হরনুর সিংকে (৫৪) নিয়ে ১৩৭ রানের ওপেনিং পার্টনারশিপ গড়েন অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ জয়ী দলে সদস্য বিহান মালহোত্রা (১০৩)। বিহানের সুবাদে একসময় পাঞ্জাবের স্কোর ছিল ১৯৫/১। এখান থেকে অসমকে ম্যাচে ফেরান বোলাররা। আপাতত প্রথম ইনিংসে লিড পেতে পাঞ্জাবের দরকার আরও ৮৭ রান। হাতে অবশিষ্ট ৫ উইকেট।

‘চাকরি’ খুঁজছেন বিরাট!

নয়াদিল্লি, ১৩ অক্টোবর : ৩৭ বছর বয়সে কি চাকরি খুঁজছেন বিরাট কোহলি? চাকরি প্রার্থীদের প্ল্যাটফর্ম ‘লিঙ্কডইন’-এ নিজের প্রোফাইল খুলেছেন ‘চৈত্র মাস্টার’। দীর্ঘ পোস্টও করেছেন এই নিয়ে। নিজের ভাবনা, লক্ষ্যের কথাও বিস্তারিতভাবে যে পোস্টে তুলে ধরেছেন। মূলত ক্রীড়াসংগঠন প্রস্তুতকারক অ্যাজলিটিস ও ওয়ানচ-ওয়ার্ল্ড ব্র্যান্ডের প্রচারের জন্যই বিরাট উদ্যোগ। অ্যাজলিটিসে বিশাল অঙ্কের টাকা বিনিয়োগ করেছেন বিরাট। ওয়ানচ-ওয়ার্ল্ড নিজের ব্র্যান্ড। ‘লিঙ্কডইন’ প্ল্যাটফর্মকে কাজে লাগিয়েছেন নিজের জোড়া ব্র্যান্ডের প্রচারের কাজে।

পোস্টে বিরাট লিখেছেন, ‘এমন একটা ভারত দেখতে চাই, যেখানে প্রতিটি নতুন সমানভাবে গুরুত্ব পাবে। নতুন প্রজন্ম প্রমাণ করছে বিশ্বমানের ক্রীড়াবিদ তৈরি করতে আমাদের দেশ থেকে। এই ভাবনাকে এগিয়ে দিতে পুরোদস্তুর ক্রীড়া প্ল্যাটফর্ম গড়ে তুলতে চাই। এই লক্ষ্যেই বিনিয়োগকারী হিসেবে অ্যাজলিটিসের সঙ্গে যুক্ত হয়েছি। পুরো কেরিয়ারে নিজস্ব এক মান বজায় রাখার চেষ্টা করছি। সেই বিশ্বাস থেকে তৈরি করিয়ে নিজস্ব ব্র্যান্ড ওয়ানচ-ওয়ার্ল্ড।’



মহেন্দ্র সিং ধোনির টানা পোডেরের মধ্যে চোমাই সুপার কিংসের সিইও কাশী বিশ্বনাথন মাহি সমর্থকদের জন্য আশার খবর শোনালেন। আশাবাদী, আগামী মেগা লিগে বাইশ গজে ব্যাট হাতে দেখা যাবে বছর পঁয়তাল্লিশের ধোনির। কাশী বলেছেন, ‘এই প্রকল্পটা (মাহির খেলা নিয়ে) ওকেই করা উচিত। আমিও ভিজ্ঞাসা করব। আমাদের জিজ্ঞাস্যে, চোমাইয়ে পৌছানোর পর সিদ্ধান্ত জানাবে। আমার ধারণা সিএসকে-র হয়ে ওর খেলা চালিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। এখনও ধোনি আমাদের দলের অন্যতম ক্রিকেটার।’

তেরোর গেরোয় ফাঁসলেন বাভুমা

হ্যাজেলউডের ছয়ে এগোল অস্ট্রেলিয়া

ডারবান, ১৩ অক্টোবর : আনলাকি খার্মি। অধিনায়ক হিসেবে প্রথম ১২টি টেস্টে অপরাজেয় তকমা ধরে রেখেছিলেন টেন্স বাভুমা। তেরো নম্বর টেস্টে তার সেই রথ থামিয়ে দিলেন জিম্বা। প্রথম টেস্টের পঞ্চম দিনে জোশ হ্যাজেলউডের (৪৯/৬) দাপটে দক্ষিণ আফ্রিকা ৮৬.৫ ওভারে ২০৬ রানে দ্বিতীয় ইনিংসে অল আউট হয়। ব্যাট হাতে দুই ইনিংসে দাপট দেখানোর পর অফস্পিন বোলিয়ের ম্যাট রেনসের (৩০/২) শিকার বাভুমা (১) ও কাইল ভেরেইনি (১)।

ডারবান টেস্টের সেরা ক্রিকেটারের পুরস্কারও তার হাতে উঠেছে। জয়ের জন্য ৪২১ রানের টার্গেট নিয়ে নামা দক্ষিণ আফ্রিকা গতকালই ১০২ রান তোলার ফাঁকে টপ অভয়ের চার ব্যাটারকে হারিয়েছিল। মঙ্গলবার তাদের হয়ে যেটুকু লড়াই তা পাওয়া গেল আইডেন মার্করামের থেকেই। ২৩৭ বল খেলে তিনি ৭৫ রান করেন। কিন্তু এদিন দুই অলরাউন্ডার মার্কো জানসেন (৩৫) ও উইয়ান মুন্ডার (২৯) ছাড়া কেউই মার্করামকে সহযোগিতা করতে পারেননি।



কেউই মার্করামকে সহযোগিতা করতে পারেননি। রবিবার

রবিবার থেকে গকেবেরহায় সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট শুরু হবে।

কোচকে সরিয়ে দল ঘোষণা প্যারা এশিয়াডের

নয়াদিল্লি, ১৩ অক্টোবর : অবশেষে এশিয়ান প্যারা গেমসের জন্য ১৬৬ সদস্যের ভারতীয় দল ঘোষণা করল কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রক। ১৮ অক্টোবর থেকে প্যারা এশিয়াডের আসর বসছে জাপানের আইচি-নাগোয়ায়। তার আগেই দল নির্বাচন প্রক্রিয়ায় চরম অনিয়ম ও স্বজনপোষণের অভিযোগে তোলাপাড় হয়েছে এদেশের ক্রীড়া মহল। প্যারা শুটার এবং সাইক্লিস্টদের কোচের পদ থেকে সরিয়েও দেওয়া হয়েছে।

অভিযোগ উঠেছিল, নির্দিষ্ট মাপকাঠি বা সিলেকশন ক্রাইটেরিয়া না মেনেই শুটারদের নির্বাচন করেছে কোচ জয়প্রকাশ। এমনকি তাঁর বিরুদ্ধে আর্থিক তহব্বলের অভিযোগও তোলায় খেলোয়াড়রা। স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া’র সদর দপ্তরের বাইরে বিক্ষোভও দেখান তাঁরা। কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্যর সঙ্গে দেখা করে বিচার চান। সব দিক বিবেচনা করে অভিযুক্ত কোচকে বাদ দিয়ে অভিজ্ঞ জীবন এল রাইয়ের হাতে দায়িত্ব তুলে দেওয়া হল। প্যারা গেমসের জন্য ভারত মোট ২৭৫ জনের দল জাপানে পাঠাচ্ছে। এর মধ্যে ১৬৬ জন অ্যাথলিট। ক্রীড়াবিদরা মোট ১০টি বিভাগে অংশগ্রহণ করবেন।

রোহিতকে নেতৃত্বে ফেরানোর ভাবনা মুম্বইয়ের

মুম্বই, ১৩ অক্টোবর : সফলতম অধিনায়ক রোহিত শমার ওপরই কি ফের আস্থা রাখতে চলেছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স? অধিনায়ক হার্দিক পাডিয়াকে নিয়ে আগেই মোহভঙ্গ হয়েছে ফ্র্যাঞ্চাইজি কর্তৃদেব। গত দুই আইপিএলে অধিনায়ক ও ব্যাটার, জোড়া দায়িত্বেই ব্যর্থ। চোটআঘাতও পথের কটা। নেতৃত্বের অপার দাবিদার সূর্যকুমার যাদবও অফ-ফর্মে। এনেন পরিস্থিতিতে রোহিতকে অধিনায়ক হিসেবে ফেরানোর ভাবনা গুরুত্ব পাচ্ছে।

দৌড়ে ভারতীয় দলের সহ অধিনায়ক তিলক ভার্মাও রয়েছে। তবে পাঁচচারের চ্যাম্পিয়ন ফ্র্যাঞ্চাইজির শীর্ষকতারা তিলককে নিয়ে ধীরে চলার পক্ষে। সূর্যের

দিল্লির ব্যাটিং কোচ যুবরাজ



খবর, রোহিতকে নেতৃত্বে ফিরিয়ে, ডেপুটির দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে তিলককে। সেক্ষেত্রে রোহিতের তত্ত্বাবধানে নিজেকে তৈরি করে নেওয়ার কিছুটা সময় পেয়ে যাবেন বাঁহাতি মিডল অর্ডার ব্যাটার।

শুধু নেতৃত্ব বদল নয়, হার্দিককে সম্ভবত ট্রেডের ভাবনা রয়েছে মুম্বইয়ের। কলকাতা নাইট রাইডার্স, চেন্নাই সুপার কিংসের সঙ্গে প্রাথমিক আলোচনা হওয়ার কথাও সামনে এসেছিল। মুম্বই সবথেকে আগ্রহী হার্দিকের বিনিময়ে রাজস্থান রয়্যালস থেকে যশস্কী জয়সওয়ালকে পেতে। সবমিলিয়ে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে হার্দিকের ভবিষ্যৎ যোর অনিশ্চয়তার মধ্যে।

এদিকে, রোহিতকে নিয়ে মুম্বইয়ের নতুন ভাবনার মাঝে দিল্লি ক্যাপিটালস তাদের ব্যাটিং কোচ হিসেবে যুবরাজ সিংয়ের নাম ঘোষণা করল। হেড কোচ তথা নিজের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌভদ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে জুটি বাঁধছেন যুবি। প্রতিক্রিয়ায় যুবরাজ বলেছেন, 'দিল্লি ক্যাপিটালসের হয়ে নতুন শুরু কর অপেক্ষায় মুখিয়ে আছি। আমি উত্তেজিত। দাদার সঙ্গেও ফের কাজ করার সুযোগ পাব। এবার কোচের ভূমিকায়। আমি নিশ্চিত দারুণ কিছু অপেক্ষা করছে।'



শতরানের পর সৈদিকুল্লাহ অটল।

বাংলাদেশকে রুখলেন অটলরা

আবু ধাবি, ১৩ অক্টোবর : ৪৭৯ রানের টার্গেট ছুড়ে দিয়ে আফগানিস্তানের জয়ের রাস্তা আগেই বন্ধ করে দিয়েছিলেন লিটন দাসরা। এরপর গতকাল শেষবেলায় ৩ উইকেট তুলে নিয়ে আফগানদের বিরুদ্ধে একমাত্র টেস্টে বাংলাদেশ জয়ের পথেই ছিল। টেস্টের শেষদিকে মঙ্গলবার মরিয়া লড়াইয়ে সৈদিকুল্লাহ অটলরা (১১১) ম্যাচ ড্র করে দেন। টেস্টে যখন দাড়ি টেনে দেওয়া হয় তখন দ্বিতীয় ইনিংসে আফগানিস্তানের স্কোর ৩৪৬/৮। এবাদত হোসেন (৫০/৩), মেহিদি হাসান মিরাজদের (৭৩/৩) প্রয়াসে জল ঢেলে দিয়ে সৈদিকুল্লাহর লড়াইয়ে শেষদানে সংগত করেন হাশমাভুল্লাহ শাহিদি (৩৬), ইক্রাম আলিখিলরা (৩৩)। এমনকি নয় নম্বরে ব্যাটিং করতে নামা কাইস আহমদ ৪৯ রানে অপরাজিত থাকেন।

কলকাতায় এল ক্লাসিকো

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ অক্টোবর : পূজোর পরেই ফের মেগা ম্যাচ। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে হতে চলেছে স্প্যানিশ এল ক্লাসিকো। ২৫ নভেম্বর কলকাতায় বার্সেলোনা লেজেণ্ডস দল মুখোমুখি হবে রিয়াল মাদ্রিদ লেজেণ্ডস দলের। বৃথবার রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী ডাঃ ইন্দ্রনীল খাঁ এই ঘোষণা করেছেন। তবে টিকিটের দাম কী হবে, কবে খেলে টিকিট ছাড়া হবে এই বিষয়ে এখনও কিছু জানা যায়নি। রিয়াল ও বাসার হয়ে কারা খেলবেন সেটাও এখনও জানা যায়নি। আশা করা হচ্ছে, এই ম্যাচে লুইস ফিগো, কার্লোস পুগলদের মতো অতীতের তারকারা আসতে পারেন।

বৈভবকে নিয়ে টানা পোড়েন

চারমিনার শহরে সিরিজ দখলে চোখ শ্রেয়সদের

হায়দরাবাদ, ১৩ অক্টোবর : নিজামের শহর। কারও কারও কাছে বিরিয়ানির শহর। শহরের বুকে মাথা উচু করে দাঁড়িয়ে ঐতিহাসিক স্মারক চারমিনার। যার টানে প্রতি বছর ভ্রমণপিপাসুরা ভিড় জমান ইতিহাসবিজড়িত হায়দরাবাদে। বৃথবার অবশ্য ইতিহাস নয়, ক্রিকেট-জুড়ে আক্রান্ত মহম্মদ আজহারউদ্দিন, ভিভিএস লক্ষ্মণের শহর। ভারতীয় দলের জন্য হাতছানি আরও একটা সিরিজ জয়ের। তিন ম্যাচ শেষে স্কোরলাইন ২-১। আগামীকাল জিতলে সিরিজ নিশ্চিত।

রাজীব গান্ধি ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে সেই লক্ষ্যে নামছে শ্রেয়স আইয়ার রিমেড। রাঁচির হারের ধাক্কা কাটিয়ে ইন্দোরে ব্যাটে-বলে দাপুটে জয় এসেছে। হায়দরাবাদ যে ধারা বজায় রাখতে বন্ধপরিকর 'মেন ইন ব্লু'।

ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ
চতুর্থ টি২০ আজ
সময় : সম্ভা ৭টা, স্থান : হায়দরাবাদ
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস
নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টার

ঘরের ছেলে তিলক ভার্মা সাংবাদিক সম্মেলনে সেই কথাই বলছিলেন। সাফ কথা, সিরিজ জয়ের অপেক্ষা দীর্ঘ করতে নারাজ তারা।

ঘরের মাঠ নিয়েও আবেগতড়িত। তিলক বলেছেন, 'নিজের শহরে খেলা আলাদা অনুভূতি। নতুন করে পিচ তৈরি করা হয়েছে এখানে। সবকিছু খতিয়ে দেখেই চূড়ান্ত গেমপ্ল্যান তৈরি করা হবে।' তবে বিগহিটার সমৃদ্ধ ক্যারিবিয়ান ব্যাটিংকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে আক্রমণাত্মক বোলিং স্ট্র্যাটেজি গুরুত্ব পাচ্ছে। তিলকের কথায়, নিয়মিত উইকেট তুলে নেওয়ার লক্ষ্য থাকবে।

ব্যাটিং পজিশন নিয়ে বাতাব্য দিয়ে রাখলেন টি২০ দলের সহ অধিনায়ক। তিলকের কথায়, 'তিন নম্বরে ব্যাটিং করতে ভালোবাসি। পাওয়ার প্লে-তে বৃন্তের বাইরে মাত্র ২ জন ফিল্ডার থাকার সুবিধা পাওয়া যায় শুরুতে নামলে। তবে দলের প্রয়োজনে যে কোনও পজিশনে (চলতি সিরিজে ৫-৬ নম্বরে খেলছেন) খেলতে প্রস্তুত আমি। ব্যক্তিগত ইচ্ছে নয়, দলের চাহিদাই গুরুত্বপূর্ণ।' হাইস্কোরিং ম্যাচের পরস্পরা রয়েছে

হায়দরাবাদে। ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বৈরথেও পরস্পরা ভাঙার সম্ভাবনা ক্ষীণ। নিট ফল, আতশি ব্যাটিংয়ের পূর্বভাস। প্রশ্ন, সুবিধাটা সেই হোপ, শেরফানে রাদারফোর্ড, রোমারিও শেফার্ড, রোভমান পাওয়েলরা নেবেন নাকি অভিষেক শর্মা, সঞ্জু স্যামসন, শ্রেয়সরা টেকা দেবেন?

দুই দলের তারকা ব্যাটারদের ভিড়ে কালকের দ্বৈরথে সিরিজে এখনও সুযোগ না পাওয়া বৈভব সূর্যবংশী ঢুকে পড়লেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। বিশ্বায় বালককে খেলানোর দাবি উঠলেও সঞ্জু অগ্রাধিকার পাচ্ছেন। তবে পাটা পিচ, তুলনামূলক



সাংবাদিক সম্মেলনে ফুরফুরে মেজাজে তিলক ভার্মা। বৃথবার নামবেন সিরিজ জয়ের লক্ষ্যে।

ছোট বাউন্ডারির কথা মাথায় রেখে পরিবর্তনের সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া কঠিন। বল গৌতম গম্ভীরের কোটে। তবে প্রথম এগারো কী হবে, তার জন্য টস পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। রাতের ম্যাচ। ফলে কয়েন যুদ্ধ ফের ফ্যাক্টরি। দুই শিবিরের স্লোগানও এক- টসে জিতে ফিফিভ। ইন্দোরে পথেই কাটা শাই হোপকে গুরুত্বে আউট করে স্বস্তি দিয়েছিলেন অদীপ সিং। কালকের নীল নকশাতেও অগ্রাধিকার হোপকে দ্রুত ফেরানো। অদীপ জানিয়েছিলেন, হোপের জন্য নিদিষ্ট প্ল্যান ছিল। তারই সফল পেয়েছেন। আগামীকাল?



নেটে টানা অনুশীলন করে গেলেও প্রথম একাদশে জায়গা হচ্ছে না বৈভব সূর্যবংশীর।

উত্তরের মধ্যে অনেকাংশে লুকিয়ে নিজামের শহরের ক্রিকেট দ্বৈরথের ভাগ্য। অবশ্য ক্যারিবিয়ান ব্যাটিং লাইনআপে বারুদের অভাব নেই। কখন কে বিস্ফোরণ ঘটাবে ভবিষ্যদ্বাণী করা মুশকিল।

আইপিএলে সানরাইজার্স হায়দরাবাদে খেলার সুবাদে রাজীব গান্ধি স্টেডিয়াম অভিষেকের ঘরের মাঠ। আর এই মাঠে ঝড় তোলটা কার্যত 'বয়ে হাত কা খেল'। চলতি সিরিজে দুর্দান্ত ফর্মও রয়েছেন। চেনা মাঠে আগামীকাল উপ গিয়ারে ব্যাট চালাতে চাইবেন। সানরাইজার্সের আরেক তারকা ঈশান কিষানের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

ব্যাটারদের দাপটের মাঝে রোস্টন চেজ কিছুটা ব্যতিক্রম। স্পিন ঘূর্ণিতে ভারতের মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠছেন। গত ম্যাচে অভিষেক যে জাল কেটে বেরোতে সক্ষম হয়েছেন। শ্রেয়স ইতিমধ্যেই ম্যাচ জেতানো ইনিংস উপহার দিয়েছেন। ঘরের মাঠে তিলকও মুখিয়ে থাকবেন হুই ইনিংস খেলেও। আগামীকাল কে বা কারা বড় বড় মিলিয়ে বাজিমাত করতে পারেন, সেটাই দেখার।

সামিদের ভরসায় জয়ের স্বপ্ন বাংলার অধিনায়ক হিসেবে সিরাজের প্রথম জয় -খবর এগারোর পাতায়

দুইবার এগিয়েও হার ইস্টবেঙ্গলের

ইস্টবেঙ্গল এফসি-২ (ডেভিড-২) আল শোর্তা এফসি-৩ (আহমেদ, হুসেন ও কুকু)

সুমিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৩ অক্টোবর : সমর্থকদের শরদ উৎসবে জয় উপহার দিতে পারলেন না আনোয়ার আলি-ডেভিড লালহালানসাদ্ধার।

প্রথমার্ধেই অন্তত চার গোল দিয়ে খেলা শেষ করে দেওয়ার কথা ইস্টবেঙ্গলের। চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-এর দ্বিতীয় ম্যাচে ইরাকের আল শোর্তা এফসি-র বিপক্ষে দুইবার এগিয়ে থেকেও ম্যাচটা শেষপর্যন্ত ২-৩ গোলে হেরেই ফিরতে হচ্ছে আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের দলকে। আইএফএ শিল্ডের সেমিফাইনালে হ্যাটট্রিক করার পরেও কেন তাঁকে ফাইনালে নামাননি হাবাস, সেটা এদিনের খেলায় পরিস্কার। তরতাজা অবস্থায় এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-এর এই ম্যাচে নামাতে চেয়েছিলেন বলেই এই সিদ্ধান্ত। প্রথমার্ধের পুরো সময়টা যেন আশুন বারালেন এই মিজো স্টাইকার। মাত্র ৯ মিনিটে গোল। তিনি রায়মিরেজের মাইনাস ধরে বলটা তুলে দেন হার্দিক ভট্ট।

অসাধারণ হাফ টার্ন করে নেওয়া শটে গোল ডেভিডের। দ্বিতীয় গোলাটা ৪১ মিনিটে। এবার বঙ্গের বাইরে থেকে ড্যানি ফ্রি কিং নিলে তা থেকে মহম্মদ বসিম রশিদের মাইনাস এবং ডেভিডের গোলে বল ঠেলেতে ভুল হয়নি। কিন্তু তিনি গোল করেও নিজের দোষ ঢাকতে পারলেন না। প্রথমার্ধেই ম্যাচটা শেষ করে সাজখর ফেরার কথা ইস্টবেঙ্গলের। কিন্তু একের পর এক নিশ্চিত সুযোগ নষ্ট করার খোসরত দিতে হল। অন্তত দুইটি ক্ষেত্রে ডেভিড ৬ গজ বঙ্গের মধ্যে থেকে সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি। প্রথমার্ধে ওই অসাধারণ পারফরমেন্সের মধ্যেই একটা বিশ্রি গোল খেয়ে নিজেরাই নিজেদের জন্য চাপ তৈরি করে রাখে ইস্টবেঙ্গল। ১৪ মিনিটে কবেন রায়মিরেজের কনার থেকে অন্তত দুইটি হেড ছিল। যা ঠিকঠাক না হওয়ায় গোলে না ঢুকলেও ফের রুবেন এসে বল তুললে আহমেদ ইয়াহা আল-হাজাজের

একটা ড্রপ হেডে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গোল খেলেন প্রভস্থান সিং গিল। ঘটনা হল, এই অর্ধেই যদি ডেভিডের গোলগুলো হত তাহলে হয়তো ম্যাচে ফিরতেই পারেন না আল শোর্তা। বিশ্বকাপার গোলকিপার জালাল হাসানের পারফরমেন্স এদিন কিছু ক্ষেত্রে ভালো হলেও অসাধারণ নয়। তার যে চোট ছিল তা বারবার মাঠে শুয়ে পড়ায় বোঝা যাচ্ছিল। কিন্তু এই সুযোগটা নিতে পারেনি হাবাসের দল। উলটে ২-১ এগিয়ে থাকটাই যেন কালহল ইস্টবেঙ্গলের। বিরতির পর ফিরে এসেই পরপর গোল



ইরাকিদের। বিশ্বকাপার স্টাইকার মোহানন্দ আলিকে না নামালেও দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই ক্রিস্টিয়ান বারকোকে নামিয়ে দেন আল শোর্তা কোচ। সম্ভবত এটাই টার্নিং পয়েন্ট ম্যাচের। ৫১ মিনিটে আহমেদ ইয়াহা আল-হাজাজের ক্রস থেকে হুসেন আল সাইদির ছোট টেকায় গোল। আনোয়ার আলি এটা তো বটেই, ঠিক দুই মিনিটের মাথায় তিন নম্বর গোলের সময়ও পাশে দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে। ৫৩ মিনিটে বারকোর কনারে হেড করে ৩-২ করেন কিসলে ফিডেলিস কুকু।

তবে এই দাপট বেশিক্ষণ আর ধরে রাখতে পারেনি আল শোর্তা। ৭৬ মিনিটে দ্বিতীয় হলুদ ও লাল কার্ড দেখেন আব্দুল মাজিদ মোমৌনি। ১০ জনে কিছু সুযোগ তৈরি করলেও এই সময়টা ইস্টবেঙ্গলেরই সুযোগ ছিল বেশি। ড্যানি, ডেভিড, লুকাস জোলিনস্কি ও আকে আনউপ লোবা, প্রত্যেকে সুযোগ নষ্টের দোষে দোষী। তেমনি ডিফেন্স এদিন আনোয়ার আলি-দিয়েগো জিভুলিচ জুটি অসম্ভব খারাপ। প্রতিপক্ষ লাল-হলুদ বঙ্গে ঢুকলেই পরিস্থিতি অগ্রি হয়েছিল। তবে এই আল শোর্তাকেও আহমরি লাসেনি। এবারের ইরাকি লিগে কেন তারা ৫ নম্বরে, সেটা খেলায় পরিস্কার। হাবাস এদিন বিপিন সিং, লোবা ও জোলিনস্কিকে পরে নামান।

আল হুসেইন ম্যাচের মতোই এদিনও দুইবার এগিয়ে থেকেও তা ধরে রাখতে ব্যর্থ ইস্টবেঙ্গল। এর ফল কিন্তু পরে ভুগতে হতে পারে। ঘরের মাঠে অন্তত ড্র না করতে পারলে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে যাবায়া কঠিন হবে।

ইস্টবেঙ্গল এফসি : প্রভস্থান, হার্দিক (বিপিন), আনোয়ার, জিভুলিচ, নুঙ্গা, জয়, রায়মিরেজ (লোবা), রশিদি, জিকনন, এডমুন্ড ও ডেভিড (লুকাস)।

আল শোর্তার বিরুদ্ধে দুইবার ইস্টবেঙ্গলকে এগিয়ে দিয়েছিলেন ডেভিড লালহালানসাদ্ধা। তবে দিনের শেষে হার হজম করতে হল লাল-হলুদ শিবিরকে। ছবি : ডি মণ্ডল

দিল্লিতে জেমি, চাপ বাড়ছে প্যানোসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ অক্টোবর : মোহনবাগান সুপার জয়েন্ট কোচ প্যানাজিওটিস ডিলপেরিসের ওপর চাপ কিছু ক্রমশই বাড়ছে। গ্রিক কোচ নিজে কি তা উপলব্ধি করতে পারছেন।

আইএফএ শিল্ড জিতেও স্বস্তি নেই সবুজ মেরুন শিবিরে। আইএসএলের প্রথম ম্যাচেই ধাক্কা। নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-র কাছে হারের পর এবার মিশন দিল্লি।

১৬ অক্টোবর স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লির বিপক্ষে মঙ্গলবারই গুয়াহাটি থেকে রাজধানীর উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে টিম মোহনবাগান। দিল্লি ম্যাচ বাগান কোচ ডিলপেরিসের জন্য কার্যত অগ্নিপরাীক্ষা। ওই ম্যাচে পয়েন্ট খোয়ালে সবুজ-মেরুনে তার আসন আর উলমল হয়ে পড়বে। সেক্ষেত্রে ২৬ অক্টোবর ঘরের মাঠে চেন্নাইয়ান এফসি ম্যাচই গ্রিক কোচের জন্য শেষ সুযোগ হতে পারে। যদিও সে এখন দূরের কথা। নর্থইস্টের কাছে হারের পর তা ভাবনাতেও আনতে চাইছেন না প্যানোস। বরং তিন পয়েন্ট হারিয়ে ভাগকেই দুখলেন বাগান কোচ।

নর্থইস্ট ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে ৪টি সুযোগ নষ্ট করে হতাশ করলেন লি এরউইন।



সোমবার রাতে ম্যাচ শেষে প্যানোস বলেছেন, 'আমরা বিপক্ষ গোলরক্ষকের সামনে কমপক্ষে পাঁচটা নিশ্চিত সুযোগ হাতছাড়া করেছি। এটাই মূল সমস্যা। আর এই ধরনের পরিস্থিতিতে একটু ভাগ্যেরও দরকার হয়। নর্থইস্ট গোল করার আগেও সুইলের শট পোস্টে লেগেছিল। কিন্তু ফুটবল এমনই। ফলাফলে আমরা হতাশ।'

এদিকে, নর্থইস্ট ম্যাচ খেলতে দলের সঙ্গে গুয়াহাটি যাবনি কেউ ম্যাকলারেন। এদিন সরাসরি দিল্লি পৌঁছে শিবিরে যোগ দিয়েছে অজি তারকা। দিল্লি ম্যাচে তাঁকে খেলাতে পারেন প্যানোস। সোমবার ম্যাচের পরই লি এরউইনকে তুলে নেওয়ার প্রসঙ্গে গ্রিক কোচ বলেছিলেন, 'আমি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি কারণ আমি মনবীরকে (সিং) ৯ নম্বর পজিশনে ভরসা করি। লি ততক্ষণে চারটি সুযোগ নষ্ট করেছিল। আমি ভেবেছিলাম ড্রাবড কাপ এবং জাতীয় দলের হয়ে মনবীর যেভাবে খেলেছে, তাতে ও ভালো ছন্দে আছে এবং গোল করতে পারবে।' ম্যাকলারেন ফিরলে সৈদিক থেকে নিঃসন্দেহে স্বস্তি পাবেন প্যানোস।

সুযোগ নষ্টের খেসারত : হাবাস

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ১৩ অক্টোবর : ম্যাচ শেষের বাঁশি বাজতেই একরাশ হতাশা নেমে এল গ্যালারিতে। পরিশ্রান্ত লাল-হলুদ ফুটবলাররা মাটিতে বসে পড়েছিলেন।

আল হুসেইন ম্যাচের পুনরাবৃত্তি। জর্ডনে গিয়ে ২-০ এগিয়ে থেকে ২-২ গোলে ড্র। মঙ্গলবার ঘরের মাঠে প্রথমার্ধে ২-১ গোলে লিড নিয়ে ২-৩ গোলে হার। অথচ একটা সময় মনে হয়েছিল আল জাওরা ম্যাচের স্মৃতি ফেরাতে চলেছে ইস্টবেঙ্গল। সেবার কার্লিন চ্যাপম্যান হ্যাটট্রিক করেছিলেন। এদিন প্রথমার্ধ দেখে মনে হয়েছিল চ্যাপম্যানকে ছুঁতে চলেছেন ডেভিড লালহালানসাদ্ধা। কিন্তু কোথায় কি? দ্বিতীয়ার্ধে ভদ্রুর রক্ষণভাগ ও সুযোগ নষ্টের খেসারত দিল ইস্টবেঙ্গল।

প্রথমার্ধেই আরও দুই-তিনটি গোল হয়ে পারত। কিন্তু ইস্টবেঙ্গল ফুটবলাররা সেই সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি। ম্যাচের পর



৩ পয়েন্ট হাতছাড়া করে হতাশ জিকসন সিং, আনোয়ার আলি। ছবি : ডি মণ্ডল

ফাইনালে জুবিলি, ডিটিওয়াইডিএফএ

বীরপাড়া, ১৩ অক্টোবর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার আন্তঃ ক্লাব মহিলা ফুটবলে ফাইনালে উঠল জুবিলি ক্লাব এবং ডিটিওয়াইডিএফএ। মঙ্গলবার প্রথম সেমিফাইনালে জুবিলি ২-১ গোলে শব্দ জীবনদীপ উইলেন্স ফুটবল অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে বীরপাড়ার ডিটিওয়াইডিএফএ ৪-০ গোলে হেমাভূরি অগ্রদূত আদিবাসী সংঘের বিরুদ্ধে জয় পায়। এর আগে একটি দল কম থাকায় লটারির মাধ্যমে সরাসরি সেমিফাইনালে উঠেছিল জুবিলি। ফাইনাল ২৮ অক্টোবর।



ম্যাচের সেরার ট্রফি হাতে গ্রিন বেঙ্গল ফুটবল অ্যাকাডেমির সুজয় সরকার। ছবি : নীহাররঞ্জন ঘোষ

খেতাবি লড়াইয়ে গ্রিন বেঙ্গল

মাদারিহাট, ১৩ অক্টোবর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ফুটবলে খেতাবি লড়াইয়ে স্থান করে নিল গ্রিন বেঙ্গল ফুটবল অ্যাকাডেমি। মঙ্গলবার সেমিফাইনালে তারা ৩-১ গোলে জয়গাঁ ইজরায়েল গুরুত্ব ফুটবল অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। মাদারিহাট হাইস্কুল মাঠে গ্রিন বেঙ্গলের অভয় ত্রিপুরকে, নীতেশ বইঠা ও তুষার দাস গোল করেন। জয়গাঁর গোলটি রোহিত কারকির। ম্যাচের সেরা গ্রিন বেঙ্গলের সুজয় সরকার।



ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন রীতেশ ওরাওঁ। ছবি : আনুমান চক্রবর্তী

ফাইনালে মর্নিং বয়েজ

আলিপুরদুয়ার, ১৩ অক্টোবর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার উদ্যোগে সুপার ডিভিশন ফুটবল লিগে ফাইনালে উঠল মর্নিং বয়েজ ফুটবল অ্যাকাডেমি। মঙ্গলবার সেমিফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৪-২ গোলে ফালাকাটা টাউন ক্লাবকে হারিয়েছে। নিখারিত সময়ে ম্যাচ গোলশূন্য ছিল। ম্যাচের সেরা রীতেশ ওরাওঁ।

SILIGURI STAR HOSPITAL

DEPARTMENT OF GENERAL LAPAROSCOPIC & CANCER SURGERY

AREA OF EXPERTISE:

- General Surgery
- Laparoscopic Surgery
- Laser Surgery
- Oncological Surgery: Breast Cancer, Stomach Cancer, Colon Cancer

CALL FOR APPOINTMENT
1800 123 8044
800 100 6060

DR. VISHANT DEO
MBBS, MS GENERAL SURGERY
EX ALIMS, NEW DELHI
& EX TATA CANCER MUMBAI

starhospitalsig@gmail.com
www.starhospitalsig.com
Asian Highway - 2, Tinbatti More, Siliguri - 734005